কাব্যমালঞ্চ

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দাম : পাঁচ টাকা

অষ্টম পরিবর্ধিত সংস্করণ

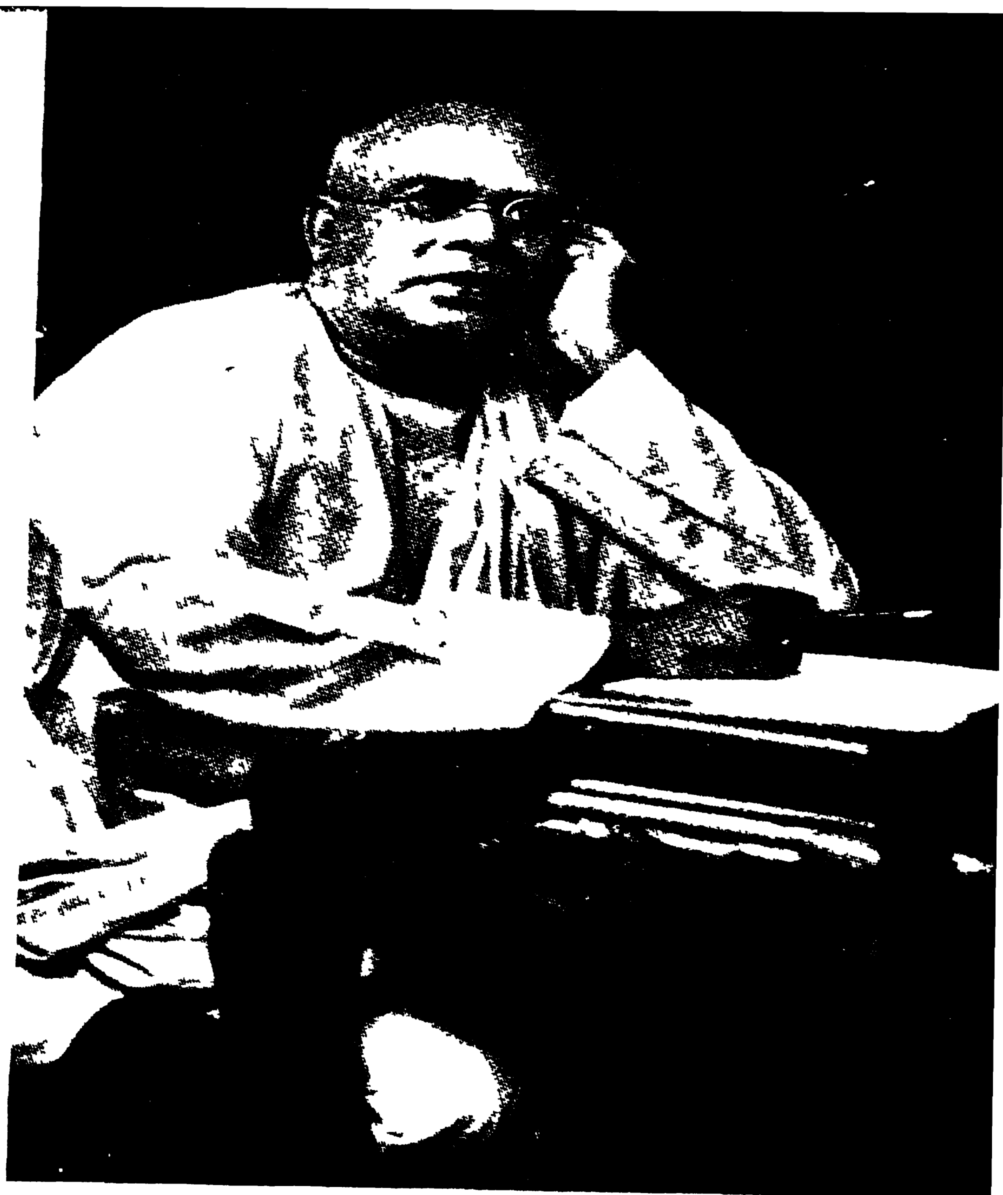
১৩৩৮

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীঅখিল গাঙ্গুলী

মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৮ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত



প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্র-সমসাময়িক এবং রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে যে কয়জন কবির কাব্য-কৃতি সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম এবং অগ্রগণ্য। যতীন্দ্রমোহনের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির একটি সংকলনের দাবি পাঠক-সমাজের পক্ষ হইতে অনেকদিন ধরিয়াই উত্থাপিত হইয়াছে। কবির জীবদ্দশাতে এই সংকলন একটি প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু তাহাকে কোনমতেই সামগ্রিক বলা চলে না। কবির বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা তাহাতে স্থান পায় নাই। তাছাড়া তাহার পরও কবি অনেক ভাল কবিতা লিখিয়াছিলেন। তদুপরি সে বইটিও দীর্ঘকাল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। পাঠকসাধারণের পৌনঃপুনিক অনুরোধে কবির পুত্র ও পুত্রবধূর সহযোগিতায় বর্তমান সংকলনটি প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য ইহাকে একটি সামগ্রিক রূপ দিবারই চেষ্টা করা হইয়াছে। সে প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে জানিতে পারিলেই আমাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে বুঝিব।

সূচী

কেয়াফুল

ফুল চাই—চাই কেয়াফুল ?
—সহসা পথের 'পরে
আমার এ ভাঙা ঘরে
কণ্ঠ কার ধ্বনিল আকুল !

তখনো শ্রাবণ-সন্ধ্যা
নিঃশেষে হয়নি বন্ধ্যা—
থেকে-থেকে ঝরিতেছে জল ;
পবন উঠিছে জেগে,
বিজলী ঝলিছে বেগে,
মেঘে-মেঘে বাজিছে মাদল !

জনহীন ক্ষুব্ধ পথ
জাগিছে দুঃস্বপ্নবৎ—
বুকে চাপি' আর্ত্ত অন্ধকার ;
কোনমতে কাজ সারি'
যে যার ফিরেছে বাড়ি,
ঘরে-ঘরে বন্ধ যত দ্বার।

সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
হিয়া গুমরিয়া মরে
স্মরি' যত জীবনের ভুল ;
অকস্মাৎ তারি মাঝে
ধ্বনি কার কানে বাজে—
চাই ফুল—চাই কেয়াফুল !

পাগল! আজি এ রাতে,
এ দুর্য্যোগ-অভিঘাতে—
বৃষ্টিপাতে বিলুপ্ত মেদিনী;
তার মাঝে কে-বা আছে,
কেতকী-সৌরভ যাচে!—
কোথায় বা হবে বিকিকিনি?

পবন উঠিল মাতি'!
কিছুক্ষণ কান পাতি'
মনে হ'ল—গিয়াছে বালাই;
সহসা আমারি দ্বারে
ডাক এল একেবারে—
ফুল চাই—কেয়াফুল চাই!

ভাবিলাম মনে-মনে—
হয়ত বা এ জীবনে
কোনও দিন কিনেছিনু ফুল;
সেই কথা মনে করে'
আজও বা আশায় ঘোরে,—
কিম্বা কা'রে করিয়াছে ভুল!

তাড়াতাড়ি আলো তুলি'
বাহিরিনু দ্বার খুলি',
সবিস্ময়ে দেখিলাম চেয়ে—
মাথায় বৃহৎ ডালা,
দাঁড়ায়ে পসারী-বালা—
শ্রাবণ ঝরিছে অঙ্গ বেয়ে!

কহিলাম, এ কি কাণ্ড !
তোমার পসরাভাণ্ড
আজ রাতে কে কিনিবে আর?
এ প্রলয়ে কারও কাছে
কিছু কি প্রত্যাশা আছে ?
কেন মিছে বহিছ এ ভার !

আর্দ্র দেহে আর্দ্র বাসে
সে কহিল মৃদু হাসে—
শিরে বায়ু সুগন্ধ ছড়ায়—
"যে ফুলে বেসাতি করি,
বাদল যে শিরে ধরি ;—
কপালে লিখিল বিধি তাই !

—বহিয়া দুখের ঋণ
যে কষ্টে কাটাই দিন—
এ দুর্দ্দিন কি-বা তার কাছে
—ওগো, তুমি নেবে কিছু ?"—
নয়ন হইল নীচু—
সেথাও বা মেঘ নামিয়াছে !

খোলা দরজার পাশে
বায়ু গরজিয়া আসে, .
ফুলবাসে ভরি' দেহ-মন ;
ঝর-ঝর ঝরে জল,
আঁখি করে ছল-ছল
ঘনাইয়া প্রাণের শ্রাবণ !

বাদলের বিহ্বলতা—
বুঝি হায় !—লাগিল তা'
নয়নে বচনে সর্ব্ব দেহে !
সহসা চাহিয়া আড়
রমণী ফিরা'ল ঘাড়—
ঊর্দ্ধে যেন কি দেখিবে চেয়ে !

না কহিয়া কোনও বাণী
পসরা লইনু টানি'—
মূল্য তার হাতে দিনু যবে,
উজাড় করিতে ডালা
কাঁদিয়া ফেলিল বালা—
ওমা, এ কি—এত কেন হবে !

কহিনু—"যা' কিনিলাম,
এ নহে তাহারই দাম—
প্রতিদিন দিতে হবে মোরে ;
এক পণ—দুই পণ—
যেদিন যেমন মন ;—
তাহারই আগাম দিনু তোরে।"

কতক বুঝে' না-বুঝে'
হৃদয়ের ভাষা খুঁজে'—
বহু কষ্টে জানাইয়া তাই,
পুষ্পগন্ধে মোরে ঘিরে'
অন্ধকারে ধীরে-ধীরে
পসারিণী লইল বিদায়।

ফিরিনু একলা-ঘরে—
বাদল তখনও ঝরে,
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ গৃহতল ;
শয্যা লইলাম পাতি',
নিবায়ে দিলাম বাতি—
আবার আসিল বেগে জল !

রুদ্ধ জানালার ফাঁকে
বাতাস কাহারে ডাকে,—
বিজলী চমকি' কা'রে চায় !
কোন্ অন্ধ অনুরাগে
ত্রিযামা যামিনী জাগে
শ্রাবণ-ব্যাকুল-ব্যর্থতায় !

সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
হিয়া গুমরিয়া মরে—
স্মরিয়া এ জীবনের ভুল ;
সেই সাথে থেকে-থেকে
মনে হয়—গেল ডেকে'
কাননের যত কেয়াফুল !

অন্ধ বধূ

পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি !
আস্তে একটু চল্‌ না, ঠাকুর-ঝি—
ওমা, এ যে ঝরা-বকুল !— নয় ?
তাইত বলি, বসে' দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল—মধুমদির বাসে—
আকাশ-পাতাল—কতই মনে হয় !
জষ্টি আসতে ক'দিন দেরী ভাই,—
আমের গায়ে বরন দেখা যায় ?

—অনেক দেরী ? কেমন করে' হবে !
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,—
দখিন হাওয়া—বন্দ কবে ভাই ;
দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে—
শেওলা-পিছল—এম্‌নি শঙ্কা লাগে,
পা পিছ্‌লিয়ে তলিয়ে যদি যাই !
মন্দ নেহাৎ হয় না কিন্তু তায়—
অন্ধ চোখের ধন্দ চুকে' যায় !

দুঃখ নাইক—সত্যি কথা শোন্‌,
অন্ধ গেলে কি আর হবে বোন ?
বাঁচবি তোরা—দাদা ত তোর আগে ;
এই আষাঢ়েই আবার বিয়ে হবে,
বাড়ি আসার পথ খুঁজে' না পাবে—
দেখবি তখন—বিদেশ কেমন লাগে !
—কি বললি ভাই, কাঁদবে সন্ধ্যা-সকাল ?
হা অদৃষ্ট, হায়রে আমার কপাল !

কত লোকেই যায় ত পরবাসে—
কাল-বোশেখে কে না বাড়ি আসে ?
চৈতালি কাজ, কবে ত সেই শেষ !
পাড়ার মানুষ ফিরল সবাই ঘর,
তোমার ভায়ের সবই স্বতন্তর—
ফিরে' আসার নাই কোনও উদ্দেশ !
—ঐ যে, হেথায় ঘরের কাঁটা আছে—
ফিরে আসতে হবে ত তার কাছে !

—এইখানেতে একটু ধরিস ভাই,
পিছল ভারি—ফস্‌কে যদি যাই—
এ অক্ষমার রক্ষা কি আর আছে !
আসুন ফিরে'—অনেক দিনের আশা,
থাকুন ঘরে, না থাক্ ভালবাসা—
তবু দু'দিন অভাগিনীর কাছে !
জন্মশোধের বিদায় নিয়ে ফিরে'—
সেদিন তখন আসব দীঘির তীরে।

'চোখ-গেল' ঐ চেঁচিয়ে হ'ল সারা !
আচ্ছা দিদি, কি করবে ভাই তা'রা—
জন্ম লাগি' গিয়েছে যার চোখ !
কাঁদার সুখ যে বারণ তাহার—ছাই !
কাঁদতে পেলে বাঁচত সে যে ভাই,
কতক তবু কম্‌ত যে তার শোক !
'চোখ-গেল'—তার ভরসা তবু আছে—
চক্ষুহীনার কি কথা কার কাছে !

—টানিস কেন? কিসের তাড়াতাড়ি?
সেই ত ফিরে' যাব আবার বাড়ি,
একলা-থাকা সেই ত গৃহকোণ—
তার চেয়ে এই স্নিগ্ধ শীতল জলে
ছুটো যেন প্রাণের কথা বলে—
দরদ-ভরা ছুখের আলাপন ;
পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মত'
ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত।

এবার এলে, হাতটি দিয়ে গায়ে—
অন্ধ আঁখি বুলিয়ে বারেক পায়ে,
বন্দ চোখের অশ্রু রুধি' পাতায়,
জন্ম-ছুখীর দীর্ঘ আয়ু দিয়ে
চির-বিদায় ভিক্ষা যাব নিয়ে—
সকল বালাই বয়ে আপন মাথায়।
—দেখিস তখন, কাণার জন্যে আর
কষ্ট কিছু হয় না যেন তাঁর।

তার পরে—এই শেওলা-দীঘির ধার—
সঙ্গে আসতে বলবনাক আর,
শেষের পথে কিসের বল' ভয়?
এইখানে এই বেতের বনের ধারে,
ডাহুক-ডাকা সন্ধ্যা-অন্ধকারে—
সবার সঙ্গে সাঙ্গ পরিচয়।
শেওলা-দীঘির শীতল অতল নীরে—
মায়ের কোলটি পাই যেন ভাই ফিরে'।

পাহাড়িয়া বাঁশী

পাহাড়িয়া বাঁশুরী বাজায় ;—
পাষাণের বুক চিরে'
ধ্বনি কি জন্মিল ফিরে' ?
ব্যথায় বাতাসে চিড় খায় !
শৈলে শৈলে ধ্বনি লাগে,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফণী জাগে,
বনে বনে প্রমত্ত ময়ুর ;
গগনে লাগায় মেঘ
পবনে জাগায় বেগ,
নেচে উঠে নির্ঝর-নূপুর !
বিরহ-ব্যাকুল বেদনায়
পাহাড়িয়া বাঁশুরী বাজায় !

বনের বর্ব্বর বোধহীন ;
কঠিন কঠোর কায়,
নাহি যার দুঃখদায়—
শিশুপ্রায় সরল স্বাধীন !
তারে কে শেখালে সুর !
সুধা হ'তে সুমধুর—
সুবিধুর বিরহের ব্যথা !
মুরলীর রন্ধ্র ভরি'
বাহিরায় মূর্ত্তি ধরি'—
পাষাণে সঞ্চারি' চঞ্চলতা !
ফুকারিয়া জীবন-প্রিয়ায়
পাহাড়িয়া বাঁশুরী বাজায় !

গিরিপারে খাসিয়া-বস্তিতে,
তারি সে পরান-প্রিয়া—
করুণ তরুণী-হিয়া
ধূলায় লুটায় সে ধ্বনিতে !
ঘরে ঘরে বন্ধ দ্বার—
চারি ধারে অন্ধকার,
দীর্ঘ পথ, সুদূর বাঁশরী—
তাই সে সুরের স্পর্শে
চোখে শুধু ধারা বর্ষে
পরবাসী প্রিয়-মুখ স্মরি' ;
তবু সে নিঠুর শুধু, হায় !
জেনে-শুনে' বাঁশুরী বাজায়।

দুইপারে দুইটি হৃদয়,—
সুরের বিদ্যুৎ-রথে,
অজানা উজান পথে—
এমনি করিয়া পরিচয় !
দেহ দূরে পড়ে' আছে—
মনে মনে তবু কাছে,
মাঝে বহে বিরহের নদী ;
অপার সে পারাবার
দু'য়ে করে পারাপার
সুরের সেতুতে নিরবধি !
পরে শুধু চমকিয়া চায়,—
পাহাড়িয়া বাঁশুরী বাজায় ॥

প্রিয়া

আমার প্রিয়ার নয়ন নহেক
হরিণীর চেয়ে ভালো,
আঁখিতারা তার কালো বটে, নয়
ভ্রমরীর চেয়ে কালো !
চঞ্চল আঁখি-ইঙ্গিতে কভু
খঞ্জন নাহি নাচে,
বেণীর তুলনা শুনিয়া নাগিনী
লাজে না লুকায়ে বাঁচে !
মুখখানি দেখে' চাঁদ বলে' কারও
ভুলে'ও হয় না ভুল,
দন্তরুচির কান্তি লভিতে
ফোটে না কুন্দ ফুল !
মধুর অধরে মধু আছে, তবু
ভ্রমর নাহিক ভুলে,
কালো মেঘ ভেবে' আকাশের তারা
ফুটিতে আসে না চুলে !

পাগল নহিলে বলিবে না কেউ—
কথায় অমিয়া ঝরে,
হাসির সহিত তুলনা হেরিয়া
জ্যোছনা হাসিয়া মরে !
চারু চরণের নূপুর শিখিতে
হংসী চাহে না ফিরে',
চরণ ফেলিতে কোনও বনফুল
ফোটে না চরণ ঘিরে' !

চরণকমল শুনিয়া কমল
রাগে রাঙা হয়ে ফুটে,
তনুলতা সাথে তুলনা শুনিয়া
লতিকা শিহরি' উঠে।
রং যে তাহার কত সুন্দর—
শতবার তাহা জানি,
তাই বলে' সে যে 'দুধে-আল্‌তায়',
—সে কথা কেমনে মানি ?

মিথ্যা মায়ায় সাজাইতে তারে
নাই কোনো প্রয়োজন,
সকলের চেয়ে সত্য সে মোর—
যাহারে সঁপেছি মন ॥

পত্র-পরিচয়

পত্র-পথে বারেক দেখা—আঙুল চারেক জমীর 'পরে—
মসীমাখা মোহর-আঁকা চৌকা সাদা খামের ঘরে।
কোকিল নহে—ডাকের ডাকে, আখর-আঁটা বেড়ার ফাঁকে,
একটি কেবল কথার হাওয়ার আভাস শুধু তিলেক তরে—
স্পর্শে যাহার মনের বনে ভাবের গাছে মুকুল ধরে।

বসন্তে নয়, নয় বরিষায়—বৈশাখী'এক দ্বিপ্রহরে,
নিম্ব-শাখার পাতায়-ঢাকা কেউ-না-থাকা একলা-ঘরে ;
এ পরিচয়—কি পরিচয়! মিলন-রসের কোন্‌ অভিনয় ?
চম্‌কে-চাওয়া, থম্‌কে-যাওয়া কোন্‌ না-পাওয়া পাওয়ার তরে ;
একটি নাম আর একটি কথায়—না জানি কোন্‌ শক্তি ধরে।

মূর্ত্তি কোথায়—রূপটি কি তার, কেমন করে' জান্‌ব তারে।
কল্প-গাঙে জালটি ফেলে' কি ধরে' আজ টান্‌ব পারে?
ছত্র-দুয়েক পত্র-লেখা, সেই কি তাহার চিত্র-রেখা।
চোখটি তাহার, চুলটি তাহার—জ্বলছে যাহার অন্ধকারে;
নামটি তাহার ফুলটি কি সে—মুগ্ধ করে গন্ধভারে।

পত্র-পথে সেই সে দেখা,—তাও সে শুধু বারেক তরে;—
আজো তাহার দাগটি আছে গোপন মনের বিজন ঘরে;
কত জনের কতই আলাপ, হয়ত তাদের নাই কোন' ছাপ;
মায়ার মোহের কতই বাঁধন—কেটেছি এই আপন
তারি মাঝে একটি কোথায় রয়ে গেছে কেমন করে'

ভুল

শেষ আয়োজন সাঙ্গ যখন,
বিদায় নিয়েছি ধরণীতে—
চরণ বাড়া'ব বৈতরণীর তরণীতে;
—তখন তোমার সময় হ'ল কি,
হ'ল অবকাশ অবশেষে?
সব বন্ধন ছিঁড়েছে যখন—
তখন আসিলে তুমি হেসে।

রবিশশিহীন আকাশেতে ক্ষীণ
পৌহাতি তারার আঁলো জ্বলে—
তারি আভাখানি মূরছি কাঁপিছে কালো জলে।

অজানা নূতন শীত-শিহরণ—
বুকে এসে লাগে খোলা হাওয়া ;
বৃথা অভিসার আজিকে তোমার—
এখন কি যায় ফিরে' যাওয়া ?

ক্ষতি ক্ষোভ যত, এবারের মত'
রয়ে গেল ঐ কিনারাতে—
বুকে করে'-করে'—ফিরিতাম যারে দিনেরাতে।
ছুটি পেলে আর ফিরে কি বন্দী ?
বন্ধু, তাহারে ডাক' মিছে ;
বুকের পাঁজরে আজও ব্যথা করে—
আর কি চাহিতে পারি পিছে ?

কত কাঁদা-হাসা কত যাওয়া-আসা,
ঘাট হ'তে ঘাটে আনাগোনা—
হৃদয়-হাটের বেচাকেনা কত জানাশোনা—
সব সঁপিয়াছি ঐ কালো জলে—
আর কি ফিরা'তে পারি তারে ?
ওপারের আলো নয়ন ভুলালো—
এখনও চাহিব চারিধারে ?

বন্ধু আমার, নিশীথ-আঁধার
ঘনায় তোমার কালো কেশে—
আঁখিতারা দু'টি জ্বলিছে তাহারি তলদেশে।
মাঝে-মাঝে তাই ভুল হয়ে যায়,
এপারে-ওপারে মেশামেশি ;
কোথা ধ্রুবতারা, কোথা বা কিনারা—
জীবন হ'ল যে শেষাশেষি।

ছিল একদিন—চাহিলে যেদিন
নয়ন ভুলিত সব চাওয়া—
নিমেষে যেদিন পরান পাইত সব পাওয়া।
সব সমীরণ দখিন পবন—
নন্দন হ'ত ধরণী যে।
আজ আর তবে চাহিয়া কি হবে—
সেদিন স্মরণ করনি যে।

রাত্রি ঘনায়—যাত্রীরা যায়,
শেষ ডাক ঐ কানে আসে—
হারে অভাগ্য। এ সময়ে কেউ ভালবাসে।
তরী উঠে দুলে'—রশি যায় খুলে',
ঊর্ম্মিরা করে কানাকানি—
আকাশে পবনে সাগরে গগনে
এখনি যে হবে জানাজানি।

আর দেরী নাই—যাই তবে যাই,
ক্ষমা কর' প্রিয়, ক্ষমা কর'—
বিদায়ের মাঝে মিলনের মধু মুখে ধর':
বয়ে যায় ক্ষণ—এখনও নয়ন
ফিরাও করুণ ব্যথামাখা—
খাঁচার পাখীরে ছেড়ে দিয়ে, ফিরে'
কেন আর তারে ধরে' রাখা?

ফুলে' উঠে পাল—ঘুরে' যায় হাল,
গরজে ঊর্ম্মি—হাওয়া হাঁকে—
হায়রে অবোধ, এ সময়ে কেউ ধরে' রাখে?

বিদায় ! বিদায় !—ফিরে' দেখি হায় !
তরণী যে নাই নদীকূলে—
হায়রে কপাল ! ইহ-পরকাল
গেল জীবনের একই ভুলে ॥

প্রেমের কথা

বাসতে ভালো পারব কি না তারে—
সত্যি কথা শুনতে যদি চাও,
পারবে না রাগ করতে আমার 'পরে,
আগে আমায় সেই কথাটা দাও।
নিত্যি ভালো বাসছে ত সব লোকে,
শক্ত কথা কি আছে এর মাঝে,
—বলছ বটে,—তাইতে আরো আজ
দ্বিগুণ ব্যথা বক্ষে আমার বাজে !
ভালবাসি বলব কেমন করে' ?
বাসতে ভালো চক্ষে আসে জল ;
ভালবাসার অর্থ জেনেছি যে,
তাই সে কথা বলতে নাহি বল !
অভিনয়ের লোভ আছে যার মনে,
অসত্যে যার মিটেনিক সাধ,
করুক সে-জন প্রেমের দেবতারে
কপট সেবার অপার অপরাধ।

ভালো যারে বাসব মনে প্রাণে,
দুর্দ্দশা তার দেখব বেঁচে চোখে ?
বাপের ভিটা রইবে তাহার বাঁধা,
বান্ধবেরা লাঞ্ছিত তার লোকে।
আঁচল পেতে পথের ধারে বসে'
ভিক্ষা-অন্নে রাখবে সে তার প্রাণ,
তবু তারে বলব ভালবাসি,—
হায়রে, ভালবাসার অভিমান।

যে কেহ যার প্রেমের পাত্র হেথা,
দেবতা সে—প্রেমের মন্ত্রে তার,
তুচ্ছ হ'লেও সে যে তাহার রাণী,
বিশ্বে যে তার স্বাধীন অধিকার।
যে অভাগ্য শক্তিহারা নিজে,
দুর্ব্বলতায় আপ্‌নি মৃতপ্রায়,
সে অক্ষমও বলবে ভালবাসি—
ধিক্‌কৃত তার কাপুরুষতায়।

ভালবাসা সতেজ মাটির ফল,
ভালবাসা মুক্ত হাওয়ার ফুল,
ভালবাসা অসীম পারাবার,
নাইক তলা নাইক তাহার কূল।
পায়ের তলায় গর্ত্তে যাহার বাস,
সম্বন্ধ তার থাকতে অন্য পারে,
প্রেমের কথা সে যেন না বলে,
প্রেম নাহি তার চতুঃসীমার ধারে।

বাহুর শক্তি রয়েছে যার বাঁধা,
চোখের জ্যোতি গিয়েছে যার কেঁদে,
নির্জীবতার অটুট নাগপাশে
আষ্টে-পৃষ্ঠে রেখেছে যা'য় বেঁধে ;
তার কাছে আর প্রেমের উঁচু কথা
তুলোনাক, ধরি তোমার পায়,
অন্ধ চোখে অশ্রু দেখা সে যে—
ব্যথার উপর ব্যথাই বেড়ে' যায় ।

আপন মাকে মা বলতে যে নারে,
আপন ভায়ে ডাকতে সাহস নাই,
বোনের লজ্জা দাঁড়িয়ে যে-জন দেখে,
আপন ঘরে পর যে সর্ব্বদাই ;
ধর্ম্ম যাহার পরের পায়ে ধরা,
কর্ম্ম যাহার পয়সা দিয়ে কেনা,
মৃত্যুকে সে বাসুক ভালো শুধু—
চুকিয়ে দিতে ভাগ্যদেবের দেনা ।
লিখুক কবি ছন্দে এবং গানে,
আঁকুক ছবি মুগ্ধ চিত্রকর,
গল্পলেখক রচুক বসে' পুঁথি,—
পাঁচ-শ' পাতায় পূরিয়ে কলেবর ;
ঘরে-ঘরে রাত্রে এবং দিনে
যতই তোড়ে চলুক অভিনয়,
তবু আমি বলব তোমার কাছে—
প্রেমের কথা তাদের তরে নয় ॥

ক্ষমা

ভৃত্য। জয় হোক—

দেবী। থাক্—আর কাজ নাই জয়ে,
কাজ নাই স্তুতিমুগ্ধ মধুর বিনয়ে ;
বৃথা বাক্যে নাহি ফল, শুন' অতঃপর—
কার্য্য হ'তে ভৃত্য তুমি লহ অবসর।

ভৃত্য। অন্তরে বহিয়া তীব্র অপরাধরাশি,
হে দেবি, চরণপ্রান্তে দাঁড়াইনু আসি' ;
কোনও ভিক্ষা নাই আজ ; সর্ব্ব লজ্জা ভুলি'
যে দণ্ড বিধান কর' শিরে লব তুলি'।
দুর্ব্বলতা আজি মোর দহিছে হৃদয়—

দেবী। আর নহে দুর্ব্বলতা, শুনহ নিশ্চয়—
চিত্তে মোর বিন্দুমাত্র ক্ষমা নাহি আর।
দুর্ব্বল দ্বিধায় পড়ি' আর কতবার
নিজেরে করিব খর্ব্ব !

ভৃত্য। —মরি অনুতাপে,
চিরদোষী ভক্ত তব—বিধাতার শাপে।

দেবী। দোষীরে করিতে ক্ষমা অক্ষম আপনি—
সর্ব্ববিশ্বভুবনের অধীশ্বর যিনি।
আমার কি আছে সাধ্য ? শাস্তি—সেও তাঁর
অতুলনা মহাশক্তি, ক্ষমাশক্তি যাঁর ;
তাই আজি—

ভৃত্য। লব শাস্তি—সেই ভালো, দেবি ;
এতকাল কাটাইনু শ্রীচরণ সেবি'—

চিত্ত মোর তবু নহে বশ। চিরকাল
রয়ে গেল মর্ম্মমাঝে কলঙ্ক জঞ্জাল।
চাহি না লভিতে ক্ষমা, শাস্তি চাহি তার—
ক্ষমা যেথা করুণার অপব্যবহার।

দেবী। কি কহিব—কথা নাহি সরে, দুর্ব্বলতা—
হোক দুর্ব্বলতা, তবু অন্তরের কথা
কে পারে লঙ্ঘিতে। হায়, ভক্ত ভাগ্যহীন,
অপরাধ ক্ষমিনু আবার; চিরদিন
মাখে যারা কলঙ্কিত ধরণীর ধূলি,
ক্ষমা বিনা কে তাদের লবে কোলে তুলি'॥

মিলন

কাল রজনীতে উঠে নাই চাঁদ, ফুটে নি একটি তারা,
বিরহী বাতাস আঁধারের মাঝে হয়েছিল দিশাহারা;
জোনাকি জ্বলে নি যূথী-মালঞ্চে, ঝিঁঝিটি ডাকে নি ঝাড়ে,
টিটিপাখী শুধু টিটকারি দিয়া কেঁদেছে দীঘির পাড়ে;
তারি মাঝে আমি ইমন-বেহাগে সেধেছিনু বাঁশীখানি,—
কেহ না শুনুক—তুমি শুনেছিলে, আমি তাহা মনে জানি।

আজ রাতে যবে ঝর-ঝর ধারে বাদর ঝরিছে মেঘে,
হরষ-সরস কণ্ঠ তুলিয়া ভেকেরা উঠেছে জেগে,
ঘরে-ঘরে-ঘরে শিকল বাজিয়ে বায়ু দিয়ে যায় নাড়া,
আর্দ্র-পাখায় সিক্ত-শাখায় পাখীরা না দেয় সাড়া;
কাহার হৃদয় কাঁপিছে সেতারে মল্লারে মীড় টানি'—
সে ব্যথা কাহার, কেহ না জানুক, আমি তাহা মনে জানি।

কোথায় কাঁপিছে করুণ সেতার, কোথায় কাঁদিছে বাঁশী,
দু'টি অন্তর কত দূর থেকে তবু কত পাশাপাশি।
দু'টি হৃদয়ের ইঙ্গিত দিয়া হৃদয়ের বিনিময়,
দু'টি সকরুণ সঙ্গীতমাঝে সুনিবিড় পরিচয়।
কোথা পড়ে' আছে দেহের সীমানা, কোথা মিলে আসি' প্রাণ,—
অন্তরায়ের অন্তর টুটি' মিলনের মহাগান।

এমনি যেন গো চিরদিন ধরে' দূরে থেকে থাকি কাছে ;
এর বেশী যেন চেয়ে কোনও দিন কাঁদিতে না হয় পাছে ;
অন্তরমাঝে থাকিতে আলোক, দূরে কেন তারে খুঁজি ;
ভালো করে' যেন বুঝিবারে গিয়ে মূলেই ভুল না বুঝি।
দূরে থেকে যেন চিরদিনরাত দু'জনারে বাসি ভালো—
দু'খানি হৃদয় উজলিয়া রাখে প্রেমের অমৃত আলো॥

ঝরনা-তলায়

পাহাড়ে' ঝরনা-তলে পাহাড়ে' তরুণীদলে
আজিকে পড়েছে কানাকানি ;
স্নানে আসিবার কালে কাননের আবডালে
কে জানি—গিয়াছে দৃষ্টি হানি'।
পরদেশী পরবাসী মিঠা সে মুখের হাসি—
বড় মিঠা আঁখির চাহনি ;
তরুণ সে গোরা দেহ দু'বার দেখে নি কেহ,
তবু সবে বেঁধেছে বাঁধনি।
তরল রজতস্বরে অঝোরে নিঝর ঝরে,
তারি তলে সারি-সারি শিলা ;
একে-একে দলে-দলে যুবতীরা কুতূহলে
তারি 'পরে করে স্নানলীলা।

মুখে হাসি চোখে হাসি লাবণ্য উঠিছে ভাসি'
পরিপূর্ণ তনুদেহতটে,
বিচিত্র ধারার ভঙ্গি সহস্র খেলার সঙ্গী—
যোগ্যের সুযোগ্য রূপ বটে।
আঙিয়া খসায়ে কেহ মাজিতে সুন্দর দেহ,
সখী তার কহে পরিহাসে—
বুঝেছি মনের আশ,— পুরাইতে অভিলাষ—
ঐ দেখ্‌ পরদেশী আসে।
সসঙ্কোচে তাড়াতাড়ি পরের বসন কাড়ি'
ঢাকিতে শ্রীঅঙ্গখানি তার,
অমনি সকলে মেলি' তারে লয়ে ঠেলাঠেলি—
হাসির তরঙ্গ চারিধার।
ছাড়িতে বুকের বাস কেহ লভে উপহাস,—
ছি ছি, ওকি! দেখিছে বিদেশী।
বুঝেছি মনের ভাব এখনি হইবে লাভ,—
তোরি 'পরে টান দেখি বেশী।
নিমেষে হাসির রোলে বালিকা ঠেকিয়া গোলে—
হাসিবারে গিয়া ফেলে কেঁদে,
মুখরা যুবতী যত আরো জোরে হাসে তত—
চারিদিকে বেড়ি' দল বেঁধে।
যার যাহা মনে লয়, তেমনই সে কথা কয়—
কথা কিন্তু সেই বিদেশীর;
যৌবনের অভিশাপ— সুন্দর মুখের ছাপ
হৃদয়ে যতেক যুবতীর।—
চঞ্চল সরসীজলে মুগ্ধ রাজহংস চলে—
প্রত্যেক তরঙ্গে চিত্র তার;
লুকায়ে কাননকোলে পথিকের চিত্ত দোলে—
ভাঙে বাঁধ বুঝি বা লজ্জার॥

যৌবন-চাঞ্চল্য

ভুটিয়া যুবতী চলে পথ ;
আকাশ কালিমামাখা কুয়াশায় দিক ঢাকা,
চারিধারে কেবলই পর্ব্বত ;
যুবতী একেলা চলে পথ ।
এদিক ওদিক চায় গুনগুনি' গান গায়,
কভু বা চমকি' চায় ফিরে ;
গতিতে ঝরে আনন্দ উথলে নৃত্যের ছন্দ
আঁকা-বাঁকা গিরি-পথ ঘিরে' ।
সহজ স্বচ্ছন্দ মনোরথ—
ভুটিয়া যুবতী চলে পথ ।

টস্‌টসে' রসে ভরপুর—
আপেলের মত মুখ আপেলের মত বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর ;
যৌবনের রসে ভরপুর ।
মেঘ ডাকে কড়্ কড়্ বুঝি বা আসিবে ঝড়,
একটু নাহিক ডর তা'তে ;
উঘারি' বুকের বাস, পূরায় বিচিত্র আশ
উরস পরশি' নিজ হাতে ।
অজানা ব্যথায় সুমধুর—
সেথা বুঝি করে গুরুগুর ।

যুবতী একেলা পথ চলে ;
পাশের পলাশ-বনে কেন চায় অকারণে ?
আবেশে চরণ দু'টি টলে—
পায়ে-পায়ে বাধিয়া উপলে ।

আপনার মনে যায়   আপনার মনে গায়,
তবু কেন আনপানে টান ?
করিতে রসের সৃষ্টি   চাই কি দশের দৃষ্টি ?
—স্বরূপ জানেন ভগবান।
সহজে নাচিয়া যে বা চলে
একাকিনী ঘন বনতলে—
জানিনাক তারো কি ব্যথায়
আঁখিজলে কাজল ভিজায়॥

আশঙ্কা

দেখার জন্যে যেটুক্ চাওয়া, চাহনি তার তাঁরো চেয়ে বেশী।
চেনা মানুষ, তবু দিদি, এ চাহনি বলো ত কোন্ দেশী ?
বুঝতে নারি তায়,
কেমন যেন কাঙালপনা—চাওয়ার বেশী আর যেন কি চায়।

ঝাঁ ঝাঁ দুপুর—সেদিন দেখি, কূয়োর ধারে চাইতে এল জল,
রুখু মাথা শুক্‌নো মুখে চোখ দুটো তার তবু কি উজ্জ্বল।
একলা আমি ঘরে,—
কি করবো আর, জল দিতে তায়, তেম্‌নি করে' চাইল মুখের পরে।

ক্ষেতের পাশে চরায় ধেনু, তা ছাড়া কি মাঠ মিলে না তার ?
ঘরের ধারে বাজায় বেণু—যখন তখন দিনে হাজার বার,—
এম্‌নি সুরে ভরে'—
যে সুরটি মোর মিষ্টি লাগে, কি আশ্চর্য্যি। জানল কেমন করে' ?

মোরই নামের বকনা বাছুর, কাল দেখি যে, আদর করছে তাকে,—
কি করে' যে জানল সে নাম, 'পোড়ার-মুখো' এতও খবর রাখে।
স্পর্দ্ধা দেখ তার,
আমার মুখেই এক রকম তো চুমো দিলি, তফাৎ কোথায় আর !

আজ সকালে দেখছি আবার, বাঁশীটি তার দুয়োরে মোর পড়ে' !
এই ঘরে যে আমি থাকি, 'হতভাগা' জানলি তা কি করে' ?
—এও তো বিষম জ্বালা,
দিনে রাতে এম্‌নি করে' প্রাণটা আমার করবি ঝালাফালা !

ভাবছি মনে পালাই কোথাও, না-হয় চলে' তুই-ই কোথাও যা !
এমন করে' পায়ে পায়ে দিনে দিনে আমায় বিঁধিস না।
বুঝবে এবার লোকে,
খেতে শুতে চলতে চাইতে পোড়ার মুখ আর পড়বেনাক চোখে।

ক'দিন থেকে দেখছি না আর, সত্যি কোথাও চলেই গেল নাকি !
যেমন মানুষ—যেতেও পারে—বুদ্ধিটি তার বুঝতে নাই ত বাকি।
ভালোই হ'ল এবার—
সাধ্যি কারো থাকবে না আর মন্দ লোকের আমায় খোঁটা দেবার।

দিব্যি সুখে কাটছে সময়, লোকের কাছে লজ্জা না আর পাই,
ঘুরে'-ফিরে' বেড়াই পথে, যখন-তখন একলা, যেমন চাই ;
হালকা ফাঁকা মন,
মনের মধ্যে রাত্রি-দিবা 'ঐ রে' বলে' নাইক উচাটন !

কুয়োর ধারে তেমনি একলা বসে' থাকি, চায় না কেহ জল,
তেমনি করে' সকাল-সাঁঝে তাকায় না আর আঁখিটি বিহ্বল ;
বাঁশী লুটায় ঘরে,
বাছুরটা মোর তেমনি চরে, বাহুপাশে কেউ না এসে ধরে !

দিদি, তোরা খোঁজ নে তো ভাই, আবার ফিরে' আসবে না ত আর ;
সজল চোখে আমার পানে চাইবে না ত আবার বারম্বার।
থাকব একা সুখে,
বাঁশীটা আর দিচ্ছিনাক,—কেমন শাস্তি। লুকিয়ে রাখব বুকে।

এদিক ওদিক কোথাও সে নাই, মাসে মাসে বছর গেল কেটে—
শ্রাবণ-ধারায় ভিজে ভিজে', চোৎ-বোশেখে শুক্‌নো মাটি ফেটে।
যদিই থাকে বেঁচে,
দিদি, তোরা দেখিস্ শুধু পাগলটা মোর আসে না ফের যেচে॥

অনাহূত

সকলের চেয়ে অল্প আলাপ—
সব চেয়ে কম জানাশোনা তার সাথে,-
বারেকমাত্র পলকের দেখা
আয়োজনহীন দৈবের ঘটনাতে ;
একটি বা দু'টি অতি ছোট কথা,
অতীব সহজ—তার চেয়ে বেশী নয়—
সেও বহুকাল, কবে বা কোথায়—
ঠিক মনে নাই—ভুলে' গেছি পরিচয়।

তখন তরুণ—নয়ন করুণ ;
কত দিনরাত চলে' গেছে তারপর,
আঁধারে আলোকে বিষাদে পুলকে
কালের চক্র হয়েছে অগ্রসর ;

কত সুখদুখ কত বিস্ময়—
কত আকাঙ্ক্ষা কত না অন্তরায়—
কত কণ্টক বিঁধিয়াছে মনে
কত কঙ্কর ফুটিয়াছে পায়-পায়।

পথের সঙ্গী কত না পান্থ
এসেছে গিয়েছে কতদিন কতবার,
কাহারো সঙ্গে ক্ষণিকের দেখা,
কেহবা আজিও ছাড়েনিক অধিকার ;
পেতে-পেতে কেউ হারিয়ে গিয়েছে,
পেয়ে কেউ গেছে রেখাটি রাখিয়া মনে,
কাহারো বা শুধু দেখাই পেয়েছি,
পাওয়া আর তারে হয় নাই এ জীবনে।

দুখ-দুর্দ্দিন নামিয়াছে যবে—
বেদনা-বাদল পরান ফেলেছে ছেয়ে,
বলি না এ কথা—কোনো প্রিয়জন
বাহুবন্ধনে বাঁধে নি নিবিড় স্নেহে ;
তবু তারি মাঝে, জানি না কেমনে,
চকিতের মত পড়েছে নয়নপাতে—
সেই সব চেয়ে অল্প আলাপ—
সব চেয়ে কম পরিচয় যার সাথে।

সুখ বলে যারে ইহসংসারে—
পাই নি কখনো, তাই বা কেমনে বলি।
বুকের মাঝারে তুফান জেগেছে—
চোখের মাঝারে আগুন উঠেছে জ্বলি' ;

শিরায় শিরায় শোণিত ছুটেছে—
তারি মাঝে তবু সহসা পড়েছে মনে—
সেই তারি কথা—দেখা শুধু যার
বারেকমাত্র মিলিয়াছে এ জীবনে।

শান্ত প্রভাতে, স্তব্ধ দুপুরে,
ঘন বর্ষায়—রাত্রি-অন্ধকারে,
নির্জ্জনে একা অথবা যখন
স্নিগ্ধ স্বজন ঘিরিয়াছে চারিধারে—
বিজলীর মত ছলকি-ঝলকি'
চিত্ত-আকাশে যায় সে মুরতিখানি—
সব চেয়ে কম চেনা যার সাথে—
সকলের চেয়ে অল্প যাহারে জানি

' ঘুরে কর্ম্মচক্র—
কে যেন চকিতে চাহিল মুখের পানে;
জপিতেছি বসি' ইষ্টমন্ত্র—
ফিস্‌-ফিস্‌ স্বরে কেবা কি কহিল কানে।
স্বপ্নের মত প্রেমের মতন
বিচিত্র সেই পাগল দেশের হাওয়া—
পাওয়া যা'—তাহারে ভুলাইয়া দেয়—
নিমেষের মাঝে না-পাওয়ারে করে পাওয়া।

নাই কি সে আজ? চাই কি তাহারে?
মনেরে লুকায়ে ভাবি কি তাহারি কথা?
অভাবে তাহার পাই কি বেদনা—
অমিলনে তার পুষি কি গোপনে ব্যথা।

তাই বা কেমনে বলিব আজিকে ?
নয় নয়, ওগো ! তাও যে সত্য নয়,—
তবে কেন এই নিভৃত মনের
রঙ্গমঞ্চে অকারণ অভিনয় ?

খুঁজি নাই কভু জন্মান্তর—
খুঁজিলে হয় ত সঙ্গতি মিলে তার,
বুঝি নাই ভালো সুকৃতি অকৃতি,
সঙ্গের সাথী—সাথে হয় যে-বা পার ;
শুধু বুঝি—এই জীবনের সাথে
কোন্ অজ্ঞাতে বেঁধে দেয় কে-বা ফাঁস,—
কৌতুক যার সত্যের মত
মর্ম্মে-মর্ম্মে দেখা দেয় বারো মাস ॥

দ্বিপ্রহরে

বইয়ের পাতায় মন বসে না,—
খোলা পাতা খোলাই পড়ে' থাকে,
চোখের পাতায় ঘুম আসে না—
দেহের ক্লান্তি বুঝাই বলো কা'কে ?
কাজের মাঝে হাত লাগাব,
কোথাও কোনও উৎসাহ নেই তার,
চেয়ে আছি—চেয়েই আছি,
চাওয়ার তবু নাইক কিছু আর ।

বেলা বাড়ে, রোদ চড়ে' যায়,
প্রখর রবি দহে আকাশতল,
ঝাঁ ঝাঁ করে ভিতর বাহির,
চোখের পথে শুকায় চোখের জল ;
মোহাচ্ছন্ন মৌন জগৎ,
কোথাও যেন জীবনচেষ্টা নাহি,
ক্লিষ্ট আকাশ নির্নিমেষে
দিনের দাহ দেখছে শুধু চাহি'।

ঘরে-ঘরে আগল আঁটা,
আমার ঘরেই মুক্ত শুধু দ্বার,
সেই যে খুলে' চলে' গেছে—
তেমনি আছে, কে দেয় উঠে' আর।
পথের ধারে নিমের গাছে
একটি কেবল তিক্ত-মধুর শ্বাস
ক্ষণে-ক্ষণে জানায় শুধু
গোপন বুকের উদাসী উচ্ছ্বাস !

হা হা করে তপ্ত হাওয়া
শস্যহারা বসন্ত-শেষ মাঠে,
চোতের ফসল বিকিয়ে গেছে
কবে কোথায় অজানা কোন্ হাটে।
উদার মলয় নিঃস্ব আজি,
সামনে শুধু ধূসর বালুচর—
পঞ্চতপা দিক্-বিধবার
বসনখানি লুটছে নিরন্তর।

কোন্ পথে সে গেছে চলি'—
মরুবেলায় চিহ্নটি নাই তার,
লুপ্ত সকল শ্যামলিমা
লয়ে তাহার মুগ্ধ উপচার ;
জাগছে শুধু প্রখর দাহ
তৃষ্ণাভরা বিশুষ্ক জিহ্বায় ;—
দিনান্ত—সে আসবে কখন ?
দমকা বাতাস ধমক দিয়ে যায় ॥

ব্রাহ্ম মুহূর্তে

নিশার আঁধার বিদায় লভিছে,
উষা—সে তখনো ফুটে নি ভালো ;
হালকা আকাশে তারা আছে যারা—
নামে তারা, তার নাহিক আলো।
ফুলের মতন ফুটে' আছে শুধু,
নাহিক দীপ্তি, নাহিক আয়ু—
আলো-আঁধারের মাঝখানে যেন
বহিছে বয়ঃসন্ধি বায়ু !

বোঁটার বাঁধন কাটি' কোনমতে,
শিউলি সে সবে পড়িছে ঝরি ;
বিদায়কালের ব্যাকুল নিশাসে
বিটপিবক্ষ সুরভি ব রি' ;

দোয়েল—সে জাগি' আপন কুলায়ে
ডানা-নাড়া দিয়া—ঝাড়িয়া গলা,
উষা-আগমনী জানায়ে বারেক—
ভাবে, অসময়ে হ'ল বা বলা!

শষ্পশয্যা ছাড়িয়া ফড়িং
উড়িবে বলিয়া তুলিছে ঘাড়,
তুলসীর ঝাড়ে জাগি' প্রজাপতি
পালক দোলায়ে ভাঙিছে আড়;
জাগিয়া উঠিয়া গোলাপ ভাবিছে—
কখন্ মেলিবে দলটি তার;—
কুয়াশার মত আলোক যখন,
ঝাপসা হয়েছে অন্ধকার!

তেমনি আজিকে হৃদয় আমার
অন্ধও নহে, আলোও নাহি—
হে জবাকুসুম-সঙ্কাশ-দ্যুতি,
হে সবিতা, আজি তোমারে চাহি;
অরুণ-কিরণ-পরশে তোমার
ফুটুক চিত্ত—ফুটুক চোখ,
একবার তবু জীবনে আজিকে
গায়ত্রী-মন্ত্র সফল হোক।

ঐ চেয়ে দেখ্,—পূর্ব্ব তোরণে
ফুটিছে উষার রক্তরাগ—
ওরে মন, তুই তারি সাথে আজ
আপনার মাঝে জাগ্ রে জাগ্;

নীরব গগন, নীরব পবন,
শান্ত নীরব ধরণীতল—
ওরে মন, তোর নীরব কথাটি
এইবেলা তুই বল্ রে বল্ ॥

কেয়াফুল

(বিশ বৎসর পরে)

আবার সেই শ্রাবণরাত, আবার সেই কেয়া !
আবার সেই মাথার পরে গরজি' মরে দেয়া ;
কাঁপিয়া উঠে কাননতল, ছাপিয়া ছুটে নদীর জল,
হাঁপিয়া উঠে পরানমন অকূলে খুঁজি' খেয়া।

শরৎ আসে, শরৎ যায় শেফালিফুলবনে,
কমল-সরে শিশির মরে—জানি না, কোন্ ক্ষণে ;
পলাশ চলে মলয়-রথে, বকুল ঝরে নিদাঘপথে—
না পেয়ে সাড়া কোথায় তারা হারায় অযতনে !

সকল দ্বার বন্ধ করি' রুধিয়া বাতায়ন,
হৃদয় জানে, পাষাণে তারে বেঁধেছি কি কারণ !
উপায়হীন ঝড়ের পাখী কুলায়তলে মাথাটি রাখি'
যেমন করে' পাখার স্মৃতি ভুলিতে সযতন !

পঞ্চশর মূর্চ্ছাগত পঞ্চাশের পারে,
প্রীতির কথা জাগায় শুধু স্মৃতির বেদনারে ;
কুসুম গেছে রাখিয়া বাস, কারণ-হারা দীর্ঘ-শ্বাস
আপনা হ'তে উঠিয়া শুধু মিলায় চারিধারে।

শ্রাবণরাতে বাতাস মাতে, অঝোরে ঝরে জল,
বিদ্যুতের দীপ্ত কষা দেখায় রসাতল ;
বেসুরা এই মনের মাঝে বেতাল-তালে মাদল বাজে,
তাহারি ফাঁকে আবার হাঁকে কেতকী-পরিমল।

সকল বাস সহিতে পারি, পারি না কেতকীরে,—
হেলায় সে যে ভুলায়ে দেয় ধূলার ধরণীরে।
নিমেষে কোন্ অজানা টানে হারানো মুখ ফিরায়ে আনে—
সাঁঝের মেঘে ভোরের তারা ফুটায়ে তুলে ধীরে।

চন্দ্রমার নাহিক বার, বন্ধ আজি খেয়া,
সময় বুঝে' উপরে নীচে দ্বিগুণ ঝরে দেয়া।
শিহরি' উঠে কাননতল, শিহরি' ছুটে নদীর জল,
পুরানো সুরে শিয়রে ফিরে' হাঁকিল কে রে কেয়া ?

কণ্ঠে আর সে জোর নাই—চিনিনু তবু স্বর,
জীবনভোর বাদলে বুঝি ভেঙেছে কলেবর।
বৃষ্টিভেজা ওষ্ঠপুটে করুণ হয়ে ধ্বনিটি ফুটে—
পিছল পথে চলিতে কাঁপে চরণ থরথর।

উজাড় করি' তোমার ডালা সেদিন দিলে ফুল,
মনের ভুলে আঁজল ভরি' দিলাম তার মূল,
আজিকে মোর দুঃসময়, তুমিও আর সে-তুমি নয়,
তবুও ওই কেয়ার বাসে জাগিয়া উঠে ভুল।

এ ঘোর রাতে বাদল-বাতে যেয়ো না তুমি আর,
কে চাহে ফুল ? সকল ঘরে বন্ধ দেখ দ্বার ;
সৌরভেরও সময় আছে, আদর মিলে সবার কাছে,—
সময় গেলে ফুলের হাসি—সেও যে গুরুভার।

অসময়ের সময় শুধু আমারি আছে জাগি',
হৃদয় যার কাঁপে না আর তুচ্ছ আশা লাগি'।
শ্রাবণরাতে কেয়ার বাসে মরণ যদি ঘনায়ে আসে,
তোমার পাশে একটি ফুল ভিক্ষা তাই মাগি।
এ ঘোর রাতে বাদলে বাতে রয়েছি আমি জাগি ॥

চিরন্তনী

অজন্তার গিরিগর্ভে সুপ্তিমৌন আছে যত নারী,
মনে হয়, সবারে চিনিতে আমি পারি
এক নিমেষের দৃষ্টিপাতে।
রমণীয় বিচিত্র মোহন ভঙ্গিমাতে
ইঙ্গিতে জানায় তারা, সুদূরের ভেদি' ব্যবধান,
রমণীর স্বরূপ-সন্ধান।
মনে ভাবি তাই,
আজ আমাদের মাঝে নিত্য কাজে যারা জেগে নাই,
অতীতকালের রাত্রে একদা তারাই
থাকিত জাগিয়া,
হাস্য লাস্য কটাক্ষের অপরূপ মোহমন্ত্র নিয়া;
শিল্পীর অন্তরে শুধু নয়,
বিশ্বমানবের মনে রূপে রসে হানিয়া বিস্ময়।

আজি কত শতাব্দীর পারে,
নারীত্ব মুখর হয়ে উঠিয়াছে যবে চারিধারে
কল্পনার বিচিত্র বিলাসে,
নব নব সাজসজ্জা বর্ণে বাসে হাস্যে পরিহাসে,

চঞ্চল মদির মোহে মাতাইয়া মানবের মন,
এদেরি করিয়া আবাহন,
অতীতের পার হ'তে তারা যেন কহিছে ডাকিয়া,
ভাষাহীন মৌন কণ্ঠ দিয়া—
তোমাদেরও মাঝে মোরা আছি,
কালের নর্ম্মদাস্রোতে মোরা নিত্য ভেসে চলিয়াছি।
অধীরা ধরণী,
নিরন্তর চলেছে যা নিয়ন্ত্রিত কালের সরণি
আবর্ত্তিত দিক্‌চক্রপথে,
কোন্ সে আদিম যুগ হ'তে,—
গতির মাঝারে সে ত স্থির,
বক্ষে বহি' লক্ষকোটি সন্তানের সুনিশ্চিন্ত নীড়
প্রেমের মতন ;
অচঞ্চল লক্ষ্য মাঝে বিচঞ্চল বিচিত্র যতন।
লীলায়িত গতিচ্ছন্দে আপনি হইয়া গতিহীন
চেয়ে আছি চিরদিন চিরনারী কোমলে-কঠিন॥

কুহুধ্বনি

মুকুলিত আম্রকুঞ্জে ডাকে পিক সারা দ্বিপ্রহর
না মানি' সূর্য্যের রুদ্র দীপ্তিমান ভ্রূকুটি-বিক্রমে ;
দশদিশি ঘেরি সেই একাক্ষর শব্দভেদী স্বর
অমৃতের পিচিকারী হানিতেছে সৃষ্টির মরমে।

ক্ষুধা নহে, তৃষ্ণা নহে, অক্ষত রয়েছে চূতাঙ্কুর,
অদূরে সরসীবক্ষে শুষ্ক চঞ্চু যাচে না সন্ধান ;
অজ্ঞাত বেদনা বহি' নাহি ক্ষুব্ধ অভিযোগ-সুর—
সুদূর সঙ্গীরে ডাকি' নহে তাহা প্রণয়-আহ্বান।

অনাবিল আনন্দের মধুস্রাবী মোহন পঞ্চম
শূন্যপথে গেঁথে চলে সূত্রহীন সুরের মালিকা,
প্রহর-প্রহরীদলে ক্ষণে-ক্ষণে লাগায়ে বিভ্রম ;
প্রতিধ্বনি করি' চলে গিরিপথে বনের বালিকা।

তারি নীচে যন্ত্রকণ্ঠে অবিশ্রান্ত উঠে গরজনি,
ছাপিয়া সহস্রমুখী জনতার মিশ্র-কোলাহল ;
পীড়িত মর্দ্দিত পৃথ্বী কাতরে জানায় আর্ত্তধ্বনি ;—
তারো উর্দ্ধে সেই কণ্ঠ বিস্ময়েরে করিছে বিহ্বল।

গৃহে গৃহে জ্বলে বহ্নি, চালে চালে নাচে উচ্চশিখা ;
কুহু কুহু মুহুর্ম্মুহু ঢালে তায় সুরধুনী-ধারা ;
ধূসর মরুভূ-গ্রন্থে মিলে মন্ত্র তৃণাক্ষরে লিখা,
বন্ধ্যার বুভুক্ষু বক্ষে আগন্তুক সন্তানের সাড়া।

স্মৃতির কুহকমন্ত্রে প্রিয়স্পর্শ যথা মনোরথে,
দুর্বৎসরে দুর্গোৎসব ভরি' তোলে ব্যথার আরতি,
কণ্টকে আকীর্ণ এই শুষ্ক রুক্ষ সংসারের পথে
তেমনি ও কুহুধ্বনি আকস্মিক সুরসরস্বতী।

দণ্ডক-অরণ্যতলে কবে শুনেছিনু ঐ স্বর,
চমকিয়া মৃগশিশু চেয়েছিল বৈদেহীর পানে।
কত যুগ বয়ে গেছে, আজো তার অতৃপ্ত অন্তর
স্বর্গসুধা পিয়াইয়া কালের নয়নে স্বপ্ন আনে॥

পূর্ব্বরাগ

বলিবে বলিয়া বেঁধে যে রেখেছ বছর ধরে' !
বলো বলো বলে' মেনে গেছি হা'র—মিনতি করে'—
—আজ তা বলো গো, আজকে বলো ;
কি এমন কথা বলিবারে চাও, বলিবে চলো।
......আজ না, থাক্—আজকে থাক্—
ক্ষম গো বন্ধু, এই ক'টা দিন কাটিয়া যাক্, কাটিয়া যাক্,
—আজকে থাক্।

সে দিনের পরে বহুদিন গেল—সময় হ'ল ?
বলিব বলিব করিও না আর, আজকে বলো ;
......এখন থাক্‌গে, থাক্‌গে আজ,
বেলা বেড়ে যায়, যাব বহুদূর, অনেক সে কথা, অনেক কাজ,
—থাক্‌গে আজ।

গভীর রাত্রি, যে যাহার ঘরে ঘুমায় সবে ;
জেগে বসে' আছি—আজকে তোমায় বলিতে হবে।
......বড় ভয় করে, এখন থাক্—
রাত্রি পোহায়, জাগিবে সবাই, পড়িবে ডাক ;—ডাকে যে কাক,
—এখন থাক্।

চলে' যাব আজই—যদি বলো কিছু—বলো তা আজ,
মাথা হেঁট করে' আবার এসেছি, ভুলিয়া লাজ।
......একটু সময়—আজ না কাল,
ক্ষম গো বন্ধু, একটি রাতের অন্তরাল, হোক্ সকাল,
—বলিব কাল।

অরুণ আভায় পূর্ব্ব আকাশ রঙীন হ'লো,—
এই তো সকাল, বলার যা আছে, এখনি বলো।
······নিতান্ত যদি শুনিবে তবে—
যতই কঠিন লাগুক বন্ধু, সহিতে হবে, ক্ষমিতে হবে,
—বলি তা তবে—

বন্ধু, আমার হৃদয়-বন্ধু—উঠো না হেসে,—
প্রথম দেখায়, ফেলেছি তোমায় ভালো যে বেসে।
—মনের ভুলে—মনের ভুলে ;
অযোগ্যতায় এতদিন তাই বলিনি খুলে'—সে কথা খুলে'।

······এতদিন ধরে' দিয়েছ বেদনা. সয়েছ ব্যথা,
এত ঘটা করে' জানালে যে মোরই পুরানো কথা।
—আমিও—থাক্।
অনেক সময় গিয়াছে যা বয়ে—গিয়াছে, যাক্,
বন্ধু, এবারে নূতন ভাষায় আমায় ডাক্॥

মায়ামৃগী

মায়ামৃগী নাম রেখেছ আমার, সেই ভালো ওগো প্রিয়,
দূরে-দূরে রেখো বন্ধু, আমারে—বন্ধন নাহি দিও।
ভালো যে বেসেছ, পরিচয় তারি অক্ষয় হয়ে থাক্,
জীবন-গহনে দিন কাটে যেন শুনি' ও বাঁশীর ডাক।
বনের ছায়ায় মনের মায়ায় তুমিও থাকিও দূরে,
শুধু বাঁশীখানি চিরদিন টানি' রাখে যেন সুরে-সুরে।

এ মায়ামৃগীর মায়া টুটে' গেলে যে মৃগী পড়িবে ধরা,
ক'দিন চলিবে কল্প-সায়রে তারে নিয়ে ঘট-ভরা ?
সোনার সুষমা নিমেষে মিশাবে, যেন শিকারীর শরে,
মৃগমাংসের আদিম গন্ধ মিলায়ে ব্যাধের ঘরে।
সোহাগের সোনা গলায়ে যাহারে রচনা করেছে মন,
বাসনার ফাঁসে ধরিতে তাহারে ক'রো না আকিঞ্চন।

বন্ধু আমার, হের ঐ দূরে আকাশের আঙিনায়
স্বর্ণ-সায়রে খেলিতেছে ঢেউ—নীলে ও নট্‌কনায় ;
হের গিরিশিরে তারি নীচে ধীরে রঙে জমে' উঠে কায়া,
আসমানি হ'তে জাফরানি লাল,— বন্ধু, সবই তো মায়া।
বাঁশরী তোমার বাজাও বন্ধু, দূরে থেকে আমি শুনি,
সুরে-সুরে ঘুরে' নামুক মর্ত্ত্যে স্বর্গের সুরধুনী।

থামিও না বাঁশী পরান-উদাসী—বাজাও বন্ধু, বাজাও।
তাতাও আমারে, মাতাও আমারে, মজাও আমারে, সাজাও।
কস্তুরীসম আপন নেশায় আমিও হারায়ে দিশা,
ছুটাব তোমায়, লুটাব তোমায়, মিটাব না শুধু তৃষা ;
মোহপাশে তবু বেঁধো না আমারে, ধরা পড়ি যদি ভুলে',
ভুলো না, বন্ধু, লীলা আমাদের কল্পসায়র-কূলে॥

সৌন্দর্য্যের বাসা

রমণী রে, পায়ে ধরি তোর,
চুপি চুপি বল্ মোর কানে,
স্বরগের সৌন্দর্য্য-শিশুরে
রাখিস লুকায়ে কোন্‌খানে ?
কোথা কোন্ রুদ্ধ অন্তঃপুরে
আগলিয়া ত্রস্ত সযতনে,
লোকের চোখের পথ হ'তে
রেখেছিস একান্ত গোপনে ?
চপল চঞ্চল স্নুকুমার
ধরা নাহি দেয় কারাবাসে,
মাঝে মাঝে তাই পাই দেখা
হাসে ভাষে ইঙ্গিতে আভাসে !

রহি' রহি' বিজলীর মত
শ্যাম-তনু আকাশের গায়
হেথা হোথা উঁকিঝুঁকি মারি'
চমকিয়া ছুটিয়া পালায় !
কোথায় সে থাকে নাহি জানি—
কোন্ অঙ্গে রল্ তোর, নারী,
কখন্ কোথায় তারে দেখি
কিছুই বুঝিতে নাহি পারি।
ওই তোর অন্ধকার-ঘেরা
কুণ্ডলিত কৃষ্ণ কেশপাশ,—
তারি কোন্ কুঞ্চিত অলকে
সৌন্দর্য্যের সুগোপন বাস ?

শ্যাম স্বচ্ছ সরসীর মত
সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ আঁখি দুটি-
উহারি কি অনন্ত অতলে
চঞ্চল সে করে ছুটাছুটি?
আরক্ত যে অধরের হাসি
না ফুটিতে অমনি মিলায়,
তারি কি নিভৃত কোন কোণে
দুরন্ত সে একান্তে ঘুমায়?
কখন্ কোথায় সে যে থাকে—
কোন্ অঙ্গে বল্ মোরে নারী,
সর্ব্ব দেহে পাই দেখিবারে
তাই কিছু বুঝিতে না পারি!

তাই সে মিনতি করি তোরে
চুপি চুপি বল্ কানে কানে—
অমরার সৌন্দর্য্য-কুমারে
বেঁধে রেখেছিস কোন্‌খানে?
বৈজ্ঞানিক বলে—তার বাস
সুসম্বদ্ধ দেহের গঠনে;
দার্শনিক বলে—তাহা নয়,
নিশ্চয় সে মানবের মনে;
কবি কহে—অত নাহি বুঝি,
কথা কয় খেয়ালের ঝোঁকে;
—দরিদ্রের ধ্রুব এ বিশ্বাস,
সৌন্দর্য্য—সে প্রেমিকের চোখে॥

কবি

মনের বনে ফুটে যে সব ফুল,
মনের মেঘে উঠে যে সব তারা,
মনের দেশে বয় যে মলয় হাওয়া,
মনের গাঙে ছুটে সোনার ধারা ;
—এমন ভাগ্য ধরায় আছে কাহার,
দেখতে পায় যে অলেখা সেই ছবি ?
মনের মাঝে নয়ন আছে যাহার—
সে শুধু সেই কবি—সে যে কবি !

পরের দুঃখে ঝরে কাহার আঁখি,
পরের সুখে কাহার আপন সুখ ;
পরের বুকের গোপন কথা যত
জানতে পারে গোপনে কার বুক !
ধরার ধরা এড়িয়ে আঁখি কাহার
ফুটে যেমন চন্দ্র-তারা-রবি ?
মনের মাঝে আলোক আছে যাহার—
সে শুধু সেই কবি—সে যে কবি !

রাজার ঘরে জন্ম—তবু কাহার
কুঁড়ে-ঘরের ভাঙেনাক স্বপন !
কাঙাল-ঘরে মানুষ, তবু কে বা
সম্রাটে সে ভাবতে পারে আপন ?
সমান আঘাত দেয় সে বুকের তারে,
ছোট বড়, ভাল মন্দ—সবই ;
এমন শক্তি ধরায় ধরে কে সে ?
সে শুধু সেই কবি, সে যে কবি !

বনের বাঘে বীর্য্যে মানায় হারি,
কোণের কীটে শিখায় কে সে ভয়,
অক্ষমেরে ক্ষমা শিখায় কেবা,
অজেয়রে হেলায় করে জয় ;
কারে হেরে' সরল হয় সে শর,
অবনত ফুটন্ত মাধবী ?
একাধারে সবার সমান কে সে ?—
সে শুধু সেই কবি, সে যে কবি।

কালের গোলাম নয়ক কে সে বীর,
দেশাতীত থেকে দেশের মাঝে ;
নিন্দাদ্বেষের কঠোর তিক্ত স্বর
গানের মত' কাহার কানে বাজে ;
স্তুতির গীতি করে না কার ক্ষতি,
খ্যাতির গর্ব্বে নয় কে সে গরবী ?
নদীর মত' গেয়ে চলে বেয়ে—
সে শুধু সেই কবি, সে যে কবি॥

স্বপ্ন-দেশ

আজ ফাগুনী চাঁদের জ্যোছনা-জুয়ারে
ভুবন ভাসিয়া যায়,
ওরে স্বপন-দেশের পরী-বিহঙ্গী,
পাখা মেলে' উড়ে' আয়!

এই শ্যামল কোমল ঘাসে,
এই বিকচ কুন্দরাশে,
এই বন-মল্লিকাবাসে,
এই ফুরফুরে মলয়ায়—
তোর তারালোক হ'তে কিরণ-সূতায়
ধীরে ধীরে নেমে আয়।

দেখ্ ঘাসের ডাঁটায় ফড়িং ঘুমায়
সবুজ-স্বপন-সুখে,
দেখ্ পদ্মকোরকে অচেতন অলি
শেষ মধুকণা মুখে।
হেথা ঝিঁঝির ঝিঁঝিট তান
দেখ্ নিশিশেষে অবসান,
ছোট টুন্‌টুনিদের গান
এবে বিরত ক্লান্ত বুকে ;—
দেখ্ মোহ-মূর্চ্ছিত মুখর ধরণী,
সব ধ্বনি গেছে চুকে'।

তোরে শিরীষ-ফুলের পাপড়ি খসায়ে
পরাগ করিব দান,
তোরে রজনীগন্ধা-গেলাস ভরিয়া
অমিয়া করাব পান ;
শেষে ঘুম যদি তোর পায়,
হোথা ঘুমাবি হিন্দোলায়,
মোরা মৃদু দোল দিব তায়,
গাহি' মৃদু-গুঞ্জন গান,—
চারু ঊর্ণনাভের ঝিকিমিকি জালে
কেশরের উপাধান।

শেষে জোনাকির আলো নিভাবে যখন
উষার কুয়াশাসারে,
মোরা স্বপন-শয়ন ভাঙি' দিব তোর
পাপিয়ার ঝঙ্কারে।
যদি ফিরে' যেতে মন চায়,
যাস্ ঝিরি-ঝিরি উষা-বায়,
চড়ি' প্রজাপতির পাখায়—
হিম- সিক্ত শিশিরধারে;
সাথে নিয়ে যাস্ এই রজনীর স্মৃতি
ধরণীর পরপারে॥

হাফিজের স্বপ্ন

অমা যামিনীর গহন আঁধারে চুপি চুপি এল প্রিয়া,
দ্বিগুণ আঁধার খর্জ্জুর-বীথি, তাহারি আড়াল দিয়া।
আঙুরের মত' অলকগুচ্ছে গোলাপের মালা পরি',
মৃদু উশীরের মদির গন্ধে নিশীথ আকাশ ভরি';
কাজল-উজল কালো কটাক্ষে হানিয়া বিজলী হাসি,
ফেরোজা রঙের বসন পরিয়া শিথানে দাঁড়াল আসি'
বীণানিন্দিত মধুরকণ্ঠে কহিল—রে অনুরাগী,
শূন্য শয়নে আমারে মাগিয়া জাগিয়া কিসের লাগি'?

করুণা তাহার হৃদয়ে হানিল সুখের মতন ব্যথা,
যুড়ি' যোড় পাণি বিগলিত-বাণী, কষ্টে কহিনু কথা,—
তব অঞ্চল-বসন্তবায়ে হৃদয়ে যে ফুল ফুটে,
তব মঞ্জীর-সঙ্গীতরবে হৃদয়ে যে ধ্বনি উঠে,—
তাহারি গন্ধে, তাহারি ছন্দে রচিয়া গজল-গীতি,
তোমারি কুঞ্জ-দুয়ারে গাহিয়া শুনাইব নিতি-নিতি ;
নাহি চাই খ্যাতি, যশে কাজ নাই, চাহিনাক ধনমান,
তোমারি স্তবের যোগ্য করিয়া শিখাইয়া দাও গান।

না কহিয়া কথা, না বলিয়া কিছু—লীলায়িত হেলাভরে
সেতারটি শুধু লইল টানিয়া কোমল বুকের পরে ;
অঙ্গুলিঘাতে তারগুলি তার সঙ্গীতে ভরি' দিয়া
আমারই কোলের সঙ্গীটি মোরে ফিরাইয়া দিল প্রিয়া।
গোলাপের কুঁড়ি তখনো ভাবেনি ফুটিতে হইবে কিনা,
ডানার মাঝারে মাথাটি গুঁজিয়া চাতকী চেতনাহীনা ;—
অমা যামিনীর গভীর আঁধারে মিলাইয়া গেল প্রিয়া—
শিশির-শীতল খর্জ্জুর-বীথি, তাহারি আড়াল দিয়া।

তার পর হ'তে বাজিছে সাহানা সোহিনী সিন্ধু কাফি—
তারি সাথে সেই পরম পরশ উঠিতেছে কাঁপি' কাঁপি' ;
তালে তালে উঠে দুলে' দুলে' তারি হৃদয়েরই আকুলতা,
সুরে সুরে সদা ঘুরে' ঘুরে' ফিরে তাহারি গোপন কথা॥

সমুদ্র-ফেনার প্রতি

সমুদ্দুরের সাদা ফেনা পরান-পাগল-করা—
ঘর ছেড়ে আজ তোরি হাতে দিলাম আমি ধরা ;
তোরি সাথে ভেসে ভেসে, যাব রে সেই অচিন দেশে,
যেথায় আছে অখিল শেষে সকল-শ্রান্তি-হরা।

শঙ্খধবল শ্বেত-শতদল—নীল সাগরের ফুল,—
আজনমের সকল জানা করিয়ে দে মোর ভুল ;
কেটে দিয়ে বাঁধন যত, করে' নে আজ তোরি মত',
সৃষ্টিছাড়া মুক্তি-ব্রত—নাইক শাখামূল !

আমি হব যাত্রী তোমার, তুমি আমার তরী—
ভাবব না আর নিজের লাগি'—বাঁচি কিম্বা মরি ;
করব না আর আগে-পিছে, চাইবনাক উপর-নীচে,
নিখিল ত্যজে আজকে তোমায় লব বরণ করি'।

রাত্রি-দিবা দুলব দু'জন তরঙ্গ-দোলাতে—
উর্ম্মিশিরে ঘূর্ণিনাচন ঘূর্ণাপাকের সাথে ;
ঝঞ্ঝা যখন গর্জ্জি' আসি' মারবে ঠেলা অট্টহাসি',
চূর্ণ হয়ে পড়ব খসি' সহস্র কণাতে।

সিন্ধু-শকুন পাখার হাওয়া দিবে মোদের গায়ে,
উড়ো মাছের অভ্র-পালক পড়বে খসি' পায়ে ;
সূর্য্যালোকের স্বর্ণরেণু রচবে আসি' ইন্দ্রধনু,
অন্ধনিশি নিঃশ্বসিবে লবণ-বহা বায়ে !

নীলাম্বুধির অন্তবিহীন শয্যা পাতা নীচে,
ঊর্দ্ধে অসীম শূন্য আকাশ নিঃশব্দে কাঁপিছে ;
ডাইনে-বামে দিকের রেখা— কূলের কোথা নাইক দেখা—
লক্ষযোজন পুরোভাগে লক্ষযোজন পিছে।

মুক্তা-মাণিক সঙ্গী শুধু বিজন প্রতিবাসী,
শঙ্খ-শামুক ভৃত্য সেবার, ঝিনুক-কড়ি দাসী ;
পাতালতলে যে নাগবালা ঘুমায়, গলায় পরায় মালা—
সুপ্ত তাহার শান্ত মুখে তোরি শুভ্র হাসি।

মৃত্যু যেদিন বলবে ডেকে—'কে ঘুমাবি আয়,
পুরুভুজের মঞ্চ 'পরে স্পঞ্জ-বিছানায়'—
সেদিন সকল যাত্রাশেষে, হাতটি দিব বাড়িয়ে হেসে,
আসবে মুদে' আঁখির পাতা সহজ সান্ত্বনায়।

সমুদ্দুরের সাদা ফেনা, শীতল শান্তিভরা—
সব ছেড়ে আজ তোরি হাতে দিলাম আমি ধরা ;
তোরি সঙ্গে ভেসে ভেসে যাব রে সেই অচিন দেশে,
যেথায় আছে নিখিল শেষে সকল-শ্রান্তি-হরা ॥

কলঙ্ক

বাতাবিকুঞ্জে সন্ধ্যার বায় পুষ্পপরাগচোর।
কলঙ্কী মন, চেয়ে দেখ্ আজি—সঙ্গী মিলেছে তোর।
দিবা অবসান, রবি হ'ল রাঙা,
পশ্চিমাকাশে নটকনা-ভাঙা ;
সঙ্গহীনের যাহা কিছু কাজ—সাঙ্গ করেছি মোর,
কুঞ্জদুয়ারে বসে আছি একা কুসুমগন্ধে ভোর।

আধফুটন্ত বাতাবিপুষ্পে কানন ভরিয়া আছে,—
কি গোপন কথা গুঞ্জরি' অলি ফিরিছে ফুলের কাছে।
স্ফুটনোন্মুখ ফুলদলগুলি
পুলক-পরশে উঠে দুলি' দুলি',
গন্ধভিখারী সন্ধ্যার বায় ফুলপরিমল যাচে—
সঙ্কোচে নত পুষ্পবালিকা—অতিথি ফিরে বা পাছে।

বেলা ব'য়ে যায়, সন্ধ্যার বায় আসি' কহে বারবার,
সন্ধ্যা হয় যে, অন্ধ কুসুম—খোল' অন্তর-দ্বার।
মুকুলগন্ধ অন্ধ ব্যথায়
কুঁড়ির বন্ধ টুটিবারে চায়,
লুটাইতে, হায়, সন্ধ্যার পায় রুদ্ধ আবেগভার,
বিকাইতে চায় চরণের 'পরে কৌমার সুকুমার।

মন্থরপদে সন্ধ্যা নামিছে কাজলতিমিরে আঁকা,
দুয়ারে অতিথি, অন্তরে ব্যথা—সম্ভব সে কি থাকা?
গন্ধে পাগল অন্তর যার,—
আবরণ মাঝে থাকে সে কি আর,
খুলি' দিল দ্বার, পরান তাহার পরাগে-শিশিরে মাখা;
কুঞ্জ ঘিরিয়া আঁধার ছাইল—স্বপ্নপাখীর পাখা।

বাতাবিকুঞ্জে সন্ধ্যার বায় পুষ্পপরাগচোর,—
হা রে কলঙ্কী হৃদয় আমার, সঙ্গী মিলেছে তোর।
দূর দিগন্তে দিবা হ'ল সারা,
অম্বর ভরি' ফুটে' উঠে তারা,
নবফুটন্ত নেবুর গন্ধে আসিল তন্দ্রাঘোর—
কলঙ্কী প্রেম, মুগ্ধ হৃদয়—এক-ই পরিণাম তোর॥

বাতায়নের দীপ

ঐ জানালায়—
দীপটি উঠিত জ্বলি' এমনি সন্ধ্যায়।
কেশের সুগন্ধ সনে ধূপের সুবাস
তুলিত উতলা করি' সায়াহ্ন-বাতাস।
বাতায়ন-নিম্নে কুঞ্জে ফুটন্ত চামেলা
নিঃশ্বসি' ভাবিত—মোরে করে অবহেলা;
চাহিত বিস্মিত চন্দ্র অতন্দ্র আকাশে—
কে এরা প্রদীপ জ্বালি' মোরে পরিহাসে!
আপনার শান্তি দিয়া রচিয়া মন্দির—
সন্তোষ হাসিত বসি' না চাহি' বাহির!

হাসি' খিলখিল—
ছোট দু'টি ছেলে-মেয়ে ভরিত নিখিল!
অস্ফুটন্ত গল্প-গাথা, অফুরন্ত কথা—
নিঃশেষ করিত যেন বিশ্বের বারতা!
প্রাচীরের জম্বুশাখে কূজন্ত কোয়েলা
সহসা থামিত ভাবি'—মোরে অবহেলা;
শন্‌শনি শতশাখা গরবে অধীর
খর্জ্জুর ভাবিত—এরা হবে বা বধির!
আপন সৌভাগ্য-গর্ব্বে আপনি বিভোর—
হাসিত দীপের রশ্মি সারানিশি-ভোর।

স্তব্ধ অৰ্দ্ধরাতে—
দীপটি উঠিত জ্বলি' দ্বিগুণ প্রভা-তে।
অস্ফুট গুঞ্জন সাথে মৃদু কলস্বর
গৃহটি তুলিত করি' আনন্দ-মুখর।
বাহিরে প্রকৃতি যেন বহি' দুঃখভার,
বিস্ময়ে রহিত মৌন হেরি' ব্যবহার।
অনন্ত আকাশ, উৰ্দ্ধে বাতায়ন খুলি'
ইঙ্গিত করিত মেলি' তারকা-অঙ্গুলি।
ক'টি অন্ধ প্রাণী এ-কি করে ছেলে-খেলা
উদাস বিশ্বের প্রতি—এত অবহেলা!

ভেঙে গেল হাট—
আঁধার টানিয়া দিল অদৃষ্ট-কবাট।
বন্ধ হ'ল বাতায়ন—অন্ধ যেন চোখ,
মুহূর্ত্তে নিভায়ে দিয়ে আনন্দ-আলোক।
না ফুরাতে খেলা-ঘরে উৎসবের রাত—
রুষ্ট প্রকৃতির যেন অব্যর্থ আঘাত।
চামেলী ফুটিয়া ঝরে, চন্দ্র রহে চাহি',
শিহরে খৰ্জ্জুর-কুঞ্জ, পিক উঠে গাহি';
বাহিরে বৃহৎ বিশ্ব তেমনি চঞ্চল—
শুধু ঐ দীপখানি জ্বলে না কেবল॥

বসন্তসম্ভব

পোষের সঙ্গে বিবাহ আজিকে বোশেখ মাসের—
বিশ্বকর্ম্মা আসর বাঁধিছে বাসর-বাসের ;
চন্দ্র-আতপ খাটায় চন্দ্র, জলদ বাজায় জলদমন্দ্র,
বায়স ফুকারি' কহে—এ মিলন সর্ব্বনাশের,
গ্রীষ্মের সাথে শীতের বিবাহ ? অবিশ্বাসের।

গালে হাত দিয়া ভাবিছে গোলাপ—শঙ্কা পরম,
বুলবুল বলে, ঘটকালি আজ হইল চরম !
রঙীন পাখায় তুলাইয়া পাল প্রজাপতি ভাবে, একি এ খেয়াল !
ঝিল্লি কেবলি গুঞ্জরে—তবু আওয়াজ নরম—
শত আশঙ্কা মুখরিত যেন—স্নেহের ধরম।

পৌষবক্ষে হেলি' বৈশাখ জুড়ায় জ্বালা,
তপ্ত পরশে শিহরে হরষে শিশির-বালা ;
কুয়াশা-আঁধার আকাশের গায় প্রখর রৌদ্র মিলাইয়া যায়,
করুণা সাজায় রুদ্রের পায় বরণডালা ;
সমানবয়সী দিবা-রাতি গাঁথে মিলনমালা।

শিশু-বসন্ত জনমিল আসি' কালের কোলে,
গোবিন্দ যেন নন্দ-যশোদা উরসে দোলে ;
অপরূপ রূপ—তনু সুকুমার, অতুলন গুণ—স্বভাব উদার—
জনক জননী—দোঁহাকার খ্যাতি বাড়ায়ে তোলে,
বিশ্ব তাহারে আদরে ডাকিল মাধব বলে'।

এল ঋতুরাজ ভুবনবিজয়ী—ধরার দেশে,
দখিনা বাতাস হাঁকিয়া চলিল সমুখে হেসে ;
বুলবুল নাই—এসেছে কোকিল, ঝিঁঝি অলিবেশে ভরিল অখিল,
গোলাপ—সে এল গন্ধরাজের ধবল বেশে ;
বেলা ও চামেলা জুটিল সকলে সঙ্গে এসে।

এস বসন্ত—গীতে ও গন্ধে বর্ণে সাজি'—
কর' ফুটন্ত মুদিত বাসনা-প্রসূনরাজি ;
শ্যামল ক্ষেত্রে আম্রমুকুলে ফুটিছ যেমন পলাশে-বকুলে
তেমনি আমার মর্ম্মের মূলে ফুট' গো আজি,
মানসী-মুরলী পিক-পঞ্চমে উঠুক বাজি' ॥

আজ বসন্তে

আজ বসন্তে হঠাৎ চেয়ে দেখছি আমার কুঞ্জ ছেয়ে—
ফুল ফুটেছে মনের মরা গাছে,
বুকের বেড়ায় হিয়ার ফাঁকে যেথায়-সেথায় ডাঁটায় শাখে
তারই মধুর গন্ধ জমে' আছে !
কালকে ছিল যে তপোবন রিক্ত কঠিন বজ্রশাসন
সমিধভারে অনল-কুণ্ডে ভরা,
আজকে দেখি হঠাৎ সেথায় বর্ণে রসে গন্ধে মাতায়—
লতায়-পাতায় হাজার মুকুল ধরা !
একটি দিনের দখিন হাওয়া ফিরিয়ে দিল হারিয়ে-যাওয়া
কত কালের কত গোপন বাণী—
ব্রহ্মচারীর বিজন ঘরে জাগিয়ে দিল কেমন করে'
কত যুগের কাব্য—নাহি জানি !
মনের মধু-মালঞ্চেতে বসল আবার আসন পেতে
পদ্মপাতায় সে কোন্ সাহসিকা,
বকুল ফুলের দুকূলখানি বুকের 'পরে কে লয় টানি'
চটুল চোখে—ও কোন্ চতুরিকা ?

বাসন্তী বাস অঙ্গে পরি'   বেণীর 'পরে রঙ্গে, মরি—
দোলায় কে ও কুরুবকের ফাঁস ?
উজল কালো কেশের পাশে   কৃষ্ণচূড়ার বর্ণাভাসে
উষার মত' ভূষার পরকাশ।
সরোবরের সোপানপটে   কলস ভরি' কক্ষতটে
সিক্তবাসে স্বর্ণ চাঁপা ঢাকি'
কে ঐ চলে আলসভরে,   চিকুরতলে মুক্তা ঝরে,
পাষাণ 'পরে চরণ-রেখা আঁকি'।
একাকিনী উদাস মনে   বাজায় বীণা বকুল-বনে
কে তরুণী গৌরী গরবিনী,
রুক্ষ কেশের চূর্ণ-অলক   ভোলায় যাহা আঁখির পলক—
মনে পড়ে ও কেশ যেন চিনি।
নূতনতর পত্র-রেখা   বক্ষ 'পরে কাহার লেখা—
হঠাৎ চেয়ে চম্‌কে উঠি—ও কে।
ভূর্জ্জপাতে আল্‌তা-আঁকা   কার বেদনা-রক্ত-মাখা—
কত লেখাই ফুটায় মনের চোখে।
একে-একে মনের কোণে   উঠছে ফুটে ক্ষণে-ক্ষণে
কুসুমবনে আঁখির মেলা যেন।
যে ফুল গেছে ঝরে'-মরে',   কোথায় হ'তে এমন করে'
ফাগুন-শেষে আবার তারা কেন ?
মরা-গাঙে জোয়ার ভরা,   শুক্‌নো শাখায় মুকুল ধরা,—
কাহিনীতেই শুনতে যাহা পাই,
একটি রাতের দখিন বায়ে   বিজনবাসে গোপন ছায়ে
বিধির লীলা—ফলল বুঝি তাই ॥

নিঝুম-রাণী

আমি রাত-ভিখিরী—নিত্যি ফিরি নিঝুম-রাণীর দরবারে-
পাগল মনের খোশ-খেয়ালের দরকারে ;
হাত বাড়িয়ে নাইক কোনও ধন চাওয়া,
মুখ ভারিয়ে—নাইক কারও মন পাওয়া—
দাবী-দাওয়া নাই কিছু সে সরকারে !

থাকে থাকুক চাঁদ আকাশে, তারার আলো—নয়ত নয়,
সন্ধ্যা থেকেই অন্ধ আকাশ হয়ত হয় ;
রাত্রি-দেবীর ছত্রতলের কোণটিতে,
জোনাই জ্বলে শুধু পাশের বনটিতে ;
হই না একা—নাইক কোনও ভাবনা-ভয় ।

আমি চলি আপন মনে রাণীর গোপন সন্ধানে,
সন্ধ্যা হ'লেই সে যে আমার মন টানে ;
তার সে ডাকের নাইক ভাষা কিচ্ছু রে,
আঁধার সাথে বসে সে যে চিৎ যুড়ে' ;
খুঁজে বেড়াই কোন্‌খানে রে—কোন্‌খানে !

দিবালোকের বেড়ার শেষে, কোলাহলের আড়পারে—
ঠেলাঠেলির রংমহলের বা'র-দ্বারে—
শূন্যে ছাওয়া অনন্ত তার মন্দিরে
ঘুরে' বেড়াই গোলকধাঁধায় বন্দী রে—
কোথায় রাণী—হাৎড়ে বেড়াই চারধারে ।

ফুলের গন্ধ ইঙ্গিতে সে হঠাৎ বলে—এইখানে !
কোন্‌খানে তা মনে-মনে সেই জানে ;
তারার আলো মাথার উপর কয় হেসে—
ওখানে নয়, এইখানেতে রয় যে সে—
হাওয়া বলে—কারু কথার নেই মানে ।

দাতার দেখা নাইক—তবু দানে যে তার মন ভরে,
নিত্যি রাতে পাই সাড়া তার অন্তরে ;
মানুষটাকে আড়াল করে' সর্ব্বদা
তৃপ্তি বিলায় কে যেন রে সর্ব্বথা—
শান্তি দিয়া নীরবতার মন্তরে।

নিঝুম-রাণী চুপটি করে' হাসে মোহন ভঙ্গীতে,
নিশীথরাতের নীরব নিথর সঙ্গীতে ;
যে সঙ্গীতে ফুল ফুটে আর চাঁদ উঠে,
যে সঙ্গীতে মলয় হাওয়ার বাঁধ টুটে
সীমা চাহে সীমার বাঁধন লঙ্ঘিতে ॥

খিড়কী

আমি নইক পাথর-গাঁথা সিংহ-দুয়ার—
যেথা লোহার ফটকে রুধে পথের জুয়ার ;
সদা সান্ত্রীর সন্ত্রাসে শঙ্কিত জন,
পাছে সঙীন রঙীন চোখে বিঁধে বা কখন।

যার মুক্তি কেবল জানে ধনের চাবী,
যেথা মান ছাড়া মিলেনাক মনের দাবী ;
যেথা রথের রথীরা শুধু পায় ঠিকানা,
খালি পায়ের পরশে যেথা নিষেধ নানা।

আমি খিড়কীর পথখানি মাটির কোলে,
যেথা ঘাসের অবুঝ শোভা সবুজে দোলে ;
যার ধূলায় পড়িছে ছাপ ভিখারী-পায়ের—
যারা গোপনে শরণ মাগে গৃহিণী-মায়ের।

যেথা. আল্‌তা-পরশে ধূলা হীনতা ঘুচায়,
যেথা পাখীর পায়ের রেখা মানুষে মুছায় ;
সদা শিশুরা খেলায় মাতে যাহার পাশে,
হেরি' দুধারে দোপাটি-গাঁদা হরষে হাসে।

আমি খিড়কীর পথখানি ধনীর ঘরে,
তাই গোপনে পিছনে আছি লুকায়ে ডরে ;
হোথা পথের পাথর যত বেদনা বিলায়,
যেন আমার ধূলায় তারে মুছায় মিলায় ॥

দুই পক্ষ

দিনের আলোকে যে-বা হয় নাই মর্নের মতন,
অকুণ্ঠিত কণ্ঠে যারে অবেলায় দিয়াছি বিদায় ;
যামিনীর মধুচ্ছায়ে তাহারেই করিয়া যতন
বাহুপাশে বাঁধিয়াছি,—ডাকিয়াছি, 'আরো কাছে আয়'।

প্রভাতের সূর্য্যালোকে শুনেছি যে কর্ম্মময়ী গীতা,—
শিখেছি সমানধর্ম্মী লাভালাভ, আনন্দ ও শোক ;
নিশীথের মোহারণ্যে সে গীতা কোথায় নির্ব্বাসিতা,—
তারি ঠাঁয়ে মনে পড়ে অপরাধভঞ্জনের শ্লোক।

দিনে যাহা জড়ো করি' দুই হাতে গেঁথে তুলি ঘর,
রাতের নিভৃতে বসে' গড়ি তাহে গোপন প্রতিমা ;
উষা-অভ্যুদয়ে ফিরে' হেরি সেই মূর্ত্তি মনোহর
স্বপ্নসম হারায়েছে তন্দ্রাতুর আনন্দমহিমা।

অহোরাত্র দুটি পক্ষ কানে মোর করে কানাকানি—
কে যে সত্য, কে যে মিথ্যা, ভালোমন্দ কিছু নাহি জানি ॥

উপাধান

অন্তর মাঝে নিয়ত যা বাজে—সে ব্যথা কাহারে বলি ?
কে দাঁড়ায় কাছে, কে-বা হেন আছে, সবাই যে যায় চলি' !
আজ যারে পাই—বক্ষে জড়াই, কাল তারি দেখা নাই,
চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সম্মুখে শুধু চাই !
পেয়ে পেয়ে আর হারিয়ে হারিরে কেটে যায় তবু দিন—
পায়ে পায়ে শোধে পথের যাত্রী দীর্ঘ পথের ঋণ !

গৃহ-ধন-জন মিছে আয়োজন ; তুই শুধু উপাধান,
সারা জীবনের সঙ্গ শেষেও মরণে রাখিস মান ;
সুতিকা-ঘরের প্রথম সকালে রেখেছি যে কোলে মাথা,
জানি, সেই চির সাথের সঙ্গী শেষের সঙ্গে গাঁথা।
নোয়াইয়া শির করি যে প্রণতি নিত্য নিভৃত রাতে,
সে নতি আমার সার্থক সখি, তোরই অনুকম্পাতে।

কারে আর বলি, কেবা আছে মোর,—তোরে শুধু বলি তাই,
আপন বলিতে বহুজন আছে, আপনার কেহ নাই !
বড় আশে ঘরে জ্বেলেছিনু দীপ, রেখে গেছে শুধু কালী,
বড় সাধে সেথা বেঁধেছিনু বাসা, নীচে তার চোরাবালি।
বড় বেদনার বন্ধু আমার, করিস না অপরাধী,
তোরি কোলে মাথা রাখিয়া কেঁদেছি, তোরি কোলে আজো কাঁদি !

সবি তো জানিস্, তবু ফিরে' বলি—মনে পড়ে সেই রাতি,
আরেকটি মাথা ঐ কোলে তোর।ছিল শিথানের সাথী।
কতবার করে' সোহাগে আদরে সে বুকে টেনেছে মাথা,
তোরি বুকে আর তারি বুকে ছিল ভাগের শয়ন পাতা।
বাসরের বাতি সারারাতি ধরে' তা দেখে' মরেছে জ্বলে'—
তুই তো জানিস নীরব সাক্ষী, সে কথা ভুলি কি বলে'।

ক'টা বা রাত্রি—কেমনে কেটেছে তোর চেয়ে কে-বা জানে ?
সখীর মতন মিলন ঘটায়ে জাগিতিস মাঝখানে।
সেই বুকে বুকে মুখে মুখে মিল ছু'হাতে জড়ায়ে গলা,
কোণে থেকে কেউ শোনে বলে' সেই কানে কানে কথা বলা।
সেই সারারাত জেগে' ভোর করা, তোরে ঠেলে' রেখে' পাশে,
জানিস তো সবি—লজ্জার কথা, ছু'দিনের ইতিহাসে।

মনে পড়ে কি রে, রাত্রি ছুপুরে তোরে নিয়ে কাড়াকাড়ি,
তোরই ব্যবধান নিয়ে অভিমান—তাই নিয়ে আড়াআড়ি ;
কভু বা আদরে কেতকী-কেশরে ভরি' তোরি কম কায়
সুরভিত মন তারি মত তোরে সুরভি করিতে চায়।
কভু রাগ করে' 'ঘরের সতীন' নাম দিয়ে তোরে ডাকা,
সারারাত ধরে' সাধাবার তরে তোরি বুকে মুখ ঢাকা।

স্বপ্ন ফুরালো—মরুর বক্ষে মরীচিকা গেল মরে',
শুষ্ক কণ্ঠ—তপ্ত বালুকা—চলি আজ পথ ধরে' ;
কোথা শেষ তার, কোথা বা সীমানা—কে দেবে আমারে বলি',—
ছুঃসহ এই দিবসের বোঝা বয়ে বয়ে কত চলি ?
জীবন-বন্ধু, শুধাইব তোরে একটি শেষের কথা,
সতীনেরই বুকে মাথাটি লুকায়ে কবে জুড়াইব ব্যথা ॥

খেলা

ফাল্গুনের অপরাহ্ণ। সঙ্গীহীন। মুক্ত বাতায়নে
বসে' আছি আঁখি মেলি' সম্মুখের কুটীর-প্রাঙ্গণে
নিম্বগাছটির দিকে। দক্ষিণের সুমন্দ বাতাসে
কচি কিসলয়গুলি দুলিতেছে পরম উল্লাসে
হিন্দোল-দোদুল ছন্দে।—ভিন্নরীতি দুটি সঙ্গীমাঝে
প্রকৃতির বক্ষ ভরি' অপরূপ মৌন বীণা বাজে।

সহসা পড়িল নেত্র তারি মাঝে, বৃক্ষতলদেশে—
প্রতিবেশী জেলেদের দুরন্ত ছেলেটি নগ্নবেশে
তারি মত হৃষ্টপুষ্ট কৃষ্ণ এক ছাগশিশু সাথে
খেলিতেছে মহানন্দে, গ্রীবাটি বেড়িয়া দু'টি হাতে ;
কি আগ্রহে—কি আনন্দে দেয় চুমা এ উহার মুখে,—
সেও ফিরাইয়া দেয় সে সোহাগ অপূর্ব্ব কৌতুকে।
জননী নিকটে নাই, কাজে ব্যস্ত বুঝি গৃহকোণে,
দ্বিধাহীন শিশু দুটি খেলে তাই আপনার মনে।

অন্ধকার নেমে আসে। একা বসে' ভাবিতেছি তাই—
সত্যই কি প্রকৃতির আনন্দের কোনো বাধা নাই।
মানুষের অহঙ্কার সত্যই কি সীমারেখা টানি'—
পরস্পরে দূরে রাখে রচি' তার ভেদ-গণ্ডীখানি॥

প্রান্তর-পথে

চলেছি প্রান্তরপারে সরু এক আলি-পথ দিয়া,
হেমন্তের হিমবায়ু বহিতেছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ;
সরণি সঙ্কীর্ণ অতি—একজন কোনমতে ধরে,
দুটি পাশে পাকা ধান ধীরে ধীরে করস্পর্শ করে
পঞ্জরে ও বাহুপাশে স্বর্ণ-আভা শস্যশীর্ষভাগে—
সির-সির করে অঙ্গ প্রগল্‌ভ সে পরশ-সোহাগে !

অপরাহ্ণ মুদে' আসে সায়াহ্নের আলিঙ্গনপাশে ;
চেলাঞ্চল শস্যক্ষেত্রে গোধূলির লগ্ন নেমে আসে।
ফিরিতে পথের মোড়, সহসা সম্মুখে দেখি চেয়ে
বিপরীত দিক হ'তে আসে এক কৃষাণের মেয়ে—
শিরে আটি, কাস্তে হাতে, দ্রুতগতি, মুখে মৃদু গান,
নিটোল ডাগর কান্তি, বর্ণ ওই ধানেরই সমান !

একেবারে মুখোমুখি—চকিতে গুঞ্জন গেল থামি',
চারু দন্তে জিহ্বা কাটি' ধীরে ধীরে পথ হ'তে নামি'
সম্বরিলা বরতনু বক্ষস্পর্শী শস্য-মাঝখানে ;
ঈষৎ লজ্জার রাঙা হাসিতে চাহিয়া মোর পানে !
—পলকের কাণ্ড মাত্র।—মুহূর্ত্তে কাঁপিয়া দেহমনে
বাধাহীন পন্থা বাহি' আবার চলিনু অন্যমনে।

ষোড়শী না সপ্তদশী,—ঘরে তার কে আছে, না জানি !
একা ফিরে ধান কাটি'—কতদূরে হবে গৃহখানি !
কি গান গাহিতেছিল, বিরহের অথবা প্রীতির,
কিম্বা কোনো গ্রাম্য ছড়া, ছিন্ন অংশ স্বদেশ-গীতির !
কতদূর গেল চলি'—এ পথে ফিরিবে না ত আর ?
চিরাভ্যস্ত মুক্তচারী, তবু কেন হাসিটি লজ্জার !

সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে প্রান্তরের পার দেখা যায়,
সমুজ্জ্বল শুকতারা জ্বলে' ওঠে মাঠের মাথায়।
পথ হয়ে আসে শেষ ; ধান্যক্ষেত্র পড়িয়া পশ্চাতে ;
হেমন্তের সিক্ত বায়ু লাগে রিক্ত দেহের সীমাতে ;
— একটানা দীর্ঘ যাত্রা, ভাবিবার নাহি আজ কেহ,
ঐটুকু হাসি শুধু প্রান্তরের পথের পাথেয় ॥

সরোবরে সন্ধ্যা

শরাস্তৃত সরোবর ; তীরে তীরে তারি তালীবনশ্রেণী।
শ্যামলসরসীশিরে পদ্মবিভূষণা শৈবালের বেণী।
ধীরে নামে সন্ধ্যাসতী ধূসর অঞ্চল অম্বরে লুটায়ে ;
ঝিল্লির মঞ্জীর-মালা ঝিমি-ঝিমি-ঝিমি বাজে পায়ে পায়ে।

জনশূন্য দু'টি তীর—ধীবরসন্তান গেছে ঘরে ফিরে',
ডোঙাগুলি কূলে বাঁধা—শিহরিয়া কাঁপে সন্ধ্যার সমীরে ;
গোধন গুছায়ে লয়ে নিভ-নিভ হ'তে গোধূলি-আলোক,
ফেলিয়া কলার ভেলা, ঘরে ফিরে' গেছে রাখালবালক।

নিভৃত কুলায়ে দিল মরালের দল শেষ-পাখাঝাড়া,
নিঃসঙ্গ মরাল-শিশু চীৎকারিছে দূরে হয়ে দলছাড়া ;
ধূসর আকাশপটে তরঙ্গিয়া দিয়া ভ্রূ-বঙ্কিম রেখা—
অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে বাদুড়ের শ্রেণী উর্দ্ধে দিল দেখা।

সিক্ত শৈবালের গন্ধে পূর্ণ হয়ে ওঠে সন্ধ্যার বাতাস ;
হিমাচ্ছন্ন শস্যক্ষেত্র তারি সাথে ফেলে দিনান্ত নিঃশ্বাস।
জলে স্থলে নভস্তলে মোহিনী সন্ধ্যার নির্ব্বাক মন্তরে—
অশরীরী কল্পযন্ত্রে শান্তিরসধারা ঝর-ঝর ঝরে ॥

হৈমন্তী

পল্লীর বধূ চলিয়াছে পথে, পল্লীতে তারে চেনে না কেহ,
সারা পল্লীর ঘরেরই বধূ সে, প্রতি ঘর যার আপন গেহ ;
কুহেলি-কুণ্ঠ অবগুণ্ঠনে মুখচন্দ্রমা অভ্রে ঢাকা,
আত্মজনের পরিচয়টুকু দিয়া যায় তবু আভাসে আঁকা ;
সবাই ভাবিছে চিনিলাম বুঝি—তবু ঠিক যেন যায় না চেনা,
সহসা কিসের আড়াল পড়ে যে, তাই ত, নয় ত, হয় ত সে না।
ঝিমি-ঝিমি-ঝিমি ঝুমুর-ঝুমুর—ঝিঁঝি-সুরে দূরে নূপুর বাজে,
খর্জ্জুরে-ঘেরা দীর্ঘিকাতীরে বল্লরীবেড়া বনের মাঝে ;
প্রতিগৃহপাশে প্রাঙ্গণে ঘাসে পায়ে-পায়ে হাসে শিশির-স্নেহ—
পল্লীরই বধূ চলিয়াছে পথে, পল্লীতে তবু চেনে না কেহ।

দোপাটি কুসুমে খোঁপাটি সাজানো, দলমল করে কণ্ঠে গাঁদা,
চরণ পরশি' ভুঁইচাঁপা ভাবে—সার্থক মোর ভুঁয়ের বাধা ;
পুলকাঞ্চিত শালীমঞ্জরী পীতপাণ্ডুর কর্ণভূষা—
কালো কেশতলে মুখমণ্ডলে ফুটাইয়া তোলে স্বর্ণ-উষা ;
হরিদ্রা ভাবে দরিদ্রা আমি, কোথা পাব ঐ কান্তিসার,
ও যে লাবণ্য ভুবমধন্য—ক্ষমা কর দেবি, ভ্রান্তি তার ;
অমল-সরসী-নয়নের তটে তারকাসফরী শিখিছে খেলা,
বক্ষ ভরিয়া চক্রবাকের বক্রপাটল মিথুন-মেলা ;
অখিল শোভার লাবণ্যসার কোন্ বধূ চলে পল্লী-বাটে,—
উথলিয়া উঠে রূপতরঙ্গ আলো-ঝলমল' উদার মাঠে।

এ নহে গৌরী উগ্র তাপসী রুদ্ররূপসী বৈশাখী,
শ্যামঘনশোভা আষাঢ়-কান্তি এ নহে শ্যামা—মাভৈঃ ডাকি';
তুষারশুভ্রা হংসবাহিনী এ ত নহে বাণী বসন্তের,
কমলবাসিনী নহে এ কমলা চরণশায়িনী অনন্তের;
কল্যাণময়ী মূর্ত্তি যে ওই—জগদ্ধাত্রী অন্নদার—
ধরারে সাজায় বসুন্ধরা যে—বহি' নিজ করে অন্নভার;
বক্ষ-কলসে খর্জ্জুর-রস পুণ্য পানীয় তুলনাহারা,
অন্নপূর্ণা জননীর মত' কার এত রূপ হিমানী ছাড়া?
পল্লীরই বধূ পল্লীদুহিতা পল্লীরই পুরলক্ষ্মী মা—
কবি একান্তে পেরেছে জানতে হেরি' সে মূর্ত্তি দক্ষিণা॥

মধুমাসে

লোহিত আখরে বিধাতা যেদিন লিখিলা পলাশ গাছে—
ভুবনে আজিকে ভুবন-ভুলান' বসন্ত আসিয়াছে,
সহকারশাখে ষট্‌পদদলে পড়ি' গেল মহা সাড়া,
সজিনা-ফুলের মৃদুসৌরভে মাতায়ে তুলিল পাড়া,
দক্ষিণাগত দেহহীন দূত ঘরে-ঘরে বাতায়নে—
এসেছে সে আজ, এসেছে সে আজ, জানাইল জনে জনে।

অম্ল-সুরভি আম্রমুকুলে কণ্ঠটি লয়ে মাজি',
কুহু-কুহু করি' কোকিল—সে আজি করিতেছে কারসাজি;
অঙ্গটি ঢাকা কুঞ্জবিতানে, রঙ্গটি শুধু জাগে—
মনসিজসম মনের দুয়ারে বেদনার বলি মাগে;
প্রজাপতি শুধু হাল্কা হাওয়ায় রঙিন পাখাটি মেলি'
খুঁজিয়া বেড়ায়—কোথায় ফুটিল প্রাণের চামেলী বেলী।

পিয়ালফুলের পরাগে পাটল পল্লীর বনবাটে
তরুণীর দল থমকি' দাঁড়াল, চলিতে দীঘির ঘাটে।
বনদেবতার মধু-উৎসব-কুঙ্কুম ভাবি' মনে,
কেহ সেই রেণু কুড়ায়ে সীঁথায় পরি' লয় সযতনে ;
কেহ বা উর্দ্ধে মুগ্ধ নয়ন মেলিতে তরুর পানে,
আয়ত নেত্রে কেশর ঝরিয়া অযথা অশ্রু আনে।

কে ঐ যুবতী কুরুবকশাখে আকুল আঁখিটি রাখি',
কোন্ ফুল কেশে মানাইবে ভালো—মনে-মনে লয় আঁকি'।
উতলা হাওয়ায় রহেনাক গায় উদ্দাম অঞ্চল,
সামালিতে তা'য় মন উড়ে' যায় মধুমদচঞ্চল;
ফিরাইতে তারে ফিরে সে আগারে—তবু যে সে বারে-বারে
গুরু যৌবন করে সে বারণ চরণ বেড়িয়া তারে।

বকুলের তলে বসিয়া বিরলে কে-বা সে গাঁথিছে মালা ?
পথিকাঙ্গনা হবে কোনজনা আনতবদনা বালা।
একবেণীধরা পাণ্ডু-অধরা, বিরলভূষণ দেহে—
উদাস বাতাস—সে কি আশ্বাস তারেও দিয়াছে স্নেহে।
হেন মধুমাস, বঁধু পরবাস—আসিবে না সে কি ভুলে' ?
ধরিয়া রাখিবে গন্ধটি সে যে শুকান' বকুলফুলে।

ফাগুন জেগেছে আজিকে ভুবনে—আকাশে বাতাসে বনে—
আগুন লেগেছে অশোকে, আবীর-রাঙায়েছে রঙ্গনে।
পথে প্রাঙ্গণে গৃহে উপবনে ফুটেছে ফুলের হাসি,
মধু-মলয়ায় পাখীর গলায় উছলে অমিয়ারাশি ;
রসালের বাহু বেড়িয়া উঠেছে পুষ্পিত শ্যাম-লতা,
শতবার করি' মধুপ জানায় মাধবীরে মনোব্যথা

নিখিল ভরিয়া নরনারীমনে ফুটেছে প্রেমের ফুল—
হিয়া টলমল, আঁখি চঞ্চল, অধর তিয়াসাকুল।
হৃদয়ে হৃদয় জড়াইতে চায়, বাহু মাগে বাহুপাশ,
প্রাণ লাগি' প্রাণ করে আনচান—পরিতে, পরাতে ফাঁস ;
একই কথা আজি করিছে প্রকাশ আকাশে বাতাসে মিশে'—
বিটপী-লতায় ঘরে-জানালায় দেশে-দেশে দিশে-দিশে।

ভুবন ভরিয়া এই আকুলতা—এ কি সুখ কিবা দুখ।
মধুমদিরায় একি মত্ততা—রিমঝিম করে বুক ;
রসের আবেশে পাগল বিভোল হিয়ামাঝে রিনি-ঝিনি—
সে কি সেই'মূক পরানপ্রিয়ার চরণের শিঞ্জিনী।
এই উৎসব, এই কলরব—এই যে চঞ্চলতা—
ধরণীরাণীর গোপন বারতা—তারই কি মনের কথা॥

জ্যোৎস্না-লক্ষ্মী

তুমি   লুকিয়ে বেড়াও যে মুখখানি,—দেখেছি কাল রাতে—
আমার পদ্মাচরের ভাঙা ঘরের শূন্য আঙিনাতে।
সে যে   কত রাতের বিফল জাগা সফল করে' দিয়ে
শেষে   কালকে আমার চোখের ফাঁদে পড়ল ধরা প্রিয়ে।

তখন   নিঝুম রাতি, সুপ্ত সবাই রুদ্ধ-দুয়ার ঘরে,
ভিজে   শেওলা-নীড়ে ঘুমায় মরাল, চখা ঘুমায় চরে ;
কেবল   বুনো ঝাউয়ের বনে বেড়ায় ব্যস্ত-ব্যাকুল বায়,
আর   আমি ছিলাম জেগে আমার ঘরের জানালায়।

তুমি শিশির-ভেজা কাশের বনে এলিয়ে দিয়ে আঁচল,
সিত জ্যোৎস্নামাখা হাঁসের পাখায় মেলিয়ে দিয়ে কাঁচল—
সাদা ঝিনুক-পাতা বালির তটে ঘুমিয়ে ছিলে রাণী—
আমার মুগ্ধ নয়ন হেরেছিল সুপ্ত সে রূপখানি।
তোমার এতকালের গোপন শোভা পড়ল ধরা যাতে,
কাল রাত দু'পরে পদ্মাচরে শরৎ-পূর্ণিমাতে।

আমি বলব—আরো চিহ্ন কি কি তোমার গায়ে আছে?
আমি বলতে পারি, ভাবছি কেবল রাগ কর বা পাছে।
তোমার গত রাতের যত কথা প্রকাশ করে' দিয়ে
পাছে বঞ্চিত হই চির-জনম প্রসাদ হ'তে প্রিয়ে।
তবু এটুক আমি বলব, তুমি রাগ ক'রো না তাতে—
তোমার লুকিয়ে-রাখা মুখখানিকে দেখেছি কাল রাতে॥

শ্রাবণে

ভরা দুপুরেতে আজ রজনী—
শ্রাবণ মেঘের গুণে ;
সে যে দিবালোক দিল নিভায়ে
কাজল বসন বুনে' ;
শালের শ্যামল ছায়ায়,
শীতল বাদল হাওয়ায়—
দিবস আজিকে ঘুমায়
মেঘের মৃদং শুনে' ;
আজ দুপুর হ'তেই রজনী
শ্রাবণ মেঘের গুণে।

সারা আকাশ যুড়িয়া আজিকে
মেঘেদের ডাকাডাকি,
ভয়ে কুলায় লইছে ত্বরিতে
ব্যাকুল বনের পাখী !
আমি যাব কোন্ কুলায়ে,
কে দিবে আমারে ভুলায়ে—
কোমল পরশ বুলায়ে,
করুণ বক্ষে ঢাকি' ;—
হের কুলায়ে পশিছে ত্বরিতে
ব্যাকুল বনের পাখী !

বহে ঝিরি-ঝিরি শীত সমীর—
ঐ জিরি-জিরি বেত-বনে ;
সেথা ফণা বিথারিয়া সাপেরা
সেই মর্ম্মরধ্বনি শোনে ;
শিখীরা বসিয়া শাখায়,
মেলি' দিয়া নীল পাখায়—
ইন্দ্রের ধনু আঁকায়
হরষ-সরস মনে ;
বয় সজল বাদল হাওয়া
শ্যামল বেতসবনে ।

হের নদীতীরে শরবনে
জাগে মরমর ধ্বনি,
দেখ নদীতীরে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে
ফুঁসিয়া উঠিছে ফণী ;

ফুটেছে কুটজ কেতকী,
কদম্ব আরো কত কি,
তৃষার্ত্ত প্রাণ-চাতকী—
বাঁচাও তাহারে ধনি ;
মোর চিত্তগুহায় আজিকে
জেগেছে মত্ত ফণী।

আজি এমন বাদরে, প্রেয়সি,
আমি যে তোমারে চাই—
হেথা আজি মোর মনোবনে
উতলা বহিছে বায়!
ভেঙে-চুরে' সব আগল
জাগিয়াছে আজ পাগল ;
এমন সজল বাদল
বিফলে যাবে কি, হায়!—
আজি এমন শ্রাবণে, প্রেয়সি,
আমি যে তোমারে চাই।

বড় দুরন্ত হ'ল হাওয়া—
তুরন্ত এস প্রিয়ে,
এই আঁধিরা শ্রাবণে আজি
তোমার আলোটি নিয়ে ;
আজি উতলা যেমন হাওয়া,
যদি নাই হয় গান গাওয়া,
তবু সব কথা হবে কওয়া
ঐ মেঘের কণ্ঠ দিয়ে—
আজি এ ভরা বাদলে তুমি
এস এস ওগো প্রিয়ে॥

খেয়া-ডিঙি

পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘাটের ডিঙা বাই—
তবু আমার হাটের সাথে কোনও বাঁধন নাই ;
শিরা-ওঠা ফাটা হাতে হালের গোড়া ধরি'
আমি শুধু আপন মনে এপার-ওপার করি।

তোমরা ভাবো—ক্ষেত আর ফসল, বৃষ্টি বাদল বান,
ডুবল কত বাঁচল কত ভুরা ভাদুই ধান,
আমার কিন্তু সে সব দিকে খেয়াল-খবর নাই—
আমি আমার নিয়ম মতন ঘাটের ডিঙা বাই।

ভাদর আসে মরা গাঙে ভরা বন্যা নিয়ে—
রাঙা জলে এপার ওপার একসা করে' দিয়ে ;
লগির গোড়া পায় না তলা, মিলে না আর থই,
দিনে-রাতে তবু আমার কাজের ছুটি কই ?

হঠাৎ যেদিন বানের জলে ছাপিয়ে ওঠে মাঠ,
হাঁটু-নাগাল ধানের জমি, গলা-নাগাল পাট,
কানাকানি বানের জলে ধানের আগা দোলে,
টলমলিয়ে ডিঙা আমার চলে তারি কোলে।

কোথায় বা সে আলের রেখা, কোথায় বা সে বাঁধ,
বাবলা গাছের বেড়া নিয়ে কোথায় বা বিবাদ !
বাঁধন-হারা বানের মুখে বিধি-বিধান নাই—
সীমাবিহীন সাঁতার ক্ষেতে ঘাটের ডিঙা বাই।

কোমর-জলে দাঁড়িয়ে কসে' কাস্তে চালায় চাষী,
ধানের শীষের সোঁদা গন্ধ হাওয়ায় বেড়ায় ভাসি' ;
কাজল-কটা ধানের ডগা নুইয়ে জলের তলে
মসমসিয়ে তারি মাঝে ডিঙা আমার চলে।

আটিবাঁধা ধানের রাশি এপার-ওপার করি,
পালাবাঁধা পাটের গাদা বোঝাই করে' মরি ;
দিনে-রাতে কত লোকের কত কথাই শুনি—
আমি বসে' আপন মনে খেয়ার হিসাব গুনি।

জলের গায়ে সিঁদুর ঢেলে সূয্যি উঠে পূবে,
দিনের খেয়া সেরে আবার পশ্চিমেতে ডুবে ;
বারো মাসে একটি দিনও ছুটি-কামাই নাই,
তারি সাথে আমি আমার ঘাটের ডিঙা বাই ॥

ঐ যে গাঁ-টি

ঐ যে গাঁ-টি যাচ্ছে দেখা 'আইরি'-ক্ষেতের আড়ে—
প্রান্তটি যার আঁধার-করা সবুজ কেয়াঝাড়ে,
পূবের দিকে আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা,
জটলা করে যাহার তলে রাখাল-বালকেরা—
ঐটি আমার গ্রাম—আমার স্বর্গপুরী,
ঐখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি।

বাঁশবাগানের পাশটি দিয়ে পাড়ার পথটি বাঁকা,
পথের ধারে গলাগলি সজনে গাছের শাখা,
গোরুর গাড়ির চাকায় পথে শুকায়নাক কাদা,
কোথাও বা তার বেড়ার পাশে আবর্জ্জনার গাদা ;—
তবু আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
বিশ্বশোভা ঐখানেতে গেছে চুরি।

যত দেশের যত পাখী ঐ গাঁয়ে কি আছে।
ঝোপে-ঝাড়ে বেড়ায় উড়ে' বাসার কাছে কাছে ;
পথের পাশে গাছের ডগা নুইয়ে পড়ে গায়ে,
চলতে গেলেই শুকনো পাতা মাড়াই পায়ে-পায়ে ;—
বনে-ভরা এম্‌নি আমার স্বর্গপুরী,
তবু আমার চিত্ত সেথায় গেছে চুরি।

পদ্মদীঘি কোথায় পাব—পদ্ম নাইক মোটে,
চৈৎ-বোশেখে শুকিয়ে ওঠে, জলটুকু না জোটে।
পানায়-মরা ডোবায় ভরা, সিদ্ধি-গাছে ছাওয়া,
ভাঁট-পিঠিলির জঙ্গলেতে হাঁপিয়ে বেড়ায় হাওয়া—
এম্‌নি আমার স্বর্গছাড়া স্বর্গপুরী,
স্বর্গশোভা তবু সেথায় গেছে চুরি।

পাঠশালাটিও নাইক গাঁয়ে—নাই কোনো ডাকঘর,
কোথায় বদ্দি, যদিও কম্‌তি নয়ক বড় জ্বর ;
রাজার প্রাসাদ নাইক সেথা, ধনীর দেবালয়,
সজ্জাহীনের লজ্জা নাইক, দারিদ্র্যে নাই ভয় ;—
সৃষ্টিছাড়া এম্‌নি আমার স্বর্গপুরী,
সকল অভাব তবু সেথায় গেছে চুরি।

• •

তবু ওঠে কুমোর-পাড়ায় কদমতলার ধারে
সঙ্কীর্ত্তনের মধুর-গীতি সান্ধ্য অন্ধকারে ;
সবাই যেন স্বাধীন সুখী, বাধা-বাঁধন-হারা—
আবাদ করে, বিবাদ করে, সুবাদ করে তারা ;
এম্‌নি আমার সাদাসিধে স্বর্গপুরী,
তাইত আমার মনটি সেথায় গেছে চুরি।

শোভা বল', স্বাস্থ্য বল',—আছে বা না আছে,
বুকটি তবু নেচে ওঠে এলে গাঁয়ের কাছে ;
ঐখানেতে সকল শান্তি, আমার সকল সুখ—
বাপের স্নেহ, মায়ের আদর, ভায়ের হাসিমুখ ;—
তাইত আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
যেথায় আমার হৃদয়খানি গেছে চুরি ॥

আটাশ-বাড়ি

আটাশখানি বাড়ি নিয়ে ছোট্ট পল্লীখানি ;
উত্তরে তার কাঁচা সরাণ, দক্ষিণে তুফানী
নামে একটি নদী—
শিয়র দিয়ে কুলকুলিয়ে বইছে নিরবধি।

বদ্দিপাড়া ছাড়ি'
গোয়ালপাড়ার ধারেই আমার বাড়ি ;
পাশেই তারি
খেয়াঘাটের পাকুড়গাছের তলে,
ভোর থেকে আজ ভৈঁরো আলাপ চলে
শানাই-বাঁশীর উদাস-করুণ সুরে।
গোয়ালবাড়ির নন্দরাণী যাচ্ছে কোথায় দূরে—
বিয়ের পরে শ্বশুর-বাড়ি তার ;
ঘর থেকে তাই নদীর ঘাটের ধার
আত্ম-জনের চলছে আনাগোনা—
নানানতর হাঁকে-ডাকে কোনো কথাই যায় না কারো শোনা
যাত্রা-আয়োজন।
এমনিতর ব্যস্ত সযতন।

দই-এর হাঁড়ি, রসকরা ও চিঁড়ে—
মেয়ে-জামাই পথে খাবে—শেষকালে তাও উঠল নায়ে ধীরে।
—ঝুমুর-ঝুমুর—উলু-উলু—সঙ্গে সঙ্গে কান্না উঠল কূলে ;—
নৌকো দিল খুলে'।

নন্দরাণী কেউ না আমার, গোয়ালবাড়ির মেয়ে—
ছোটই হবে আমার 'মিলু'র চেয়ে।
নামটা জানি, চোখেও চিনি তারে ;
ফুল কুড়োতে আসত পথের ধারে।

—চলল সে-ই আজ প্রথম শ্বশুর-বাড়ি—
দশ বছরের বাপের বাঁধন, মায়ের মায়া ছাড়ি'।
দূর থেকে তার নৌকো দেখা যায়,
আমার জানালায়।
দাঁড়ের বাড়ি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে' নিচ্ছে যেন তারে
কূল হ'তে কোন্ অকূল পারাবারে।

যতই বয়েস, যে জাতই সে হোক—
সে ছিল এই পল্লী-মায়ের একটি পূর্ণ পরিবারের লোক।
আটাশ-বাড়ির মন্দিরে তাই কোথায় যেন চিড় খেল আজ প্রাতে
ওই মেয়েটির বিদায়-বেদনাতে॥

আইবুড়ো কালো মেয়ে

সন্ধ্যা-আকাশে নীরবে তখন আঁধার আসিছে ছেয়ে ;—
দাওয়ার উপরে ছায়ার মতন বসে' আছে কালো মেয়ে।
বিরলবসতি ছোট গৃহখানি, গোটা দুই কোঠা-ঘর ;
অদূরে তাহারি বহিছে 'তুফানী', সম্মুখে বালুচর।

পল্লীর গৃহ—শান্ত রজনী, সাঙ্গ যা-কিছু কাজ,
'ডাকিল জননী—উঠে' আয় ননী, চুল বাঁধবিনে আজ ?
চোরের মতন মেয়ে উঠে' এসে বসিল মায়ের ডাকে ,—
কথা যাহা কিছু—চিরুণী ও কেশে, দোঁহে চুপ করে' থাকে ।

বেড়ে ওঠে রাত—দ্বিতীয় প্রহর ; চৌকিদারের সাড়া ;
গরীবের বাড়ি— বিধবার ঘর—দিয়ে যায় কড়া-নাড়া ;
শেয়ালের ডাক মিলাইয়া আসে ঝাউ-ডাঙা বালুচরে,
ছুইটি শয্যা পড়ে পাশাপাশি নিশীথ-নীরব ঘরে ।

জানালার পাশে শন্ শন্ করি' সাড়া দেয় শালবনী,
মা শুধায় শেষে—যেন সে গুমরি'—ঘুম এলনাক ননী ?
উত্তর-আশে চাপা নিঃশ্বাসে কণ্ঠ যে আসে ছেয়ে—
চেয়ে রহে তাই অন্ধ আকাশে—আইবুড়ো কালো মেয়ে ।

থম থম করে গভীর রাত্রি প্রদীপ-নেবানো ঘরে,
আঁধার-পথের যুগল-যাত্রী তুফানীর বালুচরে ।
একের যাত্রা শেষ হয়ে আসে, অন্যের যবে সুরু ;
কালের কপালে কোন্ পরিহাসে কাঁপে ছুটি কালো ভুরু ।

একে কালো মেয়ে, দরিদ্র তায়, বয়স—সে বিশ-পার ;
জগতের চোখে কে-বা তারে চায় ?   নিরুপায় চারিধার ।
তবু এ রজনী শেষ হয়ে যাবে—যতই ফাটুক বুক ।
কাল প্রাতে কোথা নিস্তার পাবে ? দেখাতে হবে না মুখ ?

জেলের ছেলে

আমি শুনেছি সে কোন্ দেশে অজানা মাঠের শেষে
অচেনা নদীটি মেশে সাগরজলে ;
সেথা অনামা গিরির ছায় কাননের কিনারায়
বাস করে নিরালায় জেলের দলে।
তারা মাছ বেচে হাটে-হাটে খেয়া দেয় ঘাটে-ঘাটে
খেলা করে খোলা-মাঠে—গাঙের চরে,
সুখে হাসিয়া কাটায় কাল, নাই বড় গোলমাল,
ভাবনার জঞ্জাল ভয় না করে!
তারা মিলে'-মিশে' থাকে সুখে কথা কয় চোখে-মুখে,
রাগ হ'লে তাল ঠুকে' লড়ায়ে মাতে,
তবু কোনদিন কারো কাছে বিচার কভু না যাচে—
নিজের বিচার আছে নিজেরি হাতে।
তারা সভ্যতা-শিক্ষার নাহি জানে ধিক্কার,
ভিক্ষার নাহি ধার ধারে কোনদিন,
শুধু চাষ করে, জাল বোনে, খায়-দায় আন্‌মনে,
সাগরের গান শোনে স্বভাব-স্বাধীন।

সেথা ভীমু নামে ভারি জেলে, মোড়ল সে বহুকেলে—
তাহারি লায়েক ছেলে মেঘরাজ নাম,
ভারি যোয়ান পাথর-কাটা কস্‌কসে' কালো গা-টা,
নিটোল বুকের পাটা সুডোল সুঠাম।
ঝাড়া দীঘল সে পাঁচ হাত, নাই কোনো দৃক্‌পাত,
ডিঙা ঠেলে দিনরাত গাঙের জলে,
বড় 'মক্কুম' মার তার, লক্ষ্যের কি বাহার,
'টেঁঠা'য় হানে শিকার গহন-তলে।

সে যে শক্তির ভাণ্ডারী সাহসের গাণ্ডার-ই
তুফানের কাণ্ডারী—যোড়া নেই তার,
ভারি সাঁতারের সর্‌দার, পাথারে 'খবরদার',
নৌকাই ঘর-দ্বার—এম্‌নি ব্যাপার।
কত রাত-ভিত ঝড়-জল, কিছুতে না চঞ্চল—
ডিঙাখানা টলমল চলেছে বেয়ে,
বড় একগুঁয়ে একরোখ, ভয় করে সব লোক,
বুড়ো যুবা যেই হোক—ছেলে কি মেয়ে।

ঘরে বাপ তার একলাটি আগলায় ঘর-ঘাঁটি,
জেলেনীর শোকে মাটি বুড়ো হাড় তার,
এবে নাই সেই হাঁক-ডাক গেছে সব জোর-জাঁক,
যায়-যাক্‌ থাকে-থাক্‌—এমনি 'ব্যাভার'।
শুধু মেঘাই এখন তার মমতার কারবার—
অন্ধের লাঠি সার—নারে ছাড়িতে,
তবু সেও থাকেনাক কাছে ব্যস্ত সদাই 'বাঁ'চে',
নিজের কেহ না আছে নিজ বাড়িতে।
তারি বিয়ে-থাওয়া দিয়ে-থুয়ে এখন কেবল ভূঁয়ে
চোখটি বুঁজিবে শুয়ে, এই শুধু সাধ,
তবু ছেলের সেদিকে, হায়, কোনই খেয়াল নাই—
বুড়ার ভাবিয়া তাই ঘনায় বিষাদ।
শেষে একদিন ভেবে মনে বুড়া তারে প্রাণপণে
সাবধানে সযতনে বসায়ে পাশে,
তার মাথায় বুলায়ে হাত অশ্রু করিয়া পাত
ভিজায়ে কঠিন ধাত, বাঁধিল কাঁসে।

সেও রাজী হয়ে ঠিকঠাক, মেয়ে নাই ঠিক থাক্,
সমুখে যে বৈশাখ, তাহারি মাঝে,
ঠিক বৌ এনে দিব পায়— কড়ার করিয়া তাই
মৃদু হাসি' পুনরায় চলিল কাজে।
পথে যেতে-যেতে ভাবে মনে— কথা দিনু গুরুজনে
কিন্তু কোথায় কনে'—তার নাই ঠিক।
কত 'ঘোষপাড়া' 'বোলঝাড়' মনে মনে তোলপাড়,
সহসা ফিরায় ঘাড় ওপারের দিক ;
হোথা বাবলা-বনের পাশে যে মেয়েটি যায় আসে,
দেখা হ'লে মৃদু হাসে, পালায় ছুটে',
খাসা সেই মেয়ে বিবাহের। তবু মনে ওপারের
চিরকেলে কলহের ছবিটি ফুটে।
তবে একবার যোগে-যাগে একা-দোকা পেলে তাকে,
নায়ে তুলে' আগে-ভাগে, তার পরে আর
দেখি কেবা সে মরদ আছে এগোয় আমার কাছে।
শুধু ভয় হয়—পাছে মন ভাঙে তার।

ভেবে চলে সে—ঢেউয়ের ঘায় ডিঙা যেথা আছড়ায়
বাঁধা থেকে কিনারায়, না পেয়ে সোয়ার—
যেথা কানায়-কানায় জল করিতেছে টলমল,
নিয়ে তার দলবল চলেছে জোয়ার।
এক 'লহমা'য় রসি খুলি' লগিখানা লয় তুলি',
পলকে বাঁধন ভুলি' ডিঙাটি ছোটে—
কত শন্‌শন্ তর্‌তর্ চলে তরী সত্বর—
তীরতরু থর্‌থর্ বেগের চোটে।

কোথা শুশুক ভাসিয়া উঠে, তীরেতে শশক ছুটে,
কিনারায় কাশ ফুটে' করে ঝলমল,
কোথা ঝাপসা ঝাউয়ের ঝাড়ে বুনো হাঁস পাখা নাড়ে,
বালুকার ঢালু পাড়ে কাছিমের দল।
শেষে যেথা মোহানার বাঁক 'বোঠে' চেপে, করে' তাক্
মাথার ঘুরায়ে পাক—'খেপলা' ফেলে,
কত মাছ মিলে রাশ রাশ মুখে ফুটে' উঠে হাস—
জলের মানুষ-হাঁস জেলের ছেলে।

হোথা ওপারে গাঙের চরে ছোট্ট ঘটটি ভরে'
জল নিয়ে যায় ঘরে সেই বালিকা,
কভু কচি হাতে ফুল তুলে, কানে দুটি দুল দুলে,
মুখখানি টুলটুলে ফুলমালিকা ;
তার কালো চুলে পিঠ ঢাকা যেন সে ফিঙের পাখা—
প্রতিমার কেশ আঁকা যেন তুলিতে,
তার ভুরু দুটি টানা-টানা যেন রামধনুখানা,
মুখখানি চাঁদপানা—নারে ভুলিতে।
তার ভাসা-ভাসা চোখদুটি যেন নীল ফুল ফুটি'
মাঝেতে ভ্রমর যুটি' তারা করে তার,
তার গড়নটি গোল-গোল চলনে কি আন্দোল।
দুটি গালে খায় 'টোল' হাসিলে আবার।
কভু কখনো পাইলে একা যুবক করে সে দেখা
দুজনেরি ভারি ঠেকা—কেবা কি বলে,
কভু ছোট দুয়েকটি কথা কভু খালি নীরবতা—
দুজনারি মনে ব্যথা ফিরিতে হ'লে।

ক্রমে এই মত দিন যাক্ ; আসে কড়ারের ডাক—
শেষে কাল-বৈশাখ এসে তাও যায় ;
সেই ডিঙাটি ভাসায়ে নীরে 'মেঘ' চাহে দূর তীরে—
পরানের ধনটিরে কেমনে বা পায় ।
দূরে সেদিন আকাশ 'পরে ঘন মেঘ বায়ুভরে
জমে' ওঠে থরে-থরে ধরারে ঢাকি',
কাছে ঝড়ের আভাস দেখে, হেথা-হোথা এঁকে-বেঁকে
উড়ে' চলে ডেকে-ডেকে জলের পাখী ।
শেষে ওপারের কোল ভিড়ে' তরী বেয়ে ধীরে-ধীরে
যুবক খুঁজিয়া ফিরে সেই দুটি চোখ—
কাছে সহসা ঘাটের পাড়ে লুকায়ে শরের ঝাড়ে
কে যেন দেখায় তারে আশার আলোক !
ত্বরা অমনি নিকটে আসি' ডিঙা রেখে পাশাপাশি
যুবক জানাল হাসি' মিনতি পায়ে ;
লাজে দো-মনা বালিকা ধীরে চাহিতে পিছন ফিরে',
চকিতে বাহুতে ঘিরে' তুলিল নায়ে !

দূরে কে দেখিল, নাহি জানি, খবর কে দিল আনি'—
গ্রামময় কানাকানি—ভারি রৈ রৈ ।
সবে জুড়িয়া গাঙের ধার ছেলে-বুড়া দেয় সার,
মেয়েদের হাহাকার—মহা হৈ চৈ ।
যত যুবারা যুটিয়া তীরে দেখে তরী ছুটে নীরে
পাথারের বুক চিরে' তীরের মতন ;
কোথা পারাপার নাহি জানে এ যে পারাবার পানে
প্রবল ভাঁটার টানে ছুটে বন্‌বন্ !

তবু   ভাবনার লেশ নাই   খাড়া হ'য়ে এক ঠাঁই
মেঘা শুধু সামলায় হালটি তাহার ;—
পাশে   আড়-চোখে চেয়ে চেয়ে   কেবা যায় দাঁড় বেয়ে—
ঐটুকু ছোট মেয়ে, কি সাহস তার !
ক্রমে   দেখিতে-দেখিতে বেগে   তুফান উঠিল জেগে
ঝড়ের দাপটে রেগে গরজিল জল,
ক্রমে   আঁধারিয়া দশদিশি   তীরে-নীরে যায় মিশি,
দিবসে ঘনায় নিশি—তামসী তরল !

কারো   নয়ন চলে না আর   ঝম্‌ঝম্ বারিধার
ঘিরে' আসে চারিধার, কড়কড়ে বাজ !
যত   গ্রামবাসী দলে দলে   যে যাহার ঘরে চলে—
যেতে যেতে পথে বলে কত কথা আজ !
শুধু   বালিকার বড় ভাই,   —পিতা তার বেঁচে নাই—
ভগিনীর ভাবনায় পরান আকুল,
আজ   অজানা স্নেহের টান   ভুলাইল সব মান ;
ডাকে শুধু—ভগবান, দাও আজি কূল !
ছুটি   মানবের প্রাণপণ   স্বাধীন বুকের ধন—
স্বভাবের সবেদন মিলন-ছবি,
আজি   ভুলায়েছে সব রোষ   শত্রুর শত দোষ
অসূয়া অসন্তোষ—পলকে সবই !
আজ   যে প্রেম আপন বলে   সব ছাড়ি' এক পলে
মরণের মুখে চলে ভুলি' ভয়-লাজ,
মাথা   নোয়ায় না তার কাছে—   কে হেন পাষাণ আছে ?
ত্রিভুবন তার পাছে—সে যে রাজরাজ !

তাই করাঘাত করি' শিরে ছুটে' যায় তীরে-তীরে,
চীৎকারি' ফিরে-ফিরে'—ওরে আয়, আয়!
দূরে প্রেম—সে প্রাণের সাথে ভেসে চলে অজানাতে—
ধ্বনি ফিরে কিনারাতে—কোথায়, কোথায়?

জেলের মেয়ে

ভুট্টো ক্ষেতের পাশে মোদের ছোট্ট কুটীরখানি,
শিয়র দিয়ে যাচ্ছে ব'য়ে ময়না গাঙের পানি—
একেবারে আমাদের ঐ মাদার গাছের তলে ;
গাছের ছায়া আধেক ডাঙায়, আধেক পড়ে জলে।

বাবা আমার মস্ত জেলে ময়না গাঙের তীরে—
সাঁঝে বেরোয় নৌকো নিয়ে, পোঁহাত হ'লে ফিরে।
পাড়ায় যত জেলে আছে, সকল জেলের চেয়ে
বাবা আমার ভারি লায়েক—'পঞ্চনায়ের' নেয়ে।

গোলাভরা ধানের রাশি, পালাভরা খড়—
আসুক নাক কি করবে সে কাল-বোশেখের ঝড়।
দুটো কৃষাণ চরায় মাঠে দশটা বলদ গাই ;
খাওয়া পরার জন্যে মোদের ভাবনা কিছু নাই।

তবু আমার বুকের মাঝে কেমন করে যেন—
বুঝতে নারি, বলতে নারি—এমন করে কেন।
ইচ্ছা করে, দৈবে আমি হ'তাম যদি ছেলে,
কবে কোথায় যেতাম চলে' ঘরের খেলা ফেলে।

দিনের বেলায় বসি যখন মাদার গাছের তলে,—
কত রকম লতাপাতা যায় যে ভেসে' জলে,
ভেসে' ভেসে' কোথায় যাবে ঠিকানা তার নাই—
ইচ্ছা করে ওদের সাথে কোথাও ভেসে যাই।

ব্যথার ব্যথী নাইক পাশে—নাইক সঙ্গী সাথ,
একা একা যায় কি থাকা সকাল থেকে রাত ?
ইচ্ছা করে চুপটি করে' কোথাও চলে যাই—
কত নদীর বাঁকে বাঁকে, কত নূতন ঠাঁই।

নিঝুম রাতে বাবার সাথে কত না বাই জাল,
বাবাকে দি বসিয়ে দাঁড়ে আমি ধরি হাল ;
ঝড়ের মাঝে সামাল সামাল নৌকো দিয়ে পাড়ি
ভোর না হ'তে আসব চলে' আবার ফিরে' বাড়ি।

কালো জলের কলকলানি, ফেনা সমুদ্দুরের,
জলের উপর লুকোচুরি মেঘের ও রোদ্দুরের ;
ভাদর মাসের ভরা গাঙে ভাসিয়া দিয়ে ভেলা
বসে' বসে' দেখি কেমন কালো জলের খেলা।

তা না হয়ে কোথায় হ'তে হ'লাম কি না মেয়ে—
বয়েস কাটে ঘরের মাঝে শুয়ে এবং খেয়ে,
কাপড় কেচে' বাসন মেজে' জালের দড়ি বুনে'
সারাটা দিন একলা বসে' প্রহর গুনে' গুনে'।

সুয্যি ডোবে, বাবা বেরোয় জালের পালা নিয়ে,
আঁধার ঘরে কপাট আঁটি একলা মায়ে ঝিয়ে ;
বাঁশের মাচায় কাঁথার উপর এলিয়ে দিয়ে গা—
চোখটি বোঁজার আগেই আমার ঘুমিয়ে পড়ে মা।

আঁধার ঘরের আঁধার তখন ঘনিয়ে আসে আরো,
ঝাঁ ঝাঁ করে রাতের আকাশ—সাড়াটি নাই কারো।
বুকের কাছে উঠে পড়ে ভরা গাঙের ঢেউ—
মায়ের কাছে শুয়ে ভাবি—নাইক আমার কেউ।

হা হা করে' হাওয়া ডাকে কপাট নাড়া দিয়ে,
আমায় বুঝি ডাকছে ভেবে' দুয়োর খুলি গিয়ে;
হি হি করে পালায় হাওয়া উড়িয়ে দিয়ে অলক—
সারারাতের ভিতরে আর পড়ে না মোর পলক।

দিনে রাতে বুকের মাঝে কেমন করে যেন—
বুঝতে নারি বলতে নারি—এমন করে কেন।
গাঙের চরে চেঁচিয়ে মরে রাতের যত পাখী—
আমার চোখে ঘুম আসে না—একলা জেগে থাকি॥

চাষার মেয়ে

ননদিনি, কদ্দিনই থাকে বা মানুষ শহরে?
ও সে, গিয়েছে সেই ভাদর মাসে,
এ যে, আবার ভাদর ফিরে' আসে—
দিদি, যারা ছিল পরবাসে, সবাই যে এল ঘরে;
ও তার হাতের ছাওয়া নতুন ঘরে
এখন দেবতা লাগলেই পানি পড়ে—
ও সে গোঁজা দেওয়া টিকছে না আর কাল-বছরের বাদরে—
তবু কেমন বেহুঁশ মানুষ, সে কি ফিরে' আসার নাম করে।

আমি বিকাল বেলা যাই না ঘাটে,
আমার খোঁপা বাঁধতে পরান ফাটে,
ও সে, কি দুখে যে দিবস কাটে, ক্যাম্‌নে জানবে অপরে!
যখন সাঁজের বেলা গোলার পাশে,
কালো ছায়া পড়ে দুব্ব-ঘাসে—
তখন ডুক্‌রে আমার কাঁদন আসে, শুধু কাঁদি না তোদের ডরে;
যদি দেখার হ'ত দেখতে পেতিস, কি আগুন জ্বলে অন্তরে।

ননদি, সে কেমন তোর ভাই,
আমি ভেবে কিছু ঠিক্‌না না পাই—
আমি আনচান করে' মরি সদাই, সে থাকে কেমন করে'?
ও সে কত লোকে কাঁদে হাসে,
দিদি, আমার কাঁদন বারোমাসে—
ও যার আপন মানুষ নাইক পাশে, সে কি আশে পরান ধরে?
দিদি, কি দিয়ে যে মন গড়া তার, জানি না কোন্‌ পাথরে॥

চন্দন দীঘি

জামরুল গাছে হেলিয়া আরামে
কাছে রাখি' ছিপগাছি—
জলের উপরে নয়ন রাখিয়া
সারাদিন বসে' আছি।
চন্দনদীঘি প্রসিদ্ধ গ্রামে;
বহুদূর হ'তে মৎস্যের নামে
বন্ধুরা আসি' বসি' ডানে বামে—
দূরে—কেহু কাছাকাছি।

স্নিগ্ধ-শীতল চন্দনদীঘি—
সকল দীঘির সেরা,
লক্ষ পাখীর আবাসকুঞ্জ
আম্রকাননে ঘেরা ;
দর্পণ জিনি' স্বচ্ছ সে বারি
বক্ষে ধরিয়া তীর-তরুসারি—
চঞ্চল জলে ছায়া ল'য়ে তারি
খেলা করে আলোকেরা।

রৌদ্রের তাপে বিবশ দিবস
বিলসিছে তরুতলে ;
একে-একে-একে প্রহর গুলিন
নেয়ে যায় যেন জলে।
খুলি' দিয়া বাস উদাসীন বায়ে,
স্তব্ধ দুপুর—সলিলের গায়ে
ছবিখানি দেখে গ্রীবাটি হেলায়ে—
বেলা ক্রমে বেড়ে' চলে।

হেথা কেহ ছিপ বাগায়ে ধরেছে—
যাতনায় কাঁপে প্রাণ ;
হোথা কেউ হেসে' ঘুরায় যন্ত্র,
সুতায় পড়েছে টান—
আমি বসে' বসে' শুধু দেখি চাহি',
কল্পনা ফিরে কত পথ বাহি'—
আমার এ জলে মাছ বুঝি নাহি,
মনে ভাবি কতখান্।

মাথার উপরে মৌমাছিদের
গুঞ্জন আসে কানে ;
থেকে থেকে দূরে ঘুঘুর আলাপ
কত কথা মনে আনে।
ঝরি ঝরি' পড়ে জামরুলরেণু,
বাঁশের কুহরে কোথা বাজে বেণু,
দূর কোণে ওই নামিতেছে ধেনু
তৃষাতুর, জলপানে।

মাছরাঙা ওই করম্‌চা-শাখে
তাক্‌ করি বসি' জলে ;
এক পায়ে ভর দিয়া হোথা বক
ঝিমাইছে তারি তলে ;
দূরে ঘনবনে কাঠঠোকরার
উদাস ধ্বনিটি কাঁদে বারবার,
এক-ই কথা যেন করে সে প্রচার—
জীবন অসার বলে।

বৈকালি হাওয়া জলে দেয় কাঁটা,
কূলে লাগে ভাঙা ঢেউ।
পতঙ্গ এক খেলা ভাবি' মনে—
সাথে তার খেলে সে-ও।
পল্লীবধূরা আসে দলে দলে—
কেহ তীরে উঠে কেহ নামে জলে,
চরণ আঁকিয়া সোপানের তলে
জল নিয়ে যায় কেউ।

‘কি হে, কি খবর তোমার ওখানে ?’
শুধায় কেহ বা হেসে’,
‘কিছুই হ’ল না বেচারীর আজ’—
কেউ বলে ভালবেসে’ ;
আমি বসে’ আছি মূর্ত্তির মত’—
ভাষাহীন কথা মনে জাগে কত।
তত আন্‌মনা বেলা পড়ে যত
ক্রমাগত দিনশেষে।

সন্ধ্যার ছায়া ধীরে নেমে আসে—
কালো হ’য়ে আসে জল,
তালীতরু বেয়ে উঠিছে আলোক
ধীরে ছাড়ি’ ধরাতল ,
চিক্কণ-ঘন নারিকেল-শিরে
স্বর্ণমুকুট পরাইয়া ধীরে
দিবা অবসান—রবি চলে ফিরে’
লভিতে অস্তাচল।

চকিতে ধরণী টানি’ দিল শিরে
গোধূলি-রঙিন বাস,
হালকা হাওয়ায় উঠিল ভাসিয়া
প্রদোষের রসাভাস ;
পঞ্চম সুরে পাগল পাপিয়া
আকাশটি যেন ফেলিবে ছাপিয়া।
সহসা কর্ণে উঠিল কাঁপিয়া
বন্ধুর পরিহাস।

কল্পতরীর উধাও-যাত্রা
ঠেকিল বালির চরে ;
তাড়াতাড়ি লাজে ছিপটি-গুটায়ে
লইনু তুলিয়া করে ;
'মাছ ত ধরেছ—এবে চল বাড়ি,
আমাদের দল এমনো আনাড়ি !'—
উদাসীন মনে নিশ্বাস ছাড়ি'
ফিরিয়া চলিনু ঘরে।

পথে যেতে যেতে কত-না রঙ্গ,
কত হাসি কত কথা।
মোর মনে সেই চন্দনদীঘি—
প্রাণে জাগে তারি ব্যথা।
কত কথা আরো—ঠিক নাহি জানি ;
শষ্পগন্ধী গ্রামপথখানি
ভরিয়া তুলিল ঝিল্লীর বাণী—
সন্ধ্যার নীরবতা ॥

শরম-রীতি

আমি শুধাইনিক একটি কোনো কথা তারে,
শুধু চলেছিলাম মাঠের পথে হাটের বারে ;
মটর ক্ষেতের মাঝে,
আটি বাঁধার কাজে
মগ্ন ছিল কৃষাণবালা আলের ধারে—
আমি শুধাইনিক কোনো কিছু কথা তারে।

কচি ধানের শীষটি মুখটি তোলে যেমন করে',
ঠিক তেম্‌নি করে' চাইল বালা মুখের 'পরে ;
বেলা তখন ত্বপর,
খোলা মাঠের উপর
ভরা ক্ষেতের সবুজ শোভা উছলে' পড়ে,
ঠিক তারি মাঝে মুখটি প'ল চোখের 'পরে।

যবে ফিরেছিলাম আপন ঘরে ক্ষেতের পারে,
আমি শুধাইনিক কোনো কথা তবু তারে ;
আলের বাঁকা পথে
আসছি কোনমতে—
আপন মনে ধীরে ধীরে বোঝার ভারে—
আমি শুধাইনিক কোনো কথা তবু তারে।

পাকা ধানের শীষটি মুখটি নোয়ায় যেমন করে',
ঠিক তেম্‌নি করে' মুইল মাথা কোলের 'পরে ;
সূর্য্য তখন পাটে,
কাজল-কটা মাঠে
সন্ধ্যাবধূ সোনার চেলি বয়ন করে ;
আমায় হেরে' মুইল মাথা কোলের 'পরে।

যবে যাবার বেলা, মুখটি তোলা মুখের 'পরে—
ফিরে আসার বেলা, মুখটি গোঁজা কিসের তরে ?
পরিচয় কি তত,
লজ্জা পাবার মত।
হায়, শরম-রীতি বুঝব বলো কেমন করে' ?
তাই একা একা ভাবছি বসে' আপন ঘরে।

ছুটি চোখ আর ছুটি চোখ—
ছু'বার শুধু দেখা রোক ;
তেমন ক্ষণে যদি হয়,
তেমন যদি বায়ু বয়,
চরম সেই পরিচয়,
—যতই কেন বাধা রোক ।

ছুটি চোখ আর ছুটি চোখ—
ছু'বার ফিরে দেখা হোক ;
হাসিয়া সব নরনারী
পড়িবে ধরা সারি সারি ;
নিমেষ মাঝে মানি' হারি
পড়িবে ধরা ধরালোক ॥

মালোর মেয়ে

মস্ত একটা বড় বটগাছ ভৈরব নদীর ধারে—
ছাতরা-বট তার নাম ;
ছাতার মতন পাতায়-ছাওয়া, তলায় সারে সারে
হাজার ঝুরির থাম ।
জষ্টি মাসের ছুপুর বেলা, খাঁ খাঁ করছে দিক,
চক্ষে যায় না চাওয়া,
গাছের তলটায় কতক ঠাণ্ডা, ঘরের মতন ঠিক—
হু হু করছে হাওয়া ।

নদীর পাড়ে পথের ধারে রথের মতন লোক—
বালক, যুবা, মেয়ে,
সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক্‌রে' যাচ্ছে চোখ
গাছের পানে চেয়ে।
—ঐ ভ্যাখ্‌ কাঁদছে—শুন্‌তে পেলি ? ঐ ভ্যাখ্‌রে আবার—
বল্‌ছে এ ওর ঠাঁই,
—হাঁ রে, এইবার ঠিক শুনেছি—আজ ত মঙ্গলবার—
সারলে বুঝি ভাই।
রাত থেকে কাল কচি-ছেলের কান্না আসছে কানে,
গাছের মধ্যে থেকে ;
চিরকালের 'হানা' গাছ—তা সব্বাই লোকে জানে—
আজ তা চোখে দেখে।
বললে বলাই—দেখব আমি ? করলে সব্বাই মানা,
—যাস্‌নে খবরদার।
জোলার ছেলে যোয়ান ভারি, চ্যাটাল' বুকখানা,
পাড়ার সে সর্দ্দার।
কষ্টি-কালো কোঁকড়া-কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের রাশ
ঝাঁকিয়ে মাথার 'পরে,
জল্‌দি পায়ে এগিয়ে সে দিক চলল বলাই দাস,
চোখ তার চক্‌-চক্‌ করে।
—মরল চাষা, বলল একজন—ভিড়ের মধ্যে হ'তে—
টেরটা পাবেন ছেলে।
ফিরল বলাই যেম্‌নি শুনল, এগিয়ে চলতে পথে
লাঠিগাছ তার ফেলে'।
অবাক হয়ে হাসছে, দেখল, যত দলের লোক,
সেদিক পানে চেয়ে ;—
একটা ধারে ছল্‌-ছল্‌ করছে কেবল দু'টি চোখ—
মালোদের সে মেয়ে।

মুখখানা তার ভারি ভার-ভার, মস্ত যেন ভয়
মনের মধ্যে পোষে—
সেই মেয়েটা, লোকে যারে দুষ্টু দজ্জাল কয়—
বজ্জাৎ বলে' দোষে।

চলল বলাই—হাঁচড়-পাঁচড় কেটে কোনমতে
উঠল সে আগডালে,
তাকিয়ে রইল গাঁয়ের লোক সব—দাঁড়িয়ে তেম্‌নি পথে,
হাত দিয়ে সব গালে।
উড়ে গেল এক ঝাঁক পাখী পেয়ে পায়ের সাড়া,
ফড়্‌-ফড়্‌ করে' পাখা,
মড়াস করে' শব্দ হ'ল—ঐরে ফলল ফাঁড়া!
উঠল নড়ে' শাখা!
ছেলের কান্না যেম্‌নি থামল—ভয়ে সব নিশ্চুপ—
কেঁপে উঠল বুক,
রামনাম করতে লাগল কেউ-কেউ, সবার প্রাণ ঢুপ-ঢুপ,
শুকিয়ে উঠল মুখ!
খানিক পরেই দেখল কিন্তু বলাই আসছে ফিরে',
কি একটা তার হাতে,
কি রে, কি রে? করে' অম্‌নি ধরল তারে ঘিরে',
সকলে একসাথে।
—কিচ্ছু না ভাই—এই ছানাটা চেঁচাচ্ছিল বাসায়,
বললে বলাই চেয়ে—
একটা ধারে চোখ দুটো কার ছল্‌কে উঠল আশায়—
মালোদের সে মেয়ে।

সেদিন রাতে শোবার আগে হাতের কাজ সব সেরে,
ভাবল জোলার ছেলে,
মালোর মেয়ে ভারি ত আজ মনটা গেল মেরে,
চোখের জলটা ফেলে' !
একই পাড়ায় পাশাপাশি বটে তাদের বাড়ি,
ছেলেবেলার সই,
কিন্তু সেই ত বিয়ের পরে জন্ম-ছাড়াছাড়ি,
দেখাই তার আর কই !
শ্বশুরবাড়ি থেকে ক'দিন এসেছে—তাই জানি,
দেখা নদীর ঘাটে,
আমায় দেখে' পালিয়ে গেল—ডুরে' কাপড়খানি
উড়িয়ে দিয়ে ঠাটে !
কোনো কথাই কইলনাক, তাইত ভাবলাম মনে,
ভুলেই বা সে গেছে—
ছেলেবেলার ভাব ত সারা ছেলেখেলার সনে—
কে আর যাবে যেচে !
আজকে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে—দুশো লোকের মাঝে,
কেমনটা ব্যাপার ?
আমার জন্যে ভয়টা যেন তারই বুকে বাজে—
দরদ এত তার !

তিনটে বচ্ছর কেটে গেছে—এই ঘটনার পর,
ছাতরাগাছি গ্রামে ;
শেষ বছরটা এসেছিল যমের সহোদর—
ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নামে,

মানুষ যারা ছিল গাঁয়ে, আদ্ধেক গেছে মারা—
তারি ভীষণ ডাকে ;
নদীর পাড়ে গাছটা কেবল তেম্নি আছে খাড়া,
নাওয়া-ঘাটের বাঁকে।
ঝুরিগুলি তেম্নি করে' হাজার থামের সারে
ধরে পাতার ছাদ—
তেম্নি সবই, নাইক কেবল আজকে তাহার ঘাড়ে
'হানা'র অপবাদ।
জোলাবাড়ি ফেরার প্রায়ই, বলাই আছে নিজে,
সব্বাই গেছে মরে',
শরীরটা তার নেহাৎ মজবুৎ, তাইতে ভাঙেনি যে—
অমন রোগে পড়ে'।
মনটাও তার দেহের মতন ভাঙন-ধরা আজ,
ভাবনা আছে ছেয়ে,
তাঁতগুলো সব জালে ভরা—মাকড়সাদের কাজ!
—কে দেখবে আর চেয়ে!

সে দিনটা সে নদীর ধারে একলা বসে' আছে,
সন্ধ্যা হয়ে আসে ;
দূরে একটা গোরুর গাড়ি ঢাকা পড়ল গাছে,
পথের মোড়ের পাশে।
একটা যেন চাপা কান্না তারই মধ্য থেকে
এল তাহার কানে,
মনটা আরো বিগড়ে' গেল, ভাবল আবার—এ কে?
চলেছে কোন্ খানে!

সম্মুখে তার ছাতরা-গাছটায় দেশের অন্ধকার
নিল তাদের বাসা—
নদীর তীরে ডাকল শেয়াল, নিঝুম চারিধার—
আঁধার দিয়ে ঠাসা।
দূরে একটা শূয়োর-তাড়ার শব্দ এল মাঠে—
অড়র ক্ষেতের ধারে ;
কি একটা সে ছপাৎ করে' নামল এসে ঘাটে—
সম্মুখের ঐ পারে।
মাথার উপর বাদুড় একপাল ঝটপট করে' পাখা,
চেঁচিয়ে গেল উড়ে' ;
উঠল বলাই আস্তে-আস্তে, ভারি একটা ফাঁকা
বুকটা ফেললে যুড়ে'।

পহর খানেক রাত্তির তখন—বলাই জোলার ঘরে
নাইক জনপ্রাণী ;
কেরোসিনের ডিপে একটা ছাড়ছে দাওয়ার 'পরে
ধোঁয়া অনেকখানি।
মাচার উপর চুপটি করে' বলাই বসে' আছে
মুখটি নীচু করে'—
নানান রকম ভাবনা ঠেলে উঠছে বুকের কাছে,
চোখ তার জলে ভরে' ;
—এমন সময় বাহির দোরের আগলখানা নড়ে'
উঠল ব য়েকবার—
কে রে—কে রে ? বলল বলাই ঘাড়টা উচু করে',
মেলল আঁখি তার।

বাইরে কিছু যায় না দেখা, এম্‌নি চতুর্দ্দিক
ঘেরা অন্ধকারে—
একটা শুধু মূর্ত্তি কেবল এগিয়ে এসে ঠিক
দাঁড়াল তার দ্বারে।
আরে— কে রে ? পদ্ম নাকি ? বলাই সে দিক চেয়ে
থম্‌কে গেল থামি'—
ভাঙা গলায় কোনমতে বলল মালোর মেয়ে—
বলাই দাদা—আমি।

কৃষাণীর গান

পথে ক্ষেতের মাঝে আসতে যেতে
কেউ যদি কার পানে চায়,
লোকে দেখবে কেন আড়ি পেতে—
কার কি তাতে আসে যায় ?
ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি ?
অমন তো রোজ হয়েই থাকে—
সংসারের ঐ গতিকই।

ধর' পাড়ায় যদি আসতে যেতে
তেমন মুখটি দেখতে পায়,
আর ভুলে' যদি চেয়েই থাকে—
কার কি তাতে আসে যায় ?
ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি ?
অমন ত ঢের হয়েই থাকে—
সংসারের ঐ গতিকই।

ধর' ঘাটের পথে নাইতে যেতে
পরশ লাগল তেমন গায়,
আর তাতে যদি হেসেই ফেলে—
কার কি তাতে আসে তায় ?
ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি ?
অমন অনেক ঘটেই থাকে—
বয়সের ঐ গতিকই।

ধর' কেউ যদি কা'য় ভালবেসে
বললে কিছু ইসারায়।
যাহা বয়সকালে বলেই থাকে—
কে বল তা ধরতে যায় ?
আর তাতে এমন ক্ষতি কি ?
অমন ত রোজ হয়েই থাকে—
যৌবনের ঐ গতিকই।

কেউ ফাগুনমাসের আঁধার রাতে
ভুলে' যদি চুমোই খায়,
আর ধর' কেউ তা দেখতে না পায়—
কার কি তাতে আসে যায় ?
ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি ?
হবার যা, তা হয়েই থাকে—
সংসারের ঐ গতিকই॥

কুহকিনী

আসতে যেতে পাড়ার পথে
কত না মুখ চোখে পড়ে ;—
আছে কেবল একটি—যা'তে
পরান আমার ভাঙে গড়ে।
জানিনাক মনটি তাহার,
জানি না সে কেমন যে লোক ;
জানি শুধু সকল-হরা
পাগল-করা কাজল সে চোখ।

ডাকলে পরে যায় সে চলে'—
না ডাকতে যে কাছে আসে ;
আমি যখন অশ্রু-নয়ন,
সে হয়ত বা তখন হাসে ;
যখন আমি ক্ষেতের কাজে,
সে যে আমার আলের ধারে ;
যখন আমি সাঁতার-জলে,
জল আনতে সে পুকুরপাড়ে ;
আমি যখন তাদের পাড়ায়—
হয়ত সে মোর কুটীর পাশে ;
আমি যখন তারেই খুঁজি,
—লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে।

পথের মাঝে দেখি যে তার
কাজল দুটি কালো আঁখি,
ঘরের চেয়ে পথের ধারে
তাইতে আমি ভালো থাকি।

আসতে যেতে পাড়ার পথে
আঁখিটি যেই চোখে পড়ে,—
তড়িৎচোখের ক্ষণিক দিঠি
পরান আমার ভাঙে গড়ে।
জানিনাক কেমন মেয়ে
জানিনাক কেমন যে লোক,—
জানি শুধু কুহক-ভরা
পাগল-করা কাজল সে চোখ॥

পাহাড়িয়া প্রেম

পর্ব্বত-অরণ্যচারী বর্ব্বর গারোর নারী—
তাহারই একটি প্রেমকথা,—
আজি বহুদিন পরে থেকে থেকে মনে পড়ে,
হৃদয়ে জাগায় ব্যাকুলতা।

তখন বর্ষার শেষ মেঘমুক্ত সানুদেশ,
কুয়াশায় দিক্‌চক্র ঢাকা,
রৌপ্য-আভা রবিকরে বুনিতেছে তারি 'পরে
বর্ণজাল বহু চিত্রে আঁকা;
বিচিত্র ফুলের রাশি হাসিছে বিচিত্র হাসি
শৈবালে আচ্ছন্ন গিরিগায়ে,
নন্দননর্ত্তকী জিনি' নেচে চলে নির্ঝরিণী
শিলার নূপুর পরি' পায়ে;

সারি সারি অভ্রমেষ পরিপূর্ণ নভোদেশ—
শৃঙ্গ তুলি' দাঁড়ায়ে পূর্ব্বত,
তাঁরি তলে মেষপালে চরাইয়া সন্ধ্যাকালে
গিরিনারী ফিরে গৃহপথ।
অদূরে চড়াই 'পরে সহসা বিস্ময়ভরে
হেরে পূর্ব্ব-প্রণয়ী তাহার,
সৈনিক উষ্ণীষ শিরে অশ্ব 'পরে ধীরে ধীরে
তারি দিকে হয় আগুসার।

প্রথম যৌবনপারে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া যারে
মেনেছিল মনের মানুষ ;
দীর্ঘ সাত বর্ষ শেষ, একেবারে নিরুদ্দেশ—
পলাতক ভীরু কাপুরুষ!
জীবন যৌবন তার ব্যর্থ করি' চতুর্দ্ধার
অমূল্য প্রণয়রত্ন লুটি'
রমণী-হৃদয় কাড়ি' পালায় যে গৃহ ছাড়ি'—
তারো এই বীরভ্রূকুটি!
যাহারে ফিরিয়া খুঁজি' দুরাশার সঙ্গে যুঝি'
কাটিয়াছে দীর্ঘ বর্ষ সাত,
দেশে দেশে মৃতপ্রায় অনাহারে অনিদ্রায়—
অরণ্যে পর্ব্বতে দিবারাত ;
যার সুখসঙ্গতৃষা মর্ম্মরক্তে আজো মিশা—
আজি সেই সন্ধ্যা-অন্ধকারে,
গা ঢাকিয়া কোনমতে ফিরে ওই বনপথে,
না জানি সে কার অভিসারে!

কিন্তু তবু সেই মুখ পরিপূর্ণ সেই বুক;
সেই আঁখি মন-মোহনিয়া।
স্মরিতে পুরানো কথা যুবক নামিল তথা
গিরি-কাটা খাড়া পথ দিয়া।
চিনিতে কি না চিনিতে বল্গা ধরি' আচম্বিতে
সম্মুখে দাঁড়াল নারী আসি',
রাগ মিশে অনুরাগে, পরশে বেদনা জাগে,
নয়নে ঘনায় বাষ্পরাশি।

"রশি ছাড়ি, দাও পাশ" কহিল কর্কশ ভাষ—
অশ্বারোহী রশ্মি তার টানি',
সুদীর্ঘ বরষ 'পরে প্রাণ কাঁপে কণ্ঠস্বরে,—
এই কি প্রথম প্রেমবাণী।
জানি না কোথায় লাগি' মুহূর্ত্তে উঠিল জাগি'
প্রণয়ের সুপ্ত অভিমান,
বক্ষের কুক্‌রীখানি চকিতে লইয়া টানি'
দাঁড়াইল বাঘিনী সমান।
ক্ষুব্ধ নারী বজ্রস্বরে গর্জ্জিল রোষের ভরে—
"শেষ কথা কহি সে তোমারে,
জগতে দোঁহার স্থান দেন যদি ভগবান—
এ জীবনে কিম্বা পরপারে,—
রহিবে তা একসাথে, ঝড়ঝঞ্ঝাবজ্রাঘাতে,
আজি এই করিনু শপথ,
—যে বা বাছি লহ মনে, জীবনে কি বা মরণে
এক ছাড়া ভিন্ন নহে পথ।"

হিংসাবৃত্তি পশুবুকে যে আকৃতি ধরে মুখে—
বদনে তেমনি বিকটতা,
শ্বাসে যেন সর্প ফোঁসে রাঙা চক্ষু ঋক্ষরোষে,
বক্ষে বহে আগ্নেয় বারতা।
নিমেষে সম্বরি' নিজে যুবক ভাবিল কি যে।
লাগাম টানিয়া বেগভরে,
চালাইতে অশ্ব তার অসি সম তীক্ষ্ণধার
ছুরিকা সে বিঁধিল পঞ্জরে।

পর্ব্বতে উদিল উষা শারদীয়া নিষ্কলুষা ;—
অরুণের রক্তরাগরেখা
গিরিমূলে শিলাতলে হেরিলা সে কৌতূহলে
গাঢ়তর নব রক্তলেখা।
ধীরে ধীরে বেলা হ'লে পাহাড়ীরা দলে দলে
হেরে ভীতিবিস্মিত নয়নে,
নিরুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়ি'— দুটি মৃত নরনারী
দৃঢ়বদ্ধ গাঢ় আলিঙ্গনে।
পাহাড়ের কর্ণফুল ফুটি' নানাবর্ণ ফুল
তেমনি ছড়ায় সুধাহাসি,
প্রণয়ের দীপ্ত রোষে দুটি প্রাণ-উল্কা খসে'
কে জানে কোথায় গেল ভাসি'॥

কলঙ্কিনী

বৈশাখের অপরাহ্ণ ; তপ্ত রবি অগ্নি-আঁখি হানে ;
পদপ্রান্তে পড়ে' আছে অনিমেষে চেয়ে তারি পানে
মুহ্যমান মৌন ধরা ; শূন্যদৃষ্টি সরোবরতীরে
নারিকেলতরুকুঞ্জ মর্ম্মরিয়া কাঁপিতেছে ধীরে
ঢুলায়ে চামর-পত্র ; তীরাস্তৃত বেতসের বন
বিম্বিত ছায়াটি তারি বিস্মিত করিছে নিরীক্ষণ।
তীরের কুটীর ছাড়ি' গ্রীষ্মতাপে সেথা জম্বুমূলে
বসিয়া ছিলাম একা আঁখি রাখি' সরোবরকূলে।
সহসা হেরিনু দূরে অপ্রশস্ত বনপথ দিয়া
ত্বরিত চরণ ফেলি' দীঘিজলে নামিল আসিয়া
অধীরা চণ্ডালকন্যা পল্লীকলঙ্কিনী সেই 'তারা'।
টুটিল অলস স্বপ্ন ; মূর্ত্তিমতী বিদ্রোহের পারা
ভাঙিল সহজ শান্তি ; সুনির্ম্মল সরোবরবারি
শিহরি' উঠিল যেন অসংযত অঙ্গস্পর্শে তারি !
তবু রহিলাম চাহি'—অদৃশ্য তাহার নেত্রপথে—
সঙ্কোচের আবরণ সাধ্বসে সরায়ে কোনমতে।
চঞ্চলা ও রঙ্গময়ী—তরঙ্গেরই নর্ম্ম-সঙ্গিনী সে—
রসে-ভরা অঙ্গখানি সরসীর সঙ্গে গেছে মিশে' ;
আয়ত উরস 'পরে উর্ম্মিগুলি হেসে করে খেলা ;
কুঞ্চিত চিকুরদাম—তরঙ্গিত শৈবালের মেলা
ভাসে মুখপদ্ম বেড়ি' ; আন্দোলিত বাহু-মৃণালের
ললিত লাবণ্যভঙ্গী—ইঙ্গিত যেন সে আনন্দের !
লীলায়িত তনুখানি সঞ্চারিয়া উদ্দাম কৌতুকে,
সৃজি' নব ইন্দ্রধনু মুখজলে, মুক্তামালা বুকে—
দাঁড়াইলা স্নানশেষে তীরপ্রান্তে, বিচিত্র বসনে
উচ্ছলিত যৌবনের বন্ধুরতা কসিয়া শাসনে।

সহসা ফিরায়ে মুখ, আর্ত্তকণ্ঠে—'ওমা, ওকি!' বলি'
চকিতে নামিয়া নীরে দ্রুত সন্তরণে গেল চলি'
ওপারের তীর লক্ষ্যি'। সবিস্ময়ে চাহি' সেই পানে
হেরিনু গোবৎস এক ঊর্দ্ধমুখে সন্ত্রস্ত নয়ানে,
মুক্তি-আশে পঙ্কমাঝে করিতেছে প্রাণান্ত প্রয়াস;
শৈবালে আচ্ছন্ন দেহ, চরণে জড়ায়ে গেছে ফাঁস।
উদ্‌ভ্রান্তের মত বালা ক্ষিপ্র পদে পঁহুছি' সেথায়
ত্বরিতে বিপুল বলে বাহুপাশে তুলিয়া তাহায়,
বহুযত্নে শিশুসম বক্ষ-'পরি রাখি' মুখখানি,
সাবধানে জল হ'তে তীরে তারে কোনরূপে টানি'
আনিল অনেক কষ্টে; রাখি' ধীরে তীরলগ্ন ঘাসে,
বাহুপাশে বাঁধি' তার গ্রীবাখানি বসি' তার পাশে,
করটি বুলায়ে ধীরে চোখে-মুখে স্নেহ-সুকোমল,
একান্ত আগ্রহভরে, বারেক তাহার গণ্ডস্থল
চুম্বিল নিবিড় স্নেহে—মাতা যেন কাতর সন্তানে।
পরিপূর্ণ মমতায় শেষে তারে রাখি' সেইখানে,
সরোবর অতিক্রমি' পুনরায় সন্তরণ দিয়া,
এপারে যখন ধীরে উপজিল, দেখিনু চাহিয়া—
পরিপাণ্ডু মুখচ্ছবি, বক্ষ কাঁপে, নয়ন অলস,
শ্রান্ত দেহ অবনত; বাহুমূল শিথিল অবশ—
ফিরিল গৃহের পথে মন্থর চরণ দুটি ফেলি',
স্নেহস্নিগ্ধ সুধারসে সুস্মিত নয়ন দুটি মেলি'।

সহসা বিটপী-শাখে, ঊর্দ্ধ্বে মোর, পল্লবেতে ঢাকা
অজানা বিহঙ্গ এক অন্ধকারে ঝাপটিল পাখা।

... ...

একদণ্ড পূর্ব্বে যারে ভাবিয়াছি কলঙ্কের ডালি,
পঙ্কিল পরশ ভাবি' মনে-মনে পাড়িয়াছি গালি,—
সেই নারী-কলঙ্কিনী নিমেষে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি'
দৃষ্টির সম্মুখে মোর সৃষ্টিরে সুন্দরতর করি'
উদ্ভাসি' উঠিল চক্ষে রমণীর বিপুল গৌরবে।
পূর্ণশশী উঠে যবে—কলঙ্ক কে দেখে তার কবে॥

অপরাজিতা

পরাজিত তুই সকল ফুলের কাছে,
তবু কেন তোর অ-পরাজিত নাম?
গন্ধ কি তোর বিন্দুমাত্র আছে?
বর্ণ,—সেও ত নয় নয়নাভিরাম।
ক্ষুদ্র শেফালি, তারো মধু সৌরভ,
ক্ষুদ্র অতসী, তারো কাঞ্চন-ভাতি;
গরবিনি, তোর কিসে তবে গৌরব?
রূপগুণহীন বিড়ম্বনার খ্যাতি?

কালো আঁখিপুটে শিশির-অশ্রু ঝরে—
ফুল কহে, মোর কিছু নাই—কিছু নাই;
তোমরা যে নামে ডাকিয়াছ দয়া করে',
আমি শুধু তাই, তাই—আমি শুধু তাই।
ফুলসজ্জায় লজ্জায় যাইনাক,
পুষ্পমালায় নাহিক আমার স্থান;
প্রিয়-উপহারে ভুলেও কি মোরে ডাক?
বিবাহ-বাসরে থাকি আমি ম্রিয়মাণ।

মোর ঠাঁই শুধু দেবের চরণতলে,
পূজা—শুধু পূজা—জীবনের মোর ব্রত ;
তিনিও কি মোরে ফিরাবেন আঁখিজলে—
অন্তরযামী,—তিনিও তোমারি মত ?

কাঞ্চন

গোলাপ যখন বিদায় নিয়েছে শীতের বাসর থেকে,
কুসুমকুঞ্জে ভেঙেছে মাঘের মেলা ;
চৈত্রের সভা পাঠায়নি যবে পুষ্পবালারে ডেকে—
গরবী করবী, বিরহিণী বন-বেলা ;—
ফাল্গুন-সাঁঝে ধীরে আসে—ও সে কে ?
সঙ্কোচে নত রাঙা কাঞ্চন যে।

আসনিক তুমি রাণীর গরবে কুঞ্জ-সিংহাসনে,
গন্ধে আন না পথিকেরে কাছে ডাকি' ;
চম্পা-গরিমা নাহিক তোমার মুকুলিত স্মিতাননে,
তীব্র মদিরা পরাগে রাখ না ঢাকি' ;
তুমি শুধু কহ—আর কেহ যবে নাই—
শ্রান্ত পথিক, তবু আমি আছি ভাই।

রূপটি তোমার উজ্জ্বল নহে আঁখি ভুলাবার মত',
—তরুণী কিশোরী মুদিত বাসররাতে ;
মৃদু সৌরভ বহি' আনে মনে অতীতের কথা যত,
অশ্রুবাষ্প ছেয়ে আসে আঁখিপাতে ;
ফিরে' আন' মনে হারানো হৃদয়ধন—
নাসিকার আগে ভরে' উঠে তাই মন।

মনে পড়ে—সেই শান্ত প্রভাতে করেতে শূন্য সাজি,
ব্যাকুলা বালিকা তাকায়ে তোমার পানে ;
লুব্ধ হৃদয়, সাধ্য নাহিক আহরিতে ফুলরাজি,
মৌন মিনতি আঁকা যেন দুনয়ানে ;—
তাড়াতাড়ি তুলি' দিতে গেনু যেই ফুল,
ছুটিয়া পালাল দুলায়ে কানের দুল।

আরো একদিন—স্তব্ধ দুপুর, ঝাঁঝাঁ করে চারিধার,
পল্লব তব দুলিছে তপ্ত বায়ে ;
ধূলামাখা শিশু তরু 'পরে বসি', কানে গোঁজা ফুল তার,
নামিতে জানে না—ঠেকেছে বিষম দায়ে !
নীচে মা তাহার, ভয়েতে আত্মহারা ;
নামায়ে দিলাম—জননী কাঁদিয়া সারা !

এই মত' কত ছোটখাটো যত শৈশব-অভিনয়,
ভুলেছিনু যাহা—অথবা ভুলিতে বাকি ;
মৃদু বাসে তোর সেই সব কথা ফিরে'-ফিরে' মনে হয়,
পার-হওয়া পথে ঘুরে' মরে মন-পাখী।
ফুল ন'স্ তুই—রঙীন স্মৃতির আলো—
তাই তোরে আজি আরো যে বেসেছি ভালো।

কোনো কবি তোর নাম করেনাক, ওরে চির-অনাদৃতা,
অনাস্বাদিত চিরদিন তোর মধু ;
তুই থাক্ মোর পূজারী প্রাণের সুগোপন-বন্দিতা—
বঙ্গগৃহের অন্তঃপুর-বধূ ;
মৃদু সৌরভে ভরি' অঙ্গনতল,
চিরগৌরবে থাক্ চির-উজ্জ্বল॥

সন্ধ্যামণি

যবে ঝিল্লীমুখর সন্ধ্যাধূসর
পল্লী-প্রাঙ্গণে,
ফিরে তরুণী বাজায়ে জলতরঙ্গ
কলসে-কঙ্কণে ;
যবে দিনান্ত 'পরে গাভী ফিরে ঘরে
ক্লান্ত রাখাল সাথে,
ম্লান দিগন্ত-আলো নিবে' আসে যবে
ধরণীর আঁখিপাতে ;
আমি সেই সন্ধ্যার সন্ধ্যামণি গো,
আঁধারে ফুটাই ফুল—
এই গন্ধহীনার জন্মদীনার
জীবনের ত্রুটি ভুল ।

পাশে মধুমালতীর নববল্লরী—
হরষে ফুল্লা সে ;
পুর- লক্ষ্মীর কর-পরশ আশায়
কাঁপে সে উল্লাসে ।
সে যে হোথা তারি পাশে কতবার আসে
কত ছলে কত বেশে—
কত সোহাগে আদরে বুকে তারে ধরে
পরি' লয় তুলি' কেশে ;
আর আমি হেথা তার ত্বরিত-চকিত
চলে'-যাওয়া হাওয়া লাগি'—
সেই লজ্জা-বেদনা বক্ষে চাপিয়া
সারারাত কেঁদে জাগি ।

ওগো তোমরা যে কেহ বুঝিবে না মোর
মরম-যন্ত্রণা—
কি যে চির-বিধবার শয্যার পাশে
প্রণয়-মন্ত্রণা।
আমি কি দুখে যে জাগি অভাগী রাধার
হিয়ার বেদনা নিয়া,
যবে বঁধুয়া তাহার আন-ঘরে যেত
ঘরেরই আঙিনা দিয়া।
ওগো আঁধার—সাঁঝের আঁধার, তুমি যে
তেমন আঁধার নও।
আমি কোথায় লুকাই, কেমনে লুকাই?
তাহার উপায় কও।

তুমি সন্ধ্যা আমার সঙ্গী—কেন না
প্রলয়-অন্ধকার—
এই মুকুলিতা নব কলিকা-জীবনে
গন্ধ বন্ধ যার।
কালো সন্ধ্যার কোলে জন্ম, তাই সে
নামটি সন্ধ্যামণি—
ভালো মণি-কলঙ্ক ভালে লেখা তার,
বুকে যার কালফণী।
হায় বিশ্বভুবনে কোথা কোন্ খানে
আছে মোর দুখ-সাথী—
আমি কেমনে কাটাব দীর্ঘ বেদনা-
বিবশ দিবস-রাতি?

ভুঁইচাঁপা

ভুঁইচাঁপা, তুই ভুঁয়েই ফুটে' ফুটিয়ে থাকিস ভুঁয়ে—
তোরে হেরে চিত্ত আমার পড়ছে নুয়ে' নুয়ে'।
নীল আকাশের আলোর পরশ
নীলচোখে তোর বুলাক হরষ,
মাটির কোলের মায়া তবু থাকুক তোরে ছুঁয়ে।

স্বর্ণচাঁপা বাড়াক বাহু উর্দ্ধ আকাশ পানে,
ধরার নাগাল এড়িয়ে চলুক, মন যদি তাই মানে।
করুণ চোখে অরুণ সাথে
দৃষ্টি মিলাক দিনে রাতে,
গভীর রাতে জানাক প্রীতি চাঁদের কানে কানে।

তুই হেথা থাক তৃপ্ত হয়ে মৃত্তিকা-মা'র বুকে,
মায়ের মধুরসের ধারা লেগেই থাকুক মুখে;
তারি মতন পায়ের নীচে,
তারি মতন সবার পিছে—
থাকুক রে তোর আসনখানি সর্ব্বসহার সুখে॥

নেবু-ফুল

ছোট্ট নেবুর ফুলটি আমার, ছোট্ট নেবুর ফুল—
স্বর্ণ-উষার কর্ণভূষার বর্ণ তুষার তুল।
চন্দ্রধবল সরস কান্তি
চন্দনজল পরশ শান্তি,
মন্দমারুত বন্দনায়ত গন্ধ তব অতুল।

ছোট্ট নেবুর ফুল—
সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যা বুকের গৌরবী আশা,
গুপ্ত প্রেমের সুপ্ত পিয়াসা, বিরহের বুলবুল।
ছোট্ট নেবুর ফুল—
প্রথম প্রীতির সুমধুর স্মৃতি—ব্যথাভরা ত্রুটি ভুল।
গন্ধপুরীর রাজকন্যার হীরার কর্ণফুল।
ছোট্ট নেবুর ফুল,
মুগ্ধ হিয়ার মন্দির তোরি মন্তরে মস্‌গুল॥

কাজ্‌লা-দিদি

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
মাগো, আমার শোলোক-বলা কাজ্‌লা-দিদি কই?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,—
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে' রই;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা-দিদি কই?

সে দিন হ'তে দিদিকে আর কেনই বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?
খাবার খেতে আমি যখন দিদি বলে' ডাকি, তখন
ও-ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি,—তুমি কেন চুপটি করে' থাকো?

বল্ মা দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে।
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকোই গিয়ে—
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে' র'বে?
আমিও নাই দিদিও নাই- কেমন মজা হবে।

ভুঁইচাঁপাতে ভরে' গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল ;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
দিস না তারে উড়িয়ে মা গো, ছিঁড়তে গিয়ে ফল ;—
দিদি এসে শুনবে যখন, বলবে কি মা বল্ !

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
এমন সময়, মাগো, আমার কাজ্‌লা-দিদি কই ?
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝি ডাকে ঝোপে-ঝাড়ে ;
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না—তাইতে জেগে' রই ;—
রাত হ'ল যে, মাগো, আমার কাজ্‌লা-দিদি কই ?

ঘুম-হারা

তুমি আমায় বক্‌ছ কেন, মা।
আজকে আমার ঘুম যে আসে না—
ঘুমাই কেমন করে' ?
কি সব কথাই মনে যে, মা, আসে—
এইখানেতে বাবা শুতেন পাশে,
গলাটি মোর ধরে'।

আচ্ছা—মা, ঐ কালো ঘোড়ায় চড়ে'
কোথায় গেলেন ? যদি, মা, যান পড়ে'—
ঘোড়া যে বজ্জাত।
বল্‌না মাগো—ক'স্‌নে কেন কথা ?
খেলেন কোথায়, শুলেনই বা কোথা—
এখন যে, মা—রাত।

(বাহির-দোরে কে ঠেলে ঐ আগল—
এরি মধ্যে ফিরে' আস্‌বে? পাগল!)
—বকতে আমি পারিনে রাত-ভোর,
পোড়া চোখে ঘুম কেন নেই তোর?

আচ্ছা, মা—ঘুম কোথায় থেকে আসে?
দিনে বুঝি লুকিয়ে থাকে, মা, সে?
কোথায় ঘুমের বাড়ি?
সবাই রাতে ঘুমায়—ঘুম ত মেলা!
কাদের সাথে তাদের মা আজ খেলা—
আমার বুঝি 'আড়ি'!

ঝিঁঝিদেরও আড়ি, তাইতে ডাকে,
সারারাত মা জেগে তারা থাকে—
শুধু বাজনা বাজায়,
জোনাক-পোকাও ঘুমায় না মা, রাতে,
রোজই বিয়ে হয় মা, কাদের সাথে—
রোজই আলো সাজায়?

—তোর সাথে আর বকতে পারিনি—
পোড়া চোখে ঘুমের হ'ল কি?
—তোরও, মা—আজ কি হয়েছে যেন!
রোজ কথা ক'স্—আজকে এমন কেন?

গঙ্গাস্নান

তাই বলি—গঙ্গাস্নানে কেন এত ঝোঁক !
ঐটুকু ছোট মেয়ে—ন'বছরই হোক,
নিতান্ত বালিকা ছাড়া কি বলিব আর—
এ বয়সে অন্য কিছু সম্ভবে না তার !
প্রত্যহ প্রত্যূষে দেখি, শয্যাখানি ছাড়ি'
অস্থির হইয়া ওঠে যেতে তাড়াতাড়ি
নদীর কিনারটিতে ; শুনিবে না কানে
বাড়িতে নাওয়ার কথা—কেন সেই জানে।
বুঝিতে পারি না আর ; সেদিন গোপনে
লুকায়ে ব্যাপার তার হেরিনু নয়নে।
ছয়মাস আগে তারি ছোট বোনটিরে
যেখানে করেছি দাহ জাহ্নবীর তীরে,
ঠিক তারি পাশটিতে চুপ করে' চেয়ে—
হেরিলাম—একদৃষ্টে বসে' আছে মেয়ে।
মৌন কণ্ঠে নাহি বাণী, চক্ষে নাহি জল,
বিস্মিত ব্যথিত দৃষ্টি বুঝি সে কেবল
খুঁজিয়া দেখিতে চায়, কি করিয়া ধূলি
কোথায় রাখিল তারে লুকাইয়া তুলি'।
ভস্মপাশে ফুলমালা—মূর্ত্ত যেন শোক,
বুঝিলাম গঙ্গাস্নানে তাই এত ঝোঁক।

. .

বহুদিন পরে চোখে ফিরে' এল জল,
জাহ্নবীর ভরা আঁখি করে ছলছল॥

সত্যদাস

পণ্ডিতের পদ লভি' যেদিন বসিনু বেদগ্রামে,
সেইদিন প্রাতঃকালে ছাত্র এক সত্যদাস নামে
বিদ্যা অধ্যয়ন তরে মোর কাছে দাঁড়াইল আসি'।
—এতটুকু শিশু একা। চেয়ে দেখি—দূরে আছে দাসী।

সযত্নে বসায়ে পাশে, শিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া তারে,
শুনিনু অনেক কথা সুমিষ্ট আত্মীয় ব্যবহারে;
—পিতৃহীন, নিরুপায়, দরিদ্র সে—ঐ তার ঘর;
দাসী ভেবেছিনু যারে—মা তাহার, নহেক অপর।

ত্বরিতে আসন ছাড়ি' সসম্ভ্রমে নোয়াইয়া শির—
মনে-মনে পাদপদ্ম পরশিয়া মৌন জননীর,
কহিয়া আশ্বাসবাণী, বালকের লয়ে শিক্ষাভার,
নিশ্চিন্ত করিয়া তাঁরে ফিরাইনু স্বগৃহে তাঁহার।

পাঁচ বৎসরের শিশু—সরল সুন্দর সুকুমার—
এহেন শৈশবকালে কোন্ প্রাণে জননী তাহার
পাঠাইল পাঠশালে—যদিও তা আঁখিরই সম্মুখে;
বুঝিনু কিসের আশে—কি গভীর দারিদ্র্যের দুখে।

মাথায় বুলায়ে হাত, প্রাণে মনে আশীর্ব্বাদ করি'
বিবিধ কথায় গল্পে সকল সঙ্কোচ-শঙ্কা হরি'—
'বাড়িতে ক'জন থাক?'—শুধাইনু শিশুরে যখন,
উত্তরিল মৃদুকণ্ঠে—'বাড়িতে আমরা পাঁচজন।'

—'এই না বলিলে আগে—ভাই বোন আর কেহ নাই—
তুমি মা'র এক ছেলে। আরো ত সে তিনজন চাই।'
তেমনি মধুরকণ্ঠে কহিল সে—'মোরা পাঁচজন—
মা ও আমি, ভোলা আর রাধারাণী আর নারায়ণ।'

—'বাকি তিনজন কে কে?'—শুধাইনু পরম বিস্ময়ে;
গণনায় ভুল ভেবে বালক রহিল চেয়ে ভয়ে।
—'রাধারাণী কে আবার—অন্য কেহ বাড়িতে ত নাই?'
সে কহিল—'আছেই ত; রাধারাণী সে মোদের গাই।'

—'ভোলা সে কাহার নাম?' হাসিয়া শুধানু তার কাছে;
—'জানেন না? ভারি দুষ্টু—সে এক কুকুর-ভোলা আছে;
—'নারায়ণ কে আবার?'—নাম শুনি' প্রণমি' চকিতে
কহিল—'ঠাকুর তিনি—মা বলেন, বাস তুলসীতে।

প্রণাম করেন নিত্য—দিনরাত ডাকেন যে তাঁরে—
পাঁচজন হ'লনাক?—কত আর বলি বারে বারে।'
'এই পাঁচজন বুঝি?'—হাসিলাম পণ্ডিতের ভানে,
অন্তরে বুঝিনু ঠিক—সত্যবার্ত্তা শিশুতেই জানে॥

শিশুর বেসাতি

আমার খোকার নৌকাখানির দাম সে লাখোটাকা—
ঝিনুক-নায়ে পাল তোলা তার প্রজাপতির পাখা;
চাঁপার কলি দাঁড় ক'খানি, অপরাজিতার হাল,
মাস্তলটি সদ্য-গড়া পদ্মফুলের নাল।
কোথায় যাবে সোনার খোকা—বাণিজ্যি করতে—
দেশবিদেশের মুক্তো এনে বেসাতি ভরতে।

আমার খুকীর গাড়িখানির দাম সে লক্ষটাকা—
ইঁদুরছানার সাদা যুড়ি, কদম ফুলের চাকা ;
গাঁদা ফুলের গদিটি তার, ধুতরো ফুলের ছই,
ঝুমকো ফুলের ঝালর ঝোলে ছইয়ের 'পরে ওই ।
কোথায় যাবে সোনার খুকী—বাণিজ্যি করতে—
দেশবিদেশের রত্ন এনে পসরা ভরতে ॥

পাণ্ডা

মাগো, তোমার আজকে নাকি চুল-বাঁধার 'একজামিন'—
আরশি নিয়ে আছ বসে' সেই হ'তে সারাদিন !
চুল বাঁধা—সে পরে হবে, কাপড় দে বা'র করে',
বাবার সঙ্গে বেরোব আজ ভাল কাপড় পরে' ।

খেলতে সবাই ডাকতে এলে, বলিস তাদের, মা—
শালবনীতে গেছে সে আজ, খেলতে যাবে না ।
আজকে ফিরে' আসতে বাড়ি, আসব মা সেই রাতে—
কিচ্ছু তুমি ভেবো না মা, বাবা যে আজ সাথে !

আজকে তাঁকে দেখাবি সেই বুলবুলিদের বাসা ;
ছোট্ট—কেমন ফুট্‌কি-দেওয়া ডিমগুলি সে খাসা !
তিনটে ডিমের একটা—মা, কাল হয়ে গেছে ছানা—
ঠোঁটটি কেমন ফাঁক করে' সে নড়াচ্ছিল ড়ানা ।

সন্ধ্যাবেলায় হিম পড়ে যে, শীত লাগে তার—নয় ?
খুকীর ছেঁড়া কাঁথাটা তায় দিয়ে এলে হয় !
দেখতে কিছু পায় না সে যে—ফুটবে—মা, চোখ কবে ?
একটু বড় হ'লেই কিন্তু নিয়ে আসতে হবে !

আরো কত-কি-যে জিনিস দেখিয়ে আনব তাঁকে—
মৌচাক—সেই গোয়াল-পাড়ার চিতে-বেড়ার ফাঁকে ;—
বেদের চিতে-সাপের মতন আস্তে-আস্তে নড়ে—
মধু কোথায় পায় তারা—চাক কেমন করে' গড়ে ?

কাউকে আমি বলিনি তা, উড়িয়ে দেবে বলে',
তোমার জন্যে আনব পেড়ে অনেক মধু হ'লে ;
নিজে কিন্তু যাব না—যে কাম্‌ড়ে' দেয়—মা, নাকে—
সে দিন যে সেই কাম্‌ড়েছিল মথুর দাদার মাকে ।

দূরে থেকে বলব—বাবা, যেও না আর কাছে ;
চুপটি করে' যাব আগে, রাখব তাঁকে পাছে ।
ছাতিমতলার কল্‌মি-পুকুর—দেখাব আজ তাও—
ছুটো ফুল, মা, আনব তুলে'—বল' যদি চাও ।

কেমন মজার ফুল যে মা, তার—কি যে চমৎকার—
ঠিক যেন সে তাকিয়ে থাকে খুকীটি তোমার ।
জলেতে ফুল, ডাঙাতে ফুল—সব ঠাঁয়ে তার ফুল,
জল আর ডাঙা—একই বলে' হয় যেন মা, ভুল ।

ঘাটের ধারে অনেকগুলো ডোঙা আছে বাঁধা,
তার উপরেও জল উঠেছে, তাতেও ফুলের গাদা ।
ঐ —মা, বাবা ডাকছেন আবার, দে না মা চট্‌ করে',—
পকেট-ওলা পিরানটা দিস—আনব মা ফুল ভরে' ॥

প্রসূতি

প্রথম মায়ের প্রথম শিশুটি আসিয়াছে দিন কয়,—
বুক হ'তে চোখে আনি' জননীর জীবনের বিস্ময় !
তরুণী হিয়ার যত সঙ্কোচ, মুকুলিত ভালবাসা,
বধূপদ হ'তে ঘরনী-পদের গোপন স্বপন-আশা ;
ভয়লাজ-ভরা তনুর বৃন্তে ফুটায়ে ব্যথার দান,
স্বামীর অঙ্কে এয়োতী নারীর অভিনব সম্মান,
শ্বশুর-শাশুড়ী, গুরুজন-পাশে অধিকার-ভরা স্নেহ,
গৃহিণী-গৃহের নূতন দাবীর সবেদন সন্দেহ—
এক হয়ে আজি নবনীনিন্দী ঐটুকু দেহমাঝে
বুকের কামনা চোখের সমুখে ব্যথা হয়ে যেন বাজে !

চোখের তড়িৎ লুকায়ে মরিল সজল কাজল স্নেহে,
বুকের শোণিত দুধের ধারায় দাহটি ভুলিল দেহে ;
জননীর মাঝে রমণীর মন পলকে ব্যথায়-ভরা—
করুণার পায়ে বিদ্রোহ যেন সাধিয়া পড়িল ধরা।
সুন্দর আজি শিবের সঙ্গে হইল দুঃখভাগী,
কালিকার ভোগ ভুলিয়া সহসা আজি সে সর্ব্বত্যাগী !
কাঙালের মত তাই সে নয়ন ব্যথাতুর নিশিদিন,
পরম অন্ন থাকিতে আবাসে নিজে উপবাসে ক্ষীণ ;
মলিন বসন, রিক্ত ভূষণ, মনে সদা ভয়-ভয়—
শিবেরে স্মরিতে তাই সে কেবলি স্মরে মৃত্যুঞ্জয় !

খেলার পুতুল, প্রসাধন-পেটী, আস্‌মানী নীলা শাড়ি
অটুট নবীন যৌবন-সাথে কোথা গেল কোল ছাড়ি' ?
বুকে-বুকে রাখা প্রবাসী প্রিয়ের প্রণয়-পত্ররাজি
ঝড়ে-ঝরে'-যাওয়া পত্রেরই মত' কোথা সে ঝরিল আজি ?

ঝিনুক বাটী ও চুষনি কাঁথায় নিল কি তাদের ঠাঁই ?
রুদ্ধ দুয়ারে কোথায় আজিকে কাঁদে বসন্ত বায় ।
সারা অঙ্গের ভরা লাবণ্য পুঞ্জিত করি', মরি,
চাঁদেরে চাহিয়া রাত্রি কাটায় পূর্ণিমা-বিভাবরী ।
নয়ন-ভুলানো নয়ন আজি সে অনিমেষে হেরে কা'রে ?
মন্দিরচূড়া অবনত হয়ে চুমিছে কি দেবতারে ॥

রূপজীবিনী

আলোক-লতাটি কুলগাছ হ'তে বাহু মেলে বেলগাছে,
হিল্লোলে ভরা হেম-বল্লরী তরঙ্গ তুলি' নাচে ;
তরল রূপের ভরা লাবণ্য উছলে যা' নিজ দেহে,—
তাই দিয়ে যেন রাখিবে সে ছেয়ে তরুরে উদার স্নেহে ।

কোথা মূল তার, কোথায় বা দল, নাহি ফুটে ফুল-ফল,
চিরযৌবনা বন্ধ্যা রূপসী জানে না চোখের জল ;
প্রকৃতির মত' শ্মশানে বসায়ে শ্যামল শোভার হাট,
নিত্য সাজায় তনু-পসরায় নবযৌবন-নাট ।

কিছুতেই প্রাণ তৃপ্তি মানে না, শ্রান্তি নাহিক জানে,
লূতাতন্তুর মত' নিজ রসে জীবনের জের টানে ;
কুলগাছ হ'তে বেলগাছ ফিরে' শ্যাওড়ার পানে চাহে,
রূপের আলোক বিলায়ে আপনি দহি' দেহ-দাবদাহে ।

দুর্যোগরাতে যে গূঢ় আঘাতে চমকে তড়িল্লতা,
নিকষের দেহে যে দারুণ স্নেহে সোনা রাখে ক্ষয়-কথা ;
তিলে তিলে দহি' তৈল তাহার জ্বালে যে রূপের শিখা,
কেবা চেয়ে দেখে—কি যে পরিণাম ললাটে তাহার লিখা ।

কালের কালোতে মিলায় যেদিন আলোক-লতার আলো,
লতার ব্যথার সে করুণ কথা না তোলাই বুঝি ভালো ;
রূপের পীড়নে বাঁচে যদি মূল—বাঁচায় সে নিজ কূল,
আলোক-লতার আলোটি হারায়ে সেইদিন ফুটে ভুল।

রূপ ক্ষণিকের, রূপ বণিকের—দুদিনের বেচাকেনা,
কে রাখিবে তারে বারেক চুকিলে চোখের পাওনা-দেনা।
পলকে তাহার আলোক মিলায়, যেদিন শুকায় লতা ;
চিরজীবী হয়ে বাঁচে অপমান—জীবনের ব্যর্থতা ॥

রজনীগন্ধা

এ মোর কুটীরপ্রান্তে কোথা ঠাঁই ? ফুল নাহি ফোটে ;
তুলসীর মঞ্চখানি একপাশে—তারই কোণ ঘেঁসে'
একটি রজনীগন্ধা চুপি-চুপি ভয়ে বেড়ে ওঠে—
সসঙ্কোচ আবডালে অঙ্গ ঢাকি' বিধবার বেশে।

শীর্ণ দেহদণ্ডখানি উর্দ্ধপানে উচ্চকিতে চায়
ক্ষুদ্র পুষ্পপাত্র ভরি' গন্ধটুকু অর্পিতে আকাশে ;
আন্দোলিত কম্র তনু মন্দবায়ে কাঁপে আশঙ্কায়—
মৌন মিনতির অর্ঘ্য পাছে কারও পড়ে দৃষ্টিপাশে।

মঞ্জরিত তুলসীর রেণুগুলি সারারাত্রি ধরি'
অজস্র আশিস্ সম ঝরি' পড়ে সর্ব্ব অঙ্গে তার,
অন্ধকার রজনীর মর্ম্মতন্ত্রী করুণায় ভরি'
মন্ত্রপাঠ করে যেন ঝিল্লীকণ্ঠে তুলিয়া ঝঙ্কার।

শ্রীহীন কুটীর মোর ম্রিয়মাণ নিস্তব্ধ নির্জ্জন,
একা-একা চেয়ে দেখি পুষ্পের সে আত্ম-নিবেদন ॥

ফণী-মনসার ফুল

মরুমালঞ্চে আমি কাঁটা-ঘেরা ফণী-মনসার ফুল—
প্রকৃতির এই সৃজনকাব্যে রূঢ় ছন্দের ভুল !
তবু এই বুকে বসে মৌমাছি,
টুনটুনি এসে করে নাচানাচি,
প্রজাপতি তার পালক বাঁচায়ে ঘুরে-ফিরে চারি পাশে ;
শরশয্যায় শুয়ে-শুয়ে তবু মুখে মোর হাসি আসে !

পুষ্পসভার বিদ্রোহ আমি, কোথা কোমলতা মোর,
মালার বাঁধনে বাঁধিতে আমারে জগতে নাহিক ডোর।
যত যূথী-জাতী-বেলা-মল্লিকা
বকুল-করবী-চাঁপা-শেফালিকা
বাতাসের সাথে মাথাটি পাতিয়া সবারে নোয়ায় শির ;
আমি উদগ্র ছন্দোভঙ্গ পুষ্পিত ধরণীর।

এই প্রকৃতির কাব্য-রাজ্যে আমি যে ন্যায়ের ফাঁকি ;
কাঁটা-আঁটা মোর মনের মর্ম্মে জানিতে কি আছে বাকি !
বিলাসের হাটে নাহি মোর আশা,
তাপসের ঠাটে আমি দুর্ব্বাসা !
নরমের ঠাঁই নাই এ ধরায়, সবাই দলিয়া চলে,
কাঁটার বর্ম্মে কঠিন এ হিয়া, ভিজি না চোঁখের জলে।

ফণী-মনসার ফুল আমি, তাই ফণী-নিশ্বাসে ভরা,
সুরভির আশে যেবা আসে পাশে,—কারেও দিই না ধরা ;
জগতের দশা হেরিয়া নয়নে,
আসন পেতেছি কাঁটার শয়নে,
আপনারে নিয়ে থাকি আনমনে, ধারি না কাহারো ধার ;
ভুল বলো ভুল, ফুল বলো ফুল আমি ফণী-মনসার ॥

অন্ধকার

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার !
অসীমের রাজপাটে একেশ্বরী অয়ি বন্ধদ্বার !
নিবিড় নিকষ তব ঘনকৃষ্ণ চিকুরের তলে
নিখিল-উদাস-করা কালো চোখে যে মাণিক জ্বলে-
নিশীথ বিরলে,
কোনোদিন কারো কাছে মিলিল না সন্ধান তাহার—
ব্যর্থ বসুধার,
অয়ি অন্ধকার !

বিদেশিকা হে অন্তঃপুরিকা,
চিরদিন উপেক্ষিছ আলোকের অন্ধ অহমিকা ;
দর্শন হইল অন্ধ, বিজ্ঞানের হ'ল জ্ঞান হারা,
ধ্যানের স্তিমিতনেত্রে অঝোরে ঝরিল বারিধারা
খুঁজিয়া কিনারা ;
ভাষার আভাসপাতে আঁকিবারে তব রূপচ্ছবি
চাহে মুগ্ধ কবি !

বিশ্বজয়ী অয়ি একেশ্বরী,
তোমার গহন দুর্গে জাগে ভয়—সতর্ক প্রহরী !
দ্বারে দ্বারে অজানার আতঙ্কেতে ত্রস্ত যাত্রী সব,
পথে পথে অচেনার আশঙ্কার আর্ত্ত কলরব—
ভীষণ-ভৈরব ;
কুহুনিশীথিনী তার কাকপক্ষ অন্ধ পাখা দিয়া
রাখে আগলিয়া !

হে অজানা—ওগো অন্ধকার,
যা-কিছু জানি বা চিনি, তারো মর্ম্মে তব অধিকার!
খনিগর্ভে গিরিগর্ত্তে বনমধ্যে সমুদ্রের জলে
তোমার বিজয়-চিহ্ন প্রতি ছত্রে আঁকা ধরাতলে—
সর্ব্ব জলস্থলে;
সীমা নাই, শেষ নাই, বাধা নাই—বসুন্ধরা কাঁপে
তোমার প্রতাপে।
হে অচেনা, হে চির-অজানা।
মানবের মনোমাঝে কে খুঁজিবে তোমার ঠিকানা?
কোথা ফুটে প্রেমপুষ্প কোন্ সে নিভৃত অন্তরালে,
কোথা ছুটে গন্ধ তার কোন্ রস-রহস্য-পাতালে,
কোন্ সন্ধ্যাকালে;
চিত্ত-কুহরের ফাঁকে পাকে-পাকে কত হিংসাবিষ
ফুঁসে অহর্নিশ।
তমোময় তোমার আলয়ে
সূর্য্য চন্দ্র কোনো দিন দৃষ্টি তার হানেনাক ভয়ে;
প্রগল্‌ভের অন্তরালে রচিয়াছ তব রাজধানী,
ত্রিলোক যোগায় নিত্য নিদ্রারূপে পরাভব মানি'
রাজকরখানি;
মরণ-তোরণ দ্বারে ডাক' যারে, সেই শুধু যায়
তব পদচ্ছায়।
রঙ্গময়ি হে অবগুণ্ঠিতা।
তুমি কিন্তু ত্রিভুবনে হের নিত্য চির-অকুণ্ঠিতা;
বঙ্ক বাতায়ন পথে অপরূপ কালো ভুরু হানি'
বাসনার হাত হ'তে খসাও উদ্ধত অসিখানি,
ওগো মহারাণি;
লালসার বক্র দৃষ্টি নিভে তব সংক্ষুব্ধ নিশ্বাসে,
মৌন অট্টহাসে।

হে নিঃসঙ্গ, তবু ভাবি মনে—
তোমারও ঈপ্সিত বুঝি আছে কেহ সুদূর ভুবনে।
বিরহ-বেদনা যার ধূমাঙ্কিত বাসনার ধূপে
ছাপিয়া হৃদয় তব চিররাত্রি জ্বলে কালোরূপে
তমিস্রার স্তূপে;
একবেণীধরা তুমি জাগ' নিত্য নিশীথশয়নে
বিনিদ্র নয়নে।

হে ব্যথিতা, হে অপরিচিতা,
তব রুক্ষ কটাক্ষেতে নিভে' যায় দিবসের চিতা;
সখী রাত্রি একা যাত্রী তোমার গহন কুঞ্জবনে,
অপরাজিতায় ঘেরা, কোকিলের মৌন আলাপনে
জাগে তব সনে;
তোমার বাঞ্ছিত সঙ্গী মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধনেত্রতারা
যোগে আত্মহারা।

হে শঙ্করি, হে প্রলয়ঙ্করি,
তবু বর দাও দেবি, এ জীবনে তোমারেই বরি।
জীবনের পূর্ব্বপারে তুমি ছাড়া কে ছিল মা আর?
মাঝে দু'দিনের সেতু, আছ তুমি ঘেরি' পরপার,
হে চির-আঁধার।
তোমার অনন্ত রূপ চিনিবারে এ মর জীবনে
দীপ্তি এ নয়নে।

ওগো মাতা, ওগো অন্ধকার।
আলোকের অন্ধ শিশু—অক্ষমের লহ নমস্কার;
কি ভাবে তোমারে ডাকি, শ্যাম শ্যামা তাই গড়ি' মনে
তোমার অরূপ রূপ বাঁধিবারে সীমার বন্ধনে
চাহি প্রাণপণে।
অতুল সে কালোরূপে, ছায়াচ্ছবি তব প্রতিমার,
নমি বারংবার, অয়ি অন্ধকার॥

নীহারিকা

না জানি সে কোন্ সৃজন-উষায়
রাঙা আলো উৎসুক
অন্ধকারের অচিন মুকুরে
গোপনে হেরিল মুখ।
কি জানি কি ভেবে বুক হ'তে তার
দীর্ঘশ্বাস উঠে'
আলোর ব্যথায় কালো দর্পণে
নীহারবিন্দু ফুটে।
তাই নিশীথের গগনে গগনে
অশ্রুবাষ্পে লিখা,
সৃজন-উষার প্রথম বেদন—
নীহারিকা, নীহারিকা।

তাই আজও হায়, উষায় উষায়
আলো-আঁধারের কূলে
হেসে-ফুটে'-ওঠা ফুলের নয়নে
নীহার-অশ্রু দুলে।
সন্ধ্যায় পুন উদাস আকাশে
আশার আভাস ভাসে,
অকূল ঘুমের নিঝুম অতলে
সোনার স্বপন হাসে।
দূরে দূরে জ্বলে আঁধারের তলে
তুষার-শীতল শিখা,
গগন-মরুর মরীচিকামালা—
নীহারিকা, নীহারিকা।

অরূপ তিমিরে পুলকাঞ্চিত
প্রথম রূপের পরী।
আলো-ছায়া-আঁকা আধ-ঘুমে-মাখা
নবজাগা অপ্সরী—
ধূপ-ধূম-ছায়ে রূপের শিখাটি
ঝাঁপি' রাখি' অঞ্চলে
কোন্ অপরূপ রূপের আশায়
জাগিছ আকাশ-তলে?
প্রলয়ক্লান্ত শঙ্করভালে
পহিল চাঁদের টিকা,
অরূপ সায়রে রূপছায়াছবি—
নীহারিকা, নীহারিকা।

ভ্রমণভ্রান্ত জগতের পথে
তুমি আজও গতিহীন,
যত টানাটানি তত ঠেলাঠেলি—
স্থির তুমি অমলিন।
ভাবের প্রভাতে অরুণের রথ
তোমারি ছায়ায় থামে,
তোমারে পরশি' আলোর প্রদোষ
আঁধার বর্ম্মে নামে;
মরণকৃষ্ণ জীবনসাগরে
অয়ি দিগ্‌বর্ত্তিকা।
রজনীর উষা, দিনের সন্ধ্যা—
নীহারিকা, নীহারিকা॥

মরণ

সে দিন দুর্য্যোগরাত্রে আমার এ বাতায়নে
মরণ মেলিয়া দিল পাখা ;—
বিপুল ছায়াটি তার পড়িল এ গৃহাঙ্গনে
পাতালের কালো মসী মাখা !
পাখার ঝাপটে তার সমস্ত আকাশ যুড়ি'
হাহাকার উঠিল ধ্বনিয়া—
অস্ফুট গম্ভীর শব্দে নিশাচর গেল উড়ি'
কক্ষে কক্ষে দীপ নিভাইয়া !

কত দিন গেছে চলি' ; প্রভাত আসি' আবার
জাগায়েছে ঘুমন্ত জগতে ;
একখানি নিদ্রা, হায়, শুধু ভাঙে নাই আর
দিবাদীপ্ত চেতনার পথে।
আবার উঠেছে জ্বলি' নিভানো প্রদীপগুলি
গোধূলির তারকার সাথে—
একখানি তারি মাঝে জ্বলিতে গিয়াছে ভুলি'
অদৃষ্টের অঞ্চল-আঘাতে !

গেল যে, সে গেল বেঁচে, পড়ে' যে রহিল পিছে,
পলে পলে তারি ত মরণ ;—
চিরদিন তারে চেয়ে কাঁদিতে হইবে মিছে,
—এই নিয়ে মানব-জীবন !
চঞ্চল প্রাণ-তরঙ্গ অশ্রান্ত বলিয়া চলে
আবর্ত্তিত লক্ষ সুখেদুখে—
এক দিন আসে মৌন সে অশান্ত কোলাহলে,
মরণের শিলা-হিম-বুকে !

অশান্ত ঝটিকাশেষে এক দিন আসে শান্তি,
ক্লান্তিশেষে আসে সে আরাম ;
দূর করে জীবনের যত কিছু ভুল ভ্রান্তি
মরণের মহা-পরিণাম।
স্বপ্ন-শেষে জাগরণ, অন্ধকার-শেষে আলো,
সংক্ষুব্ধ-সাগর-শেষে বেলা ;—
সেই দিন হয় শেষ যত কিছু মন্দ-ভালো
—ফুরায় এ জীবনের খেলা ॥

হিমালয়

বারেক আমারে তুমি দেখা দিয়ে আজ
ভাঙিলে সকল গর্ব্ব হে রাজাধিরাজ,
সৃষ্টিপিতামহ ভীষ্ম ওগো হিমাচল।
দিনে দিনে তিলে তিলে আপনা-বিহ্বল—
রচেছিনু মনে মনে যে দম্ভনিলয়,
কঠিন কটাক্ষে তব লভি' তা বিলয়
মুহূর্ত্তে মিশিছে ওই চরণের তলে
চরণ-ধূলার মত' আজি পুণ্যফলে।
কি আনন্দ। ক্ষুদ্র আমি, লঘু আমি আজ,
মুক্ত আমি তব স্পর্শে হে নগাধিরাজ।
একি হর্ষ। আজি মোর ভারমুক্ত প্রাণ
সুদূরের যাত্রাপথে বিহঙ্গসমান
লভিল অপূর্ব্ব গতি। তুচ্ছতা তাহার
সত্যরূপে আজি তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

আমারে করিয়া ক্ষুদ্র—ওগো গিরিরাজ !
সত্যকার বড় তুমি করিয়াছ আজ,
হে দেব, হে হিমালয় ! অহঙ্কারে গড়া
অসত্যের আবরণ, কলঙ্ক-পসরা
নিজ হাতে কাড়ি' লয়ে করিয়াছ দান
সুযোগ্য শিষ্যের মূর্ত্তি মঙ্গল মহান্।
প্রেম দিয়া অগৌরবে করিয়াছ জয়,
অভয় আশ্বাস মন্ত্রে হরিয়াছ ভয়
দুর্ব্বলের চিত্ত হ'তে ; লভি' সঙ্গ তব
সকল রিক্ততা মোর স্বর্ণ অভিনব—
স্পর্শমণি স্পর্শে যথা ; লঘু বাষ্পরাশি
তোমার শীতল স্পর্শে দ্রব হয়ে আসি'
দুই বিন্দু আঁখিজলে পরিণত আজ,
হে মোর কঠিনকান্ত, হে অচলরাজ।

মৌনী তুমি, তাই এরা এত মিথ্যা কহে !
জানে তব রুদ্রপাণি বজ্র নাহি বহে
দণ্ড দিতে দর্পিতেরে ! তুমি সংজ্ঞাহারা
পাষাণ প্রস্তরশিলা—অন্ধকার কারা !
জীবের জীবন-ধারা—নির্ঝরিণী নদী
যে বক্ষে লভিয়া জন্ম নিত্য নিরবধি
করুণা-অমৃতস্তন্যে বসুধা বাঁচায়,
তাহারে বাঁধিতে চায় জড়ত্ব-খাঁচায় !
অনন্ত রত্নের খনি নিত্য যার দান,
সে হ'ল নির্জ্জীব নিঃস্ব—অহল্যা পাষাণ !
যোগী তুমি স্তব্ধবাক্—এরা চাহে কথা,—
সমাধি যে ভিত্তিহীন বর্ব্বর-বারতা !
দেবাত্মা কহে না কথা, মগ্ন সৃষ্টিকাজে—
বাড়িছে মিথ্যার ধূলা তাই বিশ্ব মাঝে।

শঙ্কর করেন বাস সমুচ্চ কৈলাসে,
জগন্মাতা,—জন্ম তাঁর শৈলেশ-আবাসে,
মেনকা-মায়ের কোলে। স্পর্দ্ধা ত অল্প না।
কর্ম্মক্লীব কবিদের অলীক কল্পনা।
সেই সত্য, এরা যারে সত্য বলি' মানে
আপন সঙ্কীর্ণ দুটি দৃষ্টিমাঝখানে ;
দুদিনের বিজ্ঞানের তথ্যে রাখে বাঁধা
বিশ্বের বিধান-বার্ত্তা, না মানিয়া বাধা
অন্তরের দিক হ'তে ; আত্মার প্রলাপ—
দুর্ব্বলের সৃষ্টি বলি' দেয় অভিশাপ ;
অর্থ ছাড়া নিরর্থক সকলি বিশ্বের,
নিখিল গৌরব বাঁধা যাহাতে নিঃস্বের।
সেই শিক্ষা শ্রেষ্ঠ, যার যত আস্ফালন,
বাকি সব মিথ্যা মাত্র, ভীরুর স্বপন।

তব অপরূপ রূপ যে জেনেছে মনে,
সে তোমারে আত্মদান করেছে গোপনে—
নিশ্চয় নিশ্চিত ইহা। বাহিরের চোখে
কতটুকু দেখা যায় আঁধার-আলোকে।
কতটুকু যায় চেনা ? তাই 'ত সকলে
তোমারে হে প্রিয়তম, হিমাচল বলে।
সৃষ্টির মঙ্গলমূর্ত্তি দধিপাত্র শিরে
শিবেরে করিয়া কোলে 'পালিছ পৃথ্বীরে ;
বহাইয়া সুরধুনী পুণ্য বক্ষঃসুধা
পিয়ায়ে নিখিল জীবে পুষিছ বসুধা ;
রুক্ষ কাঠিন্যের বর্ম্ম দেখি যা নয়নে,
সে তোমার বাহ্যরূপ সমাধিশয়নে
সর্ব্বকালজয়ী দেহ। শৃঙ্গবাহু তুলি'
ডাকিছ সন্তানে তব স্বর্গদ্বার খুলি'।

কমঠকঠিন-অঙ্গ, প্রস্তর-আকার,
তবু তার প্রাণ আছে—করে তা স্বীকার
শিশুছাড়া সর্ব্বজনে, যে বা চক্ষুষ্মান্ ;
যদিও আপাতদৃশ্যে সে শুধু পাষাণ।
আরো বড় হবে যবে মানবশৈশব,
দৃষ্টি-অন্তরালে যবে শিখি' অনুভব
হেরিবে নূতন চক্ষে অন্তর্দৃষ্টি খুলি'—
সেদিন তব এ বাহ্য আবরণ ভুলি'
স্বরূপ দেখিবে তব ভবিষ্য-মানব ;
ধ্যানমূর্ত্তি হেরি' তব হইবে নীরব
আজিকার অবিশ্বাসী ; বন্দিবে বিস্ময়ে
তোমার ও পাদদেশ ভক্তিভরা ভয়ে।
হে তাপস, হে সুন্দর, হে চিরমঙ্গল,
সেদিনের কথা ভাবি' চোখে আসে জল।

তোমার নির্ঝর, নদী, অরণ্য, কান্তার,
উপত্যকা, অধিত্যকা, সমতল, পাড়,
গুহা, গুম্ফা—সবি শুধু দেয় পরিচয়—
তোমারে দিয়েছে ধরা সর্ব্ব-সমন্বয়।
তোমারি শিখরে হেরি অখণ্ড আকাশ,
তোমারে ঘেরিয়া আছে পবিত্র বাতাস—
জীবের জীবনরূপী ; ধাতু শিলা প্রাণী
একত্র আহরি' বক্ষে মহারাজধানী
গড়িয়াছ বক্ষে তব ওগো হিমরাজ,
যা কিছু নিখিল বিশ্বে হেরি তব সাজ।
প্রথম প্রভাত-রবি উঠে তব ভালে ;
প্রথম চন্দ্রের টিকা তোমারি কপালে ;
কোটি তারাহার কণ্ঠে ; মেঘের বসন
বিচিত্র বর্ণের মেলা অঙ্গের ভূষণ।

প্রত্যহ প্রত্যূষে রবি পরায়ে তিলক
তোমার তুষার-ভালে, প্রসাদ-আলোক
বিতরে বিপুল বিশ্বে, বন্দনার শেষে;
চন্দ্রের চন্দনরেখা ও ললাটদেশে
প্রথম পরশ লভি' ঝরি' পড়ে ধীরে
সুস্মিত কিরণ রূপে তিমিরের তীরে।
তব আজ্ঞাবাহী মেঘ বহি' বৃষ্টিধার,
সৃষ্টিরে পালিছে নিত্য ভরিয়া ভাণ্ডার
ফল-শস্য-বারি-দানে, আর্ত্ত জীব তরে।
পবন ঢুলায় নিত্য ঝাউএর চামরে
তুহিনশীতল বায়ু, অনন্ত আকাশ
তারার ঝালর দীপ্ত ধরে বারোমাস।
ধরণীর একচ্ছত্র অজেয় সম্রাট্,
এই ত রাজার রূপ শাশ্বত বিরাট্।

সিঞ্চলের সূর্য্যোদয়—বিশ্বমানবের
সৌন্দর্য্যের শেষ বাণী সৌর জগতের।
স্রষ্টার চরম সৃষ্টি—অপূর্ব্ব সুন্দর—
অপূর্ব্ব বিরাটসঙ্গী—গৌরী-মহেশ্বর।
কল্পনার শেষ কথা—বিস্ময়-বারতা
সারা বিশ্বভুবনের—শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।
সে দৃশ্যের দ্রষ্টা আর কি করিবে ভয়
রুদ্রের মৃত্যুরে আজি। লভিয়া বিজয়
মানবেরই দৃষ্টি দিয়া সে যে দেখিয়াছে
শিবের সুন্দর মূর্ত্তি ভীষণের কাছে।
'তাই আজি মনে হয়—ত্রিকালজ্ঞ যাঁরা—
মুনিঋষি তপোধন, কি হেতু তাঁহারা
তোমাতে করেন বাস—ওগো হিমাচল।
স্বর্গের সোপান তুমি, প্রমূর্ত্ত মঙ্গল।

সিঞ্চলের সূর্য্যোদয়—সৌন্দর্য্যের শেষ।
যেথায় ধরণী করে নয়ন-উন্মেষ
ধরণীনাথের পানে, প্রথম পুলকে—
ছাড়িয়া সূতিকাগৃহ, লজ্জারাঙা চোখে।
অসংখ্য সন্তানে আজি ভরা তার কোল,
খসিয়া পড়িছে ধীরে বক্ষের নিচোল
কুয়াসার স্বপ্নসম ; লঘু মেঘবাস
বাঞ্ছিতের করস্পর্শে অনিবদ্ধপাশ।
ভোলে না সন্তানে তবু, সবাকার লাগি'
স্বামীর সদয়দৃষ্টি লইতেছে মাগি'।
পিতা যার মৃত্যুঞ্জয়, কিবা তার ভয়,
মা জননী অন্নপূর্ণা, অব্যয় অক্ষয়
নিয়ত ভাণ্ডার যার—কিবা দুঃখ তার?
হে শিবসুন্দর-মূর্ত্তি, লহ নমস্কার।

হে গিরি, কোথায় আজি তব গিরিরাজ,
মায়ের ব্যথার মূর্ত্তি—মা-মেনকা আজ
কোথা গেল? কোথা গৌরী শিবসীমন্তিনী—
অচলনন্দিনী উমা—কৈলাসবাসিনী?
সত্যই কি মিথ্যা সব, কবির কল্পনা,—
ঋষির মানসী মূর্ত্তি—ধ্যানের ধারণা?
মিথ্যা যদি—সত্য চেয়ে সেই মিথ্যা মোর
জন্ম জন্ম হোক্ কাম্য—তারি মায়াডোর
বাঁধুক জীবনে মোর চিরতন্দ্রাজালে ;
মাগিব না অন্য সত্য কভু কোনকালে।
মিথ্যা যদি—নিত্য শিব বাঁধা তার সাথে?
সুচিরসুন্দর—সেকি মিলিত তাহাতে।
শিবসুন্দরের সঙ্গে যেবা সুসঙ্গত,
সেই মোর মহাসত্য—বাকি মিথ্যা যত।

হিমালয়, মনে হয়, সবসুদ্ধ তোরে
পারিতাম বক্ষে যদি টানিতে আদরে,
আজি এ মাহেন্দ্রক্ষণে। এত বড় বুক
বেড়েছে আমার, লভি' তব সঙ্গসুখ।
মনে হয়, আজ আমি তোরও চেয়ে বড়—
এত সর্ব্বগ্রাসী স্নেহ হইয়াছে জড়'
আমার এ বক্ষোমাঝে, মিথ্যা ইহা নয়।
এই মুহূর্ত্তের শক্তি, লভিয়া সঞ্চয়
তিলে তিলে দিনে দিনে, সাধনার বলে—
হইত অক্ষয় যদি স্থায়ী পুণ্যফলে,
সম্ভব হইত বুঝি সাধ আজিকার ;
কিন্তু সে কি সাধ্য কভু ? হে প্রিয় আমার।
এই ত গেলাম নামি, হৃতসর্ব্ববল ;
ফিরিয়া আসিছে চক্ষে সেই অশ্রুজল॥

সিন্ধু-উদ্দেশে

ও গুরু গর্জ্জন কার ?—কোথা হ'তে পশিতেছে কানে।
অপার বিস্ময়-সাথে শঙ্কা জেগে উঠে যে পরানে
শুনি' ও ভৈরব রব। হুহুঙ্কার—নাকি হাহাকার—
অথবা উভয়ে মিলি' হানিতেছে চিত্তের দুয়ার,
আজি এ আষাঢ়-রাত্রে।
কুরুক্ষেত্রে ভীষণ আহবে,
ক্রোধক্ষুব্ধ ক্ষত্রিয়ের সম্মিলিত কোদণ্ডের রবে,

পৌরনারী-শোকদীর্ণ-কণ্ঠ মিলি তুলিল যে ধ্বনি
আর্ত্ত-ভয়ঙ্কর-মিশ্র, আন্দোলিয়া অম্বর-অবনী
তারি কলোচ্ছ্বাস কি ঐ? নতুবা এ বিশ্ব-চরাচরে
এত শক্তি কার কণ্ঠে, এত ব্যথা কাহার অন্তরে?
প্রমত্ত ঝটিকা-গর্জ্জ আসে যায় উঠে নামে পড়ে,
কভু বা উন্মত্ত ক্রোধে নেমে আসে ধরণীর 'পরে,
কভু ফুলে রুদ্ধ-রোষে, মন্দীভূত কভু অকস্মাৎ
মন্ত্রাহত সর্প যথা ভুলে নিজ উদ্যত আঘাত।
এ ত নহে তার মত ছন্দভঙ্গের দৃপ্ত আস্ফালন,
অনন্তকল্লোলক্ষুব্ধ এ যে দেখি তরঙ্গগর্জ্জন!
দিন যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, বর্ষ যায় ভাসি,
তোমার গম্ভীর মন্ত্র—হে সমুদ্র, চির অবিনাশী
ধ্বনিত যুগান্তকাল! সৃষ্টিকার পৃথ্বী যায় টুটে,
তটান্ত-বালুকাস্তূপে রেণুরূপে গিরিশৃঙ্গ লুটে,
সুবিপুল অরণ্যানী খনি-গর্ভে কবে লুক্কায়িত;
অপরিবর্ত্তনশীল! তুমি নিত্য তুলনারহিত!
স্রষ্টার আদিম সৃষ্টি—হে অম্বুধি অনন্ত অপার,
দুর্জ্জেয় রহস্যময়! তবু আজি রহস্য তোমার
ভেদ করিবারে চায় ঐ তব ক্ষুব্ধ ভাষামাঝে—
এ ক্ষুদ্র মানবশিশু—কোথা তার মর্ম্মব্যথা বাজে!
চাহিয়া বিরাট ঐ নীলোজ্জ্বল বাষ্পনেত্রপানে
কত কথা মনে আসে অকারণে, কেন যে কে জানে।
কিন্তু ও কি ভাষা স্পষ্ট ও কি আর্ত্ত স্বর-মূর্চ্ছনা!
জননী না রাক্ষসীর প্রতিমূর্ত্তি তুমি গো ভৈরবী
বিস্ফারিত-জলনেত্রা! একবার ভাবি মনে মনে
জননী না হবে যদি, চির-অশ্রু কেন ও নয়নে
শুকায় না জলে তাহা, কেন ও হৃদয়-হিন্দোলায়
অহোরাত্র আন্দোলিত মেদিনীর [illegible] ক্রন্দন

চিরস্তন্য ধারা [illegible] কেন বাঁধিয়াছে [illegible] ক্ষীণ রজ্জু
বাঁধিয়া [illegible] বিশ্ব [illegible]-ব্যাকুল [illegible] সুক্ষ
ঐ [illegible] মায়া—[illegible] শোক করুণ [illegible]
স্নেহের [illegible] ভাবি [illegible]
কিন্তু [illegible] স্নেহ [illegible] কি [illegible] হয় [illegible]
মোদের [illegible] অমন [illegible]
জননীর স্নেহ [illegible] ভায়ে [illegible]
দুর্ব্বার [illegible] দেয় চির [illegible]
[illegible] মা'র [illegible] স্নেহের ধারা নহে [illegible]
সন্তানে [illegible] হেরি [illegible] তাঁর [illegible]
তোমার [illegible] মূর্ত্তি [illegible]
তুমি চলিয়াছ [illegible] আত্ম [illegible] ক্ষীণ
[illegible] হতে দিগন্তরে [illegible]
দুর্নিবার [illegible] বহিতেছে [illegible]
মৃত্যুময় [illegible] নাহিক কিনারা [illegible]
হীনবল যাত্রী [illegible] করিয়া দিশাহারা [illegible]
[illegible] মৃত্যু গর্জ্জিয়া আসিছে চারিধারে [illegible]
মগ্ন করি [illegible] প্রলয়-আঁধারে [illegible]
আশাহীন [illegible] ডাকে—[illegible]
উত্তরা [illegible]
নির্ম্মম [illegible]
'মৃত্যু মৃত্যু [illegible]" [illegible] জীবনে [illegible] নিত্য [illegible]
এ, যদি জননী-স্নেহ [illegible] ধর্ম্ম [illegible] কারে [illegible]
সেও কি [illegible] হতে [illegible] মৃত্যু দিতে [illegible]?
সুধা-[illegible]
মোদেরি [illegible] ভাগ্য [illegible] কি [illegible]
সেই ভাগ্য [illegible] মৃত্যু [illegible]
[illegible] জীবন [illegible] কি মোর [illegible]

তুচ্ছ শক্তিসুরামত্ত গর্ব্বস্ফীত বর্ব্বরের দল
ক্ষুদ্র স্বার্থ-সিদ্ধি লাগি ওই দেখ উন্মত্ত চঞ্চল
হানিতেছে পরস্পরে। সৃষ্টিরে করিতে অস্বীকার
উদ্ধত বাসনা লয়ে ধর্ম্মেরে হানিছে বারংবার।
ভাই—সে ভায়ের কণ্ঠে অবহেলে বসাইছে ছুরি
দেশব্রত-আস্ফালনে, মুখে লয়ে বাক্যের চাতুরী।
বিশ্বহিত লোকসেবা—শূন্যগর্ভ বচন-বুদ্বুদ
সাজাইয়া পুঁথি-পত্রে, বিরচিছে অভূত-অদ্ভুত
জগতের সাম্য-সাম—কিন্তু সে কি কভু নিজ তরে?
বিন্দুমাত্র ত্রুটি যেথা স্বীয় স্বার্থ-সাধন-মন্তরে—
অমনি ভাসিয়া যায় নীতিধর্ম্ম ঊর্ম্মিতে তোমার,
শক্তি দেশভক্তি নামে আপনারে করে সে প্রচার
উদগ্র খড়্গের মুখে—আত্মীয়ের শোণিত-অক্ষরে;
দম্ভে দর্পে নীচতায় জিনিবারে চাহে পরস্পরে।
এই যদি শিক্ষা আর সভ্যতার মহা পরিণাম,
তবে সে সভ্যতা-শিক্ষা—দূরে হ'তে তাহারে প্রণাম।
হেন শক্তি নাহি কি সে, সর্ব্বনাশ সাধিয়া তাহার,
বিশ্বের ললাট হ'তে ধৌত করে কলঙ্কের ভার
চিরদিবসের মত'? অযুত রাক্ষসী সেনা লয়ে
হে সিন্ধু, দাঁড়াও আজি তোমার সংহারমূর্ত্তি লয়ে।
দেখাও মুহূর্ত্তে আজি স্বার্থ চেয়ে ভয়ঙ্কর তুমি—
রুদ্রমূর্ত্তি ধরি' তব ধ্বংস দিয়ে ঢাক' ধরাভূমি,
বিশ্বের কল্যাণ তরে। 'এস এস হে উগ্র বিরাট্,
শান্তি-বারি ছড়াইয়া মঙ্গলের মন্ত্র কর' পাঠ।
এস হে সলিলরূপী ফেন-জটা এস হে ধূর্জ্জটি!
এস হে প্রলয়ঙ্কর। ঊর্ম্মিনাগ-পরিহিত-ধটী—
কমঠ-কপাল কণ্ঠে, ভৈরব হুঙ্কার-শিঙা মুখে,
এস হে শঙ্কর ক্ষিপ্ত! হান' শূল ধরা-দৈত্য বুকে।

এস হে বঙ্কিমঠাম ঘনশ্যাম ফেন-পুচ্ছ শিরে,
এস হে নয়নারাম। এস কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-তীরে,
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ মুখে—অধর্ম্ম-কৌরবদর্পহারী।
শেষশয্যাশায়ী বিষ্ণু। চক্রধারী—এস হে মুরারি।
উর্ম্মিমালা গলে দোলে, প্রবালের বরগুঞ্জাশোভা,
চন্দনশীতলস্পর্শ, নীলকান্তি, মুনিমনোলোভা—
এস শ্যাম-দরশন। ঝাঁপ দিয়ে ও রূপ-সায়রে
গৌরাঙ্গ লভিলা মুক্তি; দিন-শেষে দাঁড়াও শিয়রে॥

পদ্মাতীরে

পদ্মাতীরে পড়ে' এল বেলা।
কলকোলাহলক্লান্ত দিবসের মেলা
সন্ধ্যার মেঘের সাথে
তন্দ্রাস্তব্ধতাতে
মিলাইয়া এল ধীরে
ধরিত্রীর তীরে;
তটতরুদল
দক্ষিণের পরশনে পুলক-বিহ্বল,
দিবসের ক্লান্তিশেষে,
স্বপ্নাবেশে
ফিরে' যেন পেল আপনারে;
তীরে-নীরে নদীপারে-পারে
জাগিল মর্ম্মর-কথা—
আনন্দ-উচ্ছল গীতি—ভাষাহীন কলমুখরতা;
তীরাস্তৃত বালুকার রাশি
মৃদুহাসি'
শু'ল পাশ ফিরে'—
ঝিল্লির ঝাঁঝর-বাজা অন্ধকারে অঙ্গখানি ঘিরে'।

হেরিনু অসংখ্য ঊর্ম্মি [illegible]
স্তরে-স্তরে সারিগান গেয়ে
উদ্দাম উল্লাসে কত উদ্বেগ-চপল—
পারাবার-তীর্থযাত্রী দল
চলিয়াছে চিররাত্রিদিন
সুদূর [illegible] নেত্র রাখি' নিমেষবিহীন
কি জানি কেমনে
[illegible]
আলোছায়া-ঝিকিমিকি সেদিনের ফাল্গুনের সাঁঝে—
ঐ তরঙ্গের মাঝে [illegible] ধারা-যন্ত্র বাজে।
পরস্পর
আঁকা-বাঁকা আলো-কালো উঁচু-নীচু প্রভেদ বিস্তর;
নির্ব্বিবাদে তবু পাশাপাশি—
একস্তরে কোটি সঙ্গী সকৌতুকে চলে কলহাসি';
চেয়ে তারি পানে—
ঊর্দ্ধে চলে মেঘমালা সেই সাথে অজানা উজানে।
মনে হয় হেরি' ওই ঊর্ম্মিমালা, প্রাতঃসূর্য্যকরে—
আলোকের কলহংস ভেসে' যায় যেন কলস্বরে
লক্ষ-লক্ষ শুভ্র পক্ষ মেলি';
স্বর্ণাঙ্কিত চেলি,
সায়াহ্নের বর্ণ-ভাঙা রাঙা অন্ধকারে,
যেন তারা উড়ে' চলে পারে—
গৈরিক তরঙ্গ আঁকি
চক্রবাকী
[illegible]
গায়ে-[illegible]
কাজল-তিমিরে
রজনীর [illegible]
ঊর্ম্মিপুঞ্জ [illegible]

শুধু শোনা যায়

মর্মরিত [illegible]—শুধু ঐ মর্মরিত [illegible]

অনন্তের কালস্রোত-তারি পানে চেয়ে

সেতারে মিলায় তার ঐ সুরে গান গেয়ে

চেয়ে তারি পানে

বিশ্বের অব্যক্ত বাণী ধ্বনি' উঠে কথাহীন গানে।

দিনে-রাতে

হেরি তারি সাথে

অগণিত লক্ষ উর্ম্মিদল,

শব্দে গন্ধে রূপে ছন্দে স্পন্দমান নিয়ত চঞ্চল;

আকাশের তারা

মহাশূন্যে মালা গেঁথে চলিয়াছে চির-শ্রান্তি-হারা;

প্রাণ-প্রবাহ

অনুদিন অক্লান্ত উৎসাহ

অসংখ্য জীবের মাঝে দেশে-দেশে চলিয়াছে ছুটে';

বীজ রেখে ফল যায় টুটে'

সেই বীজে ফল ফের ফলে,

জীবন-প্রবাহ এঁকে সৃষ্টিমাঝে শূন্যে স্থলে জলে;

শৈলশৃঙ্গে পৃথ্বীগাত্রে মৃত্তিকার স্তর—

ঐ তরঙ্গেরি রেখা স্তবকে স্তবকে, স্তরে-স্তরে,

চলে বিশ্ব-তরঙ্গের শ্রেণী—

অস্পষ্ট কোথাও স্পষ্ট—আন্দোলিত অনন্তের বেণী!

উর্ম্মিহার,

অনাদি যুগের বক্ষ অজানিত অক্ষরের সার

রহস্যে ভরি' উঠে' ধীরে,

শুনায় [illegible] অমৃতের তীরে [illegible]

ঐ উর্ম্মিমালা—

প্রভাতে-সন্ধ্যায় নিত্য সাজাইছে ডালা

অসীমের পদে,
ভেসে-যাওয়া অর্ঘ্য রচি' কুমুদে-কহ্লারে-কোকনদে ;
ওই রস-তরঙ্গের ধারা
আপনি সর্ব্বস্বহারা অপারের খুঁজিছে কিনারা ;
লক্ষ্যে স্থির—গতিতে চঞ্চল
অনন্ত পথের পান্থ শুধু কহে—চল্ চল্ চল্ ।
হে নিয়তি, দ্বিধাহীনগতি !
আজি কবি পাঠায় প্রণতি
তোমার লক্ষ্যের পানে—
তব মাঝখানে ;
তোমার যাত্রার বার্ত্তা কহ আজি সবে—
শক্তিমত্ত মোহান্ধ মানবে ;।
পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমের পানে,
শুনাও সকল বর্ণে, জাতি-ধর্ম্মে প্রত্যেকের কানে,
তোমার প্রশান্ত মন্ত্রবাণী—
স্বার্থে নয় দ্বন্দ্বে নয়—ঐক্যে শুধু লক্ষ্য বলি' মানি ।
অনন্তের পথে
জলে-স্থলে নাহি ভেদ, নাহি বাধা সমুদ্রে-পর্ব্বতে ;
বিচিত্র ছন্দের মধ্য দিয়া
অসীমের সাম্য-সাম অবিশ্রাম উঠিছে ধ্বনিয়া—
সেতারের তারে-তারে যথা
সুরে-সুরে ঘুরে'-ঘুরে' পূরে' উঠে গানের পূর্ণতা ;
তরঙ্গের ভঙ্গীর বিভেদ—
সে ধ্রুবযাত্রার পথে নহে বিঘ্ন—নহে প্রতিষেধ ;
একলক্ষ্য চলোচ্ছল তরঙ্গের দল
নিশিদিন কলস্বরে তাই বলে—চল্ চল্ চল্ ।।

উৎসবে

হে উৎসব ! হে আনন্দ ! তোমার অতীত ইতিহাস—
কোন্ কল্পলোক হ'তে বহি' আনে কিসের আভাস ?
কোন্ পূর্ব্বে কোন্ অমরায়
কবে কোন্ পূর্ণিমানিশায়
প্রথম বাসর তব যাপিয়াছ বাসব-সভায়,
অশ্রুহীন অমর নয়ন
অনিমেষ চাহি' অনুক্ষণ
তোমারে বরিয়া নিল ত্রিলোকের কামনার ধন ;
নন্দন বিলাল ফুলবাস,
বসন্তের বহিল নিশ্বাস—
তারি সাথে তাল রেখে মন্দাকিনী তুলিল উচ্ছ্বাস ।
মধুমাস মধুবাস চারিপাশে ফুটে মধুহাস—
এই তব জন্ম-ইতিহাস ।

তার পরে—ফিরে' কোন্ বৈদিকের শান্ত তপোবনে,
দেবকল্প ঋষিদের যজ্ঞ-সমাগম-শুভক্ষণে—
অরুণের প্রথম ইঙ্গিতে
সামচ্ছন্দে মিলিত সঙ্গীতে
স্রোতস্বতী-সরস্বতী-তীরতলে ছিলে তরঙ্গিতে !
হোমধূমে হবির্গন্ধভারে
স্বর্গগামী অর্ঘ্য-উপচারে
স্বাহাস্বধামন্ত্রভরা রিষ্টি-হরা ইষ্টমন্ত্রাগারে ;
শান্তমুখে শুচি-শুভ্র হাসি—
স্বর্ণ-পাত্রে কুন্দফুলরাশি ।
তেজস্বী তাপসকণ্ঠে স্বস্তিবাণী উঠিল উচ্ছ্বাসি' ;
মহোৎসবে মুখরিত স্বল্পভাষী তপোবনবাসী—
স্বভাবতঃ আনন্দে উদাসী ।

হায় রে কোথায় স্বর্গ—কোথা বা সে পুণ্য তপোবন ;
কোথায় এ চির-আর্ত্ত মর্ত্ত্যলোকে উৎসবের ব্যর্থ আয়োজন।
ইন্দ্রের নন্দনে যাহা রাজে,
সে কি সাজে পথপঙ্কমাঝে ?
চির-বিধবার বীণে সুখের সাহানা—সে কি বাজে ?
রোগ শোক যুদ্ধ আর জরা
শ্মশানের হরিধ্বনিভরা—
লক্ষ শত বেদনায় নিয়ত কাতরা বসুন্ধরা ;
চক্ষে যেথা অশ্রু জেগে রহে,
হাহাকার নিত্য চিত্ত দহে—
হাসি কি তাহার কাছে নিদারুণ পরিহাস নহে ?
উৎসব সে কোথা পাবে ? সাহারায় সুরধুনী বহে ?
কার সাধ্য এত মিথ্যা কহে।

এই যে কহিল কথা—এই যে ডাকিল প্রিয় নামে—
সে সুর মিলাল কোথা স্বরহীন কোন তিনগ্রামে।
কিসের আশ্বাস নিয়ে তবে
বীণা বেঁধে আনিব উৎসবে,
'নাই' ও 'হারাই' নিয়ে হেথাকার অভিনয় যবে।
নিরালায় নিভৃত সন্ধ্যায়
সাজাইছ যে প্রাণসখায়—,
জান কি তাহারি ডাক পড়িয়াছে সুদূরে কোথায় ?
বিরহের যে ভয়ের লাগি
কত নিশি যাপিয়াছ জাগি',
শতবার দিব্য দিয়া একই কথা লইয়াছ মাগি',
ব্যথা বুঝিবার আগে জন্মশোধ সে গেছে তেয়াগি',
আনন্দ কোথায় অনুরাগি' ?

কোন্ উপাদানে, হায়, তোমার গঠন—ওরে মন।
নাই শান্তি নাই তৃপ্তি—দিবারাত্রি ঝুরিছে নয়ন;
হাস' যবে প্রাণপণ হাসি,
তারও যে গোপন বক্ষোবাসী
কাঙাল কঙ্কালসার রুদ্ধদ্বার হিয়া উপবাসী।
চক্ষে ভাসে আনন্দ তরল,
বক্ষ বেয়ে উঠে অশ্রুজল—
বিন্দু অমৃতের তলে পানপাত্রপূর্ণ হলাহল।
এই নিয়ে জীবনের খেলা,
এই নিয়ে মিলনের মেলা—
এই নিয়ে কুয়াশায় মেঘচ্ছায় বেড়ে যায় বেলা;
কে কোথায় ডুবে' যায়, শেষে হায়, তুমি সে একেলা—
পারাবারে ভেসে চলে ভেলা।

ঐ যে প্রলয়-ঝঞ্ঝা উঠিয়াছে পশ্চিমের কোণে—
কি করিতে পার তুমি—সে কি কারো অনুযোগ শোনে?
বৈষ্ণব—সে তুলসী-তলায়
নিজমনে জীবে দয়া চায়,
বিশ্ব জুড়ি' তান্ত্রিক যে বসিয়াছে শব-সাধনায়।
কোথা মন্ত্র কোথা জপমালা,
কোথায় বা বংশীধর কালা—
চেয়ে দেখ—লোলজিহ্বা খড়্গহস্তা ভৈরবী করালা।
কমলা—সে লুকাল কোথায়?
জীবতরা তারা নাহি হায়।
রক্তাম্বরা ছিন্নমস্তা আপনার বক্ষোরক্ত খায়।
ভয়ে বিশ্ব মুদে আঁখি, শান্তি লাজে শিহরি' লুকায়—
তবু হায়, আনন্দ যে চায়।

সত্যই যে আনন্দই চাই, গান চাই, চাই আলো—
মরণের কোলে বসে' দণ্ড দুই তবু বাসি ভালো।
বিরহের চিন্তা-চিতা জাগে,
তবু হায়, অন্ধ অনুরাগে
বক্ষমাঝে চেপে ধরি প্রাণপণে—যারে ভালো লাগে।
তাই এই আনন্দের মেলা,
তাই এই উৎসবের খেলা,
তাই এই মিলনের অভিনয়, যতক্ষণ নাহি পড়ে বেলা।
ডাক 'প্রিয়' ডাক 'প্রিয়তম'—
ডাক 'বন্ধু' ডাক 'সখা মম',
বল 'ক্ষমা করিলাম', বল 'ক্ষম অপরাধ মম'—
মিলনে বরিয়া লও জীবনের চিরসঙ্গী সম ;
উৎসব, তোমায় নমোনমঃ।

কিন্তু হায় কতক্ষণ—পথ যে ফুরায়, দিন যায়—
গোধূলির স্বপ্নলোক মিলায় যে নেত্র-তারকায়!
ওরে পান্থ, ওরে রে পথিক,
অন্ধকারে ঢেকে আসে দিক—
তন্দ্রা আসিবার আগে চক্ষু তোর বাসা চিনে' নিক।
অনন্তের প্রশান্ত পন্থায়
কি পাথেয় সাথে নিলি ভাই,
কোন্ অনুনয় নিয়ে কার কাছে দাঁড়াবি সন্ধ্যায়?
মৃত্যু মাঝে অমৃত যাঁহার,
দুই নেত্র—আলো অন্ধকার—
দুঃখ-সুখ হর্ষ-শোক সমান প্রসাদ পুরস্কার—
রূপ ও অরূপ যিনি, যিনি পার যিনি পারাবার!
তাঁরে মন কর নমস্কার॥

গঙ্গাসাগর

গঙ্গাসাগর গঙ্গাসাগর বলে সকল লোকে,
মাগো, এবার গঙ্গাসাগর চল' ;—
অনেক দিনই শুনছি কানে—দেখব এবার চোখে,
এদেশ-ওদেশ—সব ত দেখা হ'ল।
ক'দিন হ'তে সেই কথাটাই উঠছে মনে জেগে—
সেইখানে সেই সাগর-কোলের কাছে,
শরীর আমার জুড়িয়ে যাবে ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে,
সেরেই যাবে অসুখ যাহা আছে!
—ওকি! তুমি হঠাৎ কেন উঠলে অমন করে',
চমকে' কেন উঠল তোমার বুক ;
দেখছি আবার—চক্ষে তোমার জল যে এল ভরে'—
ওকি! আবার ঢাকছ কেন মুখ ?
এমন কথা কি বলেছি, লাগল মনে ব্যথা,
বলেছি কি এমন কিছু ভুলে' ;—
—রোগা মানুষ—হ'তেও পারে! হয়ত এমন কথা—
তাই বলে' তা' মা কি কানে তুলে ?
—বাজল ক'টা ? আকাশে কি মেঘ করেছে আবার,
আঁধার ভারি, পিদিম জ্বাল' ঘরে,
সন্ধ্যা যদি হয়েই থাকে—ওষুধ তবে খাবার
সময় আবার এল খানিক পরে!
—ওষুধ, ওষুধ—ওষুধ খেতে পাচ্ছিনাক আর,—
কিচ্ছু আমার হচ্ছে না—সব মিছে ;
দেখলে ত মা, নতুন নতুন বদ্দি অনেকবার,
তিনটে বছর কাটল পিছে-পিছে!

ভেবেছিলাম তাইতে মনে, এসব ছেড়ে-ছুড়ে,
এমন একটা যাব নতুন ঠাঁই,
নামটা যাহার অনেক দিনই মনটা আছে জুড়ে',
কিন্তু তবু চোখের দেখা নাই।
—গঙ্গা যেথায় সাগর-গায়ে অঙ্গ ঢেলে সুখে—
সকল আশা মিটায় তাহার শেষে ;
জানা যেথায় অজানারে জড়িয়ে ধরে বুকে,
চেনা যা—তা অচেনাতে মেশে।
বাহির যেথায় ঘর হয়ে যায়, পর সে আপনার,
দূর—সে আসে এগিয়ে কোলের কাছে,
বড় যা, তা ছোটর সঙ্গে মিলিয়ে একাকার,
উঁচু যেথায় নীচুর আদর যাচে।
উর্দ্ধে আকাশ নিম্নে সাগর—আদিঅন্তহারা—
দু'ধার থেকে ধরে তাহার কর,
এমন তীর্থ কোথায় আছে—মাগো, এমনধারা—
কোথায় বল' পাবে ধরার 'পর ?
—তাই ত আমি বলেছিলাম, গঙ্গাসাগর যাব,
কোত্থাও আর যেতে চাইবনাক ;
সেইখানে ঠিক সকল জ্বালার শান্তি আমি পাব,
মাগো! আমার এই কথাটা রাখ'।
—সত্যি কথা বলব কি মা, দেখি ঘুমের ঝোঁকে—
সন্ধ্যা যেন এল আকাশ ছেয়ে,
হুহু করে' ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে মুখে চোখে,
সাগর-তীরের ওপার থেকে বেয়ে।
তোমার কোলে শুয়ে আছি, চেয়ে তোমার মুখে,
গাঙচিলেরা উড়ছে আশে-পাশে,
লাগছে গায়ে পাখার হাওয়া—কেমন যেন সুখে,
আস্তে আস্তে চোখটি বুঁজে' আসে।

তারি মধ্যে হঠাৎ যেন ঢুকল কানে এসে
কার যেন বা ভারি মধুর ডাক,
তোমার মতন অম্‌নি স্নেহে, অম্‌নি ভালবেসে—
—ওমা! আবার কাঁদছ? তবে থাক্।
বলব না আর কোন' কিছু—তুলব না আর মুখে
সে সব কথা—কষ্ট যদি পাও,
মাগো, আমায় ক্ষমা কর—লও মা টেনে বুকে,
মাথায় আমার পায়ের ধূলো দাও।
—দিদি, দিদি--দেখ্‌ত এসে, কি হ'ল বা মার,—
দিদি! আমায় ধর্‌ না একটু তুলে',
মাগো, ওমা!—গঙ্গাসাগর বলবনাক আর,
গঙ্গাসাগর যাব এবার ভুলে'॥

আলোর মেলা

ঐ যেখানে নীল পাহাড়ের নীচে;
ভুট্টোক্ষেতের পিছে,
সারি সারি শালের গাছে ঘেরা—
রাঙামাটির মাঠের উপর ধেনু চরায় রাখাল-বালকেরা—
কালো-কালো, মোটা সুতোর খাটো কাপড়-পরা,
স্বাস্থ্যে শরীর ভরা;
ওরি পাশে—ঐ যেখানে ধোঁয়ার মতন গাছের মাথা জাগে,
একশ' বছর আগে
আমি ছিলাম ছোট্ট একটি গাঁয়ে—
শীর্ণ একটি গিরিনদীর কোলের কাছে মউলবনচ্ছায়ে।

ক্ষেতের কাজে ধেনুর মাঝে পলাশবনের পারে
নীল পাহাড়ে ঝরনাতলার ধারে—
দিনগুলি মোর বয়ে যেত ঝরনাধারার মত,
নুড়ির মতন বাজত শুধু কানের কাছে সহজ অভাব যত;
গাছে উঠে', সাঁতার কেটে, লাফিয়ে পাহাড় থেকে,
হেসে খেলে নেচে গেয়ে হেঁকে,
কাটিয়ে দিতাম বেলা—
জীবন হেন মনে হ'ত খেলা।
পিয়ালবনের পাশে
আসত প্রভাত দুধের বন্যা খেলিয়ে নীলাকাশে;
সন্ধ্যা আসত নেমে
শালের বনের শাখায় শাখায় থেমে থেমে,
ঝিঁঝির ঝাঁঝর বাজিয়ে পায়ে-পায়ে—
আলো-কালোর পাখনা দুটি বুলিয়ে দিয়ে বসুন্ধরার গায়ে।
বিজলী বলে' ছোট্ট একটি পাহাড়পারের মেয়ে
ঝরনা হ'তে নিত্যি যেত নেয়ে,
ভরে' নিয়ে কোলের কলসখানি,
ঘটের বারি মুখের পানে চেয়ে তারি করত কানাকানি—
কি আনন্দে—মনে হ'ত, আমি তাহা জানি।
দিনগুলি মোর এম্‌নি করে' কাটত কলস্বরে,
পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পাহাড়ঘেরা বনভূমির 'পরে।

• •

এমন সময় একদা এক সাঁঝে—
সুদূর মাঠের মাঝে,
কোথায় থেকে ভারি একটা আলোর মেলা বসল জেঁকে এসে;
হুলুস্থুলু পড়ে' গেল দেশে।
সবাই বললে, যাব যাব—অন্ধকারে লাগে না আর ভালো,
আলো, আলো—দেখব মোরা আলো।

আমার সাথে আরো অনেক জনা
যাত্রা করল মেলার দেশে আলোর ডাকে উদাসী উন্মনা।
গিয়ে দেখি, কি যে চমৎকার—
শোভার বাহার, রঙের বাহার—তুলনা নেই তার।
আস্তে-আস্তে কইনু বারেক—দীপ্তি চেয়ে দাহই বেশী যেন।
সবাই হেঁকে বললে অম্‌নি—ননীর পুতুল। আসতে গেলে কেন?
অপূর্ব্ব সে সমারোহ, অশেষ তাহার কথা—
অনন্ত তার রূপরাশি, অফুরন্ত আবেগ-চঞ্চলতা।
সজ্জাসাজের নাইক অন্ত, যন্ত্রতন্ত্র নানা—
বৃহৎ ক্ষুদ্র বিচিত্র কারখানা;
একে-একে আলোকশিখায় পড়ল আঁখির 'পরে—
সংখ্যাহারা বস্তুরাশি সুবিন্যস্ত স্তরে স্তরে স্তরে।
শিখে' শিখে' পাকল মাথা, দেখে' দেখে' দৃষ্টি হ'ল ক্ষীণ—
এম্‌নি করে চলল কেটে দিন
আলোর মেলার দেশে,
নূতন দেখার উৎসাহে আর নূতন শেখার অনন্ত আবেশে;
এম্‌নি হ'ল—দীপ্তি ছাড়া দেখতে পাইনে চক্ষে,
একটুকু তার কম্‌তি হ'লে থাকে না আর রক্ষে।
কোথায় গেলে ঘরের কথা, ক্ষেতের ফসল, অভ্রনদীর পার,
নীল পাহাড়ের ঝরনাতলার ধার,
বিজ্‌লী মেয়ের উজল কালো আঁখি,—
মনের চোখেও লাগল ধাঁধা অষ্টপ্রহর আলোর মধ্যে থাকি'।

আধ শতাব্দী গেল কেটে —
আলোর দেশের জিনিস দেখে' আলোর দেশের পুঁথি ঘেঁটেঘেঁটে।
সেদিন রাতে বসে' আছি মেজের উপর জ্বালিয়ে নিয়ে বাতি,
কেতাব খোলা সম্মুখেতে, কথার উপর কথার মালা গাঁথি'
চলছি ভীষণ তোড়ে;

এমন সময় হঠাৎ হুহু করে'
পূবে হ'তে এল একটা ঝড়ো' বাতাস—
নিবিয়ে গেল আলো ক'টা—কি সর্ব্বনাশ।
পুঁথি পড়া বন্ধ একেবারে;
চমকে' উঠে' চেয়ে দেখি চারিধারে
আকাশ ঘিরে' চুপটি করে' বসে' আছে কারা?
ওরে, ওরে! পূর্ণিমারাত যায়নি আজো মারা।
জ্যোৎস্না-মরাল ঐ ত মেলে' ডানা
কোন্ জননীর স্নেহ নিয়ে পাহারা দেয় শিশুকুলায়-খানা।
তারি পাখার শুভ্র পালকগুলি
চারিধারে আকাশ ভরে' ফুলের মতন উঠছে দুলি' দুলি'।
ওরে, ওরে! এযে দেখি মাতৃস্তনের স্নিগ্ধ সুধাধার;
এ যে দেখি স্নেহের বন্যা—আকাশ-ভরা লাবণ্য-জুয়ার।
এ আলো যে নিবায় না রে—দেহ মনের এ যে শুভদৃষ্টি।
মলিন হাতের সৃষ্টি—
দাহভরা দীপ্তি দিয়ে তারেই রেখে দিয়েছিলাম দূরে;
কোন্ বিধাতার আশীর্ব্বাদে আজকে আমার চিত্ত-আকাশ জুড়ে'
বাজে তারি আবাহনের শাঁখ—
ক্ষীরোদসাগর হ'তে যেন ডাকেন লক্ষ্মী ঘরে ফেরার ডাক।
এ স্নেহ যে গৃহ চেনায়—এ আলো যে নত করায় মাথা,
এ মধু ডাক ভিজায় আঁখির পাতা।
এক নিমেষে গেল টুটে' সকল বাধা,
মনে হ'ল, হায়রে অন্ধ! এ দৃষ্টি তুই দিয়েছিলি বাঁধা?
পড়ল মনে ফিরে'—
সহজ সুখের শান্তিভরা পল্লীমাকে অমনি ধীরে ধীরে;
পড়ল মনে, সারি-সারি শালের বনে ঘেরা
রাঙামাটির মাঠের উপর ধেনু চরায় রাখাল-বালকেরা;
মনে হ'ল—ঘরের কথা, ক্ষেতের ফসল, অজয়নদীর পার,

নীল পাহাড়ে ঝরনাতলার ধার,
বিজ্‌লী-মেয়ের ডাগর কালো আঁখি—
চোখের নেশায় আর কি ভুলে' থাকি ?
ফিরে' এলাম তাই—
মনের চোখে আজকে আমার নেশার বালাই নাই ॥

বাসন্তিকা

ওগো ফাল্গুনী হাওয়া,
দিনেক-দুয়ের অতিথি আমার, ওগো এসে-চলে'-যাওয়া।
ক্ষণিকের তরে ভুলায়ে আমারে একি এ রঙ্গ সখি,
মাটির কারায় বন্দীজনায় পরিহাস করিছ কি ?
ও তোমার পরশন
মর্ম্মে মর্ম্মে হানিছে আমার কদম্ব-হরষণ।
করি' প্রাণপণ বাহু মেলে মন আকুল আলিঙ্গনে,—
ওগো দেহহীন, দিবে না কি ধরা প্রণয়ের বন্ধনে ?

হে পথিক পথবাসী,
খাঁচার পাখীরে কেন ডাকে তব নীল আকাশের বাঁশী ?
দেহের বাহিরে গতি নাহি যার, গৃহের বাহির করি'
মরণের পারে কেন ডাকো তারে ওগো চির-পথচারী।

তব উপহাস সহি'
ফুটিছে মুকুল, টুটিছে বকুল ব্যাকুল বেদনা বহি' ;
লুটি' ফুলরেণু ফুকারিছ বেণু বনবীথিকার ফাঁকে,
মানুষের মন—সে কিগো তেমন, কেমনে বাঁচিয়া থাকে ?

কোন্ সে অচল মলয়ের বুকে কোন্ সে কুলায়ে বাসা ?
সেথা কি জাগে না জ্যোৎস্নাযামিনী, চির-বিরহীর আশা।
ফুল পাখী অলি তারা—
সবই কি সেথায় বিরাজে বৃথায় উদাসীন দিশাহারা ?

মৃত্তিকা-মা'র ব্যথাভরা বুকে বাসনার জাল বোনা,
দেওয়া-নেওয়া আর পাওয়া-থোওয়া দিয়ে জানাশোনা আনাগোনা।
সবই যে কান্না-হাসি—
তুমি তার মাঝে চলিবে কি একা বীতরাগ সন্ন্যাসী ?
—তাই যদি হয়, ওগো নির্দ্দয়, এ কেমন তব ধারা,
পরে কেন চাহ পরাতে বাঁধন—নিজে বন্ধনহারা ?
পরশ-বেদনা দিয়া
পরখ করিতে চাহ—বেদনায় কেমনে বিদরে হিয়া।
দ্বারে বাতায়নে চাহি' জনে জনে কেন কর' ডাকাডাকি,
মৃদু শন্‌শনে মাতাও সঘনে ব্যাকুল বনের পাখী।
ব্যথায় রাঙায়ে তুলি'
গন্ধ লুটিয়া পালাও ছুটিয়া পরিয়া ফুলের ধূলি ?

মিলনের বুকে বিরহ জাগাও, বিরহের বুকে ব্যথা—
মানবচিত্তে আণব নৃত্যে আন যে চঞ্চলতা ;
ধীরে ধীরে দিয়া দোল
বিশ্বখাতায় পাতায় পাতায় কেন তব হিন্দোল ?

ওগো দেহহীন অতিথি আমার, ওগো ও পথিক হাওয়া।
চির-নির্দ্দয় কপটহৃদয়, ওগো পেয়েও-না-পাওয়া।
বড় দুখে দিনু শাপ—
চির-হায়-হায়-এ ফুরাবে না কভু তব ও মনস্তাপ॥

মাধবিকা

দখিন হাওয়া—রঙিন হাওয়া, নূতন রঙের ভাণ্ডারী,
জীবন-রসের রসিক বঁধু, যৌবনেরি কাণ্ডারী।
সিন্ধু থেকে সদ্য বুঝি আসছ আজি স্নান করি'—
গাং-চিলেদের পক্ষধ্বনির শন্‌শনানির গান ধরি';
মৌমাছিদের মনভুলানি গুনগুনানির সুর ধরে'—
চললে কোথায় মুগ্ধ পথিক, পথটি বেয়ে উত্তরে?

লক্ষ ফুলের গন্ধ মাখি' বক্ষ আঁকি' চন্দনে,
যাচ্ছ ছুটে' কোন্ প্রিয়ারে বাঁধতে ভুজবন্ধনে?
অনেক দিনের পরে দেখা, বছর-পারের সঙ্গী গো,
হোক না হাজার ছাড়াছাড়ি, রেখেছ সেই ভঙ্গী তো।
—তেম্‌নি সরস ঠাণ্ডা পরশ, তেমনি গলার হাঁকটি সেই,
দেখতে পেলেই চিনতে পারি, কোনোখানেই ফাঁকটি নেই।

—কোথায় ছিলে বন্ধু আমার, কোন্ মলয়ের বন ঘিরে',
নারিকেলের কুঞ্জে-বেড়া কোন্ সাগরের কোন্ তীরে।
লক্লকে সেই বেতসবীথির বলো তো ভাই কোন্ গলি,
এলা-লতার কেয়াপাতার খবর তো সব মঙ্গলই?

—ভালো কথা, দেখলে পথে, সবাই তোমায় বন্দে তো,—
বন্ধু বলে' চিনতে কারো হয়নি তো ভাই সন্দেহ?
নরনারী তোমার মোহে তেম্নি তো সব ভুল করে—
তেম্নিতর পরস্পরের মনের বনে ফুল ধরে।
আসতে যেতে দীঘির পথে তেম্নি নারীর ছল করা;
পথিকবধূর চোখের কোণে তেম্নি তো সেই জলভরা?
যুবতীরা ডাগর আঁখির কাজল-লেখা মন্তরে
আজও তো সেই আগের মতন প্রিয়জনের মন হরে?
পলাশ ফুলে হঠাৎ দেখে' নখক্ষতের চিহ্ন কার,
ঈষৎ হেসে কণ্ঠে বাঁধে পূর্ব্বরাতের ছিন্ন হার।
রঙ্গনে সেই রং তো আছে, অশোকে তাই ফুটছে তো,
শাখায় তারি দুলতে দোলায় তরুণীদল যুটছে তো?
তোমায় দেখে' তেম্নি ডেকে উঠছে তো সব বিহঙ্গ,
সবুজ ঘাসের শীষটি বেয়ে রয় তো চেয়ে পতঙ্গ?

—তেম্নি—সবই তেম্নি আছে।—হ'লাম শুনে' খুব খুশী,
প্রাণটা ওঠে চন্চনিয়ে মনটা ওঠে উস্খুসি'।
নূতন রসে রস্‌ল হৃদয়, রক্ত চলে চঞ্চলি',—
বন্ধু, তোমায় অর্ঘ্য দিলাম উচ্ছলিত অঞ্জলি।
গ্রহণ করো, গ্রহণ করো—বন্ধু আমার দণ্ডেকের—
জানিনাক আবার কবে দেখা তোমার সঙ্গে ফের॥

এ কি দোল

এ কি দোল, এ কি দোলা—
অসীমের মহাকল্পবৃক্ষে সৃজনের হিন্দোলা।
লঙ্ঘি' অপার আঁধার-সিন্ধু
দোলে আনন্দে আলোর বিন্দু,
দুলে' ফিরে দোলা বিপুল ছন্দে, বন্ধন মাগে খোলা·
এ কি দোল, এ কি দোলা।

দোলে দোলা নিশিদিন—
সম্মুখে পিছে দুলিছে—কভু বা বাম হ'তে দক্ষিণ।
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা কি রে
উদয়ে অস্তে দুলে' দুলে' ফিরে,
জীবনছন্দ ফুটি' আনন্দে টুটে ক্রন্দনলীন।
অনন্ত অনিবার,
দোলে মহাদোলা,—করে দিক্ হ'তে দিগন্ত পারাপার ;
বিন্দু হইতে উঠে ব্যোমপারে,
ঝঙ্কার হ'তে ফিরে ওঙ্কারে—
নিমেষ পরশি' মিশে অনিমেষে, হাসি হ'তে হাহাকার।
অম্বরে অম্বরে,
উড়ে দিক্‌বাস নীল কেশপাশ, ত্রাসে শ্বাস সম্বরে ;
অসীম দোলায় মরণপন্থী
কসিয়া বাঁধিতে জীবন-গ্রন্থি—
আয় আয় আয়, যায় যায় যায়—শিঙারবে ব্যোম ভরে।

এ কি দোল, এ কি দোলা,—
সৃজনের মহাকল্পবৃক্ষে প্রলয়ের হিন্দোলা।
চলে দোল —চলে দোলা ;
প্রলয়ের মহাকল্পবৃক্ষে সৃজনের হিন্দোলা।
গন্ধের দোলা, ছন্দের দোল,
সিন্ধু-সরিতে জাগে হিন্দোল,
ধমনীর স্রোতে ছুটে কল্লোল—রাঙা আনন্দ-গোলা—
দোলে সৃজনের দোলা।

—কে তুমি দিতেছ দোল ?
কাহারে বেঁধেছ বাহুবন্ধনে, কে ভরেছে তব কোল ?
নূতন করিয়া বাঁধিবারে কারে
দোলা-ছলে দূর কর' বারেবারে,
নিমেষের তরে হারায়ে কাহারে বাঁশী কাঁদে উতরোল ?
ফাগুন-সন্ধ্যাকাশে
কার সাথে ফাগ খেল' মেঘে-মেঘে উচ্ছ্বাসে উল্লাসে ?
অশোকে পলাশে কার অনুরাগ
ফুটাইয়া তোলে সোহাগের দাগ,—
রঙ্গনে ভরা রঙ্গটি কার শরমের রঙে হাসে ?
রসের রঙীন ঝারি
চির-অফুরান ভরিছে এ কোন্ আনন্দ-পিচকারী ?
পরশের সুখে বাহু বিহ্বল,
মনে মনে ব্যথা, চোখে চোখে জল,
পরানের মাঝে দোলে চঞ্চল কোন্ সে মিলনচারী।
—তাই হোক, তাই হোক—
মাতুক চিত্ত বিভল নৃত্যে বিস্মৃত-ব্যথাশোক ;

প্রেম-হিন্দোলে হৃদয় দোলাও,
জীবনের রসে মরণে ভোলাও,
মিথ্যার রঙে সত্যে রাঙায়ে রচ' গো স্বপ্নলোক ;
তাই হোক, তাই হোক—
শাশ্বত দুখে ক্ষণিকের সুখে করে' তোল' সার্থক ॥

আকুলতা

পাতার আড়ালে চাঁপার কলিকা—
চাঁদের চকিত আলো ;
যে দেখেছে তা'রে, থাকিতে কি পারে
তাহারে না বাসি' ভালো ?
পথিক থেমেছে এইখানে এসে,
ভক্ত নমেছে দেব-উদ্দেশে;
প্রণয়ী চেয়েছে মুগ্ধ আবেশে
কা'র আঁখি দুটি কালো—
পাতার আড়ালে চাঁপার কুঁড়িটি,
কোথা পে'ল এত আলো ?

রৌদ্রচিকণ ক্ষুদ্র কলিকা—
রত্ন-মাণিক নয়।
দণ্ড দুয়ের দীন পরমায়ু,
দু'দণ্ডে যা'র লয়।
এ যে অধিকার—কোথা হ'তে পায়,
এত আকুলতা কেন দিয়ে যায়?
জীবন ফুরায়—তবু নাহি পায়
তা'র বেশী পরিচয়।
পল্লবে-ঢাকা মৌন কুসুম,—
এত তা'র বিস্ময়।

গোপনের মাঝে হে চিরপ্রকাশ,
শোনো মোর মনোব্যথা,
থামাও—আমার থামাও হে প্রিয়,
সবেদন ব্যাকুলতা।
হে চিরনীরব—হে চিরনিঠুর,
রহস্যজাল করি' দাও দূর;
একবার শুধু লাগাও সে সুর
জানি শুধু যা'র কথা;
আভাসের মাঝে অনন্ত তুমি,
ঘুচাও এ আকুলতা॥

কালো

কথাটি তোর না ফুটতে আজ, তোর কথাটি শেষ হ'ল যে কালো,
শরতে তাই নামল শাওন, প্রদোষে ঐ ঢাকল উষার আলো!
ধরেছিলাম সোনার হরিণ—গলাটি তা'র জড়িয়ে মায়ার ফাঁসে,
কোন্ বনে সে পালিয়ে গেল, ডাক এল তা'র কোথায় কোন্ আকাশে!

মনের মাঝে প্রাণের মাঝে চোখের কালো, নিলি কি তুই বাসা,
একটি ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে হিয়ার বাতি, জীবন-রাতের আশা?
তুই ত গেলি সমুখ থেকে, কালো ত তোর পড়লনাক ঢাকা,
তোরি কালো ছড়িয়ে আজি ভুবন যে মোর হ'ল কালীমাখা!

যে আঁখিতে দেখায় আলো, কালোবরণ তা'রি যেমন তারা,
সেই তারাটি হারা হ'লে বিশ্ব যেমন হয় সে আঁধিয়ারা;
—দেহ মনের সেই তারাটি কোথায় গেলি আমার আকাশ ছাড়ি'—
কোথায় গেলি কালো আমার, কালো করে' মনের ঠাকুরবাড়ি?

—সেবায় বুঝি ত্রুটি ছিল, পূজায় বুঝি পড়ল কোথাও বাদ,
উপচারের অভাব কি সে,—অর্ঘ্যে বুঝি ঘটল অপরাধ?
তাই বুঝি আজ ছেড়ে গেলি, এ ঘর কি মা লাগল না তাই ভালো,
দেব্‌তা আমার, ঠাকুর আমার, লক্ষ্মী আমার, ওরে আমার কালো!

ফুটফুটে ঐ পা-দু'খানি, মাড়ায়নি যা' এ ধরণীর মাটি,
কি করে' আজ কোথায় গেল, কত দূরে কেমন করে' হাঁটি'!
পুটপুটে ঐ চোখ দুটিতে কোন্ জননী দেখালো তা'র মুখ,
যে মুখ দেখে' ভুলে' গেলি এতগুলি পরশ-পাগল বুক?

ঝিনুক বাটি চুস্নি কাঠি রইল পড়ে'—'কিচ্ছু না' যায় বলি,
বস্তু যাহা তাইতো ফাঁকি, এক পলকে তাই তো পলায় ছলি' ;
আঁধার করে' সকল গৃহ বনের পাখী পালিয়ে গেল বনে,
পিঁজ্‌রে তা'রি লোহার কাটি—পাঁজরাগুলো বিঁধছে ক্ষণে ক্ষণে।

আজকে তোমায় একটি শুধু সহজ কথা শুধাই জগৎপ্রভু,
জবাব তুমি দেবেনাক, নাই—যে জানি, জানি তাহা, তবু—
কেমন করে' ইহার পরে তোমায় আবার বলব দয়াময়।
দয়ার কথা, দরদ ব্যথা, এর পরে কি প্রতারণা নয় ?

এক নিমেষে ভুলিয়ে দিতে, তবু তোমার কতক দয়া জেনে,
তোমার দেওয়া অন্ধ মনে কোনমতে নিতাম তাহা মেনে ;
দণ্ডদাতা, ইচ্ছা হয় ত, আরো কঠিন দণ্ড পার দিতে,
বলব তবু মিথ্যা তুমি, সামনে তব সরল সবল চিতে।

মানতে পারি শক্তি তোমার, ইচ্ছা তোমার কষ্ট দিয়ে ভরা,
নিঠুর ঠাকুর, তাই তো নিত্যি পায়ের কাছে লুটিয়ে কাঁদে ধরা।
কালোরে মোর কেড়ে নিলে যেদিন আমার বক্ষ করে' খালি,
সেদিন থেকে ছড়িয়ে গেছে তোমার মুখে তা'রি সকল কালি ॥

নব-বর্ষা

শ্যামগম্ভীর নব-মেঘে আজি উঠে বাজি' মৃদু মৃদঙ্গে—
ডিমি-ডিমি-ডিমি-ডিমি,
ধারামঞ্জীরে নভ-অঙ্গনা সঙ্গত করে সে সঙ্গে—
রিমি-রিমি ঝিমি-ঝিমি ;
উতলা পবন বিদ্যুতে সাজি' তা'রি তলে নাচে তর্জিয়া—
গুরু-গুরু গর-গর,
রুদ্র-বেতাল তা'রি ফাঁকে হাঁকে বজ্র-নাকাড়া গর্জিয়া—
কড়-কড় হর-হর।
সিন্ধু-সরিৎ সাথে মাতে সেই আনন্দে,
দিগ্‌দিগন্ত পাছে-পাছে নাচে সে ছন্দে,
মত্ত কানন বৃষ্টিসঘন সুগন্ধে
উঠে উদ্দাম হয়ে ;
নাচে শাল-তাল, নারিকেল নাচে সে রঙ্গে,
গিরিনির্ঝর ভরে সুর তা'র সারঙ্গে,
মত্ত ময়ূর নাচে জলদের ভ্রূভঙ্গে
ভুজঙ্গে সাথে ল'য়ে।

দ্যুলোক-ভূলোক পুলকে মাতিয়া তা'রি তাল তুলে উচ্ছ্বাসি'
জল-তরঙ্গে আজি,
মেঘমল্লার নটনারায়ণ তা'রি সুর তুলে উল্লাসি'
কোমলে কণ্ঠ মাজি' ;
ছন্দে-ছন্দে হিন্দোল উঠে, কদম্ব ফুটে ইঙ্গিতে,
দুলে' ওঠে রস-দোলা,
মানবচিত্তে জাগে সে নৃত্য ঝর-ঝর-স্বরসঙ্গীতে
সব বন্ধন খোলা ;

নরনারীহিয়া কেঁপে ওঠে বাহুবন্ধনে,
বাদলের ছায়া ঘনায় মিলননন্দনে,
পুলকের ব্যথা বাহিরায় ফাটি' ক্রন্দনে,
বরষার ধারা-সাথে ;
আষাঢের এই ঘন-ছায়া-ঘেরা মন্দিরে
তারি সুর বাজে উতলা মনের মঞ্জীরে,
অন্তরতলে লুটায় এ কোন্ বন্দী রে
বাণীহীন বেদনাতে !

সুর-ভগীরথ কে সে সন্ন্যাসী মেঘের শঙ্খ ফুৎকারি'
ধারা-গঙ্গায় আনিল ধরায় ধরিয়া !
মরা নিখিলের বিপুল ভস্মে মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারি'
সঞ্জীবনীর অমৃত কে দিল ভরিয়া ?
মৃত্যুঞ্জয় সে নটনাথের তাণ্ডব-নাচা অভয় চরণতলে
কদম্বকেয়াকুটজ-অর্ঘ্য বিরচিল কবি বরষার ধারাজলে ॥

ঝরনাঝারা

ঝরঝর ঝরনা গিরিঘরকরনা—
জ্বলজ্বল উজ্জ্বল যেন কালো কজ্জল,
কভু সাদা ধব্‌ধব্‌ তুষারের উদ্ভব,
উঁচু হ'তে নীচুতে না টলিয়া কিছুতে,
তুহিনের নির্ঝর দিন রাত ঝর্ঝর
ঝর্‌ঝর্‌ ঝরছে ধারা নাহি ধরছে ।

হরদম্ হরদম্ ধূলা বালি কর্দ্দম
লতাপাতা কুট্‌কাট্ চলে করে' লুট্‌পাট্,
ফুরসুৎ নাই তা'র বিদ্যুৎ ভাই তা'র,
হিম জল-অঞ্চল অবিরল চঞ্চল,

কিঙ্কিণী কঙ্কণ রামধনু রং কোন্।
বালা আর চুড়ীতে বাজে শিলানুড়িতে,
খেলিতেছে ঝম্পাই আস্‌মান কম্পাই।

শিখরীর উচ্চে চমরীর পুচ্ছে,
আষাঢ়ের ঘটাতে সিংহের জটাতে,
নামে মহা কম্পে হরিণের লম্ফে,
ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ কই ঘর, সর্ সর্—
আর নাই, আর নাই, ঘর বা'র তার নাই,
আঁকা-বাঁকা ভঙ্গী শেয়ালের সঙ্গী,
ফিরে' ফিরে' চম্‌কায় মাঝে মাঝে ধম্‌কায়,
গাছে-গাছে দোল খায়, শিলাতলে টোল খায়,
পাকে-পাকে লুট্‌ছে তবু ফিরে' ছুট্‌ছে।

সাপ সাপ, ঐ সাপ— সর্ সুর্—বাপ্ বাপ্।
সাপ নয়, সাপ নয়, বরফেরও ধাপ নয়;—
ও যে সেই ঝরনা গিরিঘরকরনা—
ও যে মোর ঝরনা আপনার—পর না।

চিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ রবিকরে ধিক্ দিক্,
ঝিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ কিছু ওর নাই ঠিক,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ —এযে দেখি কম কম,
কই কই, কোথা গেলা, ইঁচা বাচা চাঁদা চেলা—
ঐ গেল সরিয়া গিরিমাঝে মরিয়া।

ঐ ফের আলোতে   সাদাতে ও কালোতে,
ফুঁসিয়া ও ফাঁপিয়া   কাঁপাইয়া কাঁপিয়া,
ফেনাময় মস্গুল   বেল যুঁই কাশফুল—
কি ভীষণ তর্জ্জন   মাঝে মাঝে গর্জ্জন,
ফ্যাস্ ফ্যাস্ ভক্ ভক্   শাঁক চুণ হাঁস বক,
ফিস্ ফিস্ ফস্ ফস্   বেটী কা'রো নয় বশ ;
দুর্ম্মদ গতিতে   পতিতের মতিতে,
খেয়ালে আনন্দে   পাগলামি ছন্দে,
তড়বড়্ তড়বড়্   পার বুঝি হয় গড়,
উৎরায় উৎরাই   কোথা কোন' খুঁৎ নাই,
হর্দম্ হর্দম্   ছুটে' চলে দুর্দ্দম,
কম কম, থম্ থম্   ঐ বুঝি লয় দম—
এইবার পাহাড়ে   ঠেকে বুঝি ডাহা রে।

তারপর তারপর—   বা'র কর্ বা'র কর্
চলবার ফন্দি   ক্ষণিকের সন্ধি—
পাশ কেটে এইবার   হয় দেখি দুই ধার ;
কই কই, সর্ সর্   দুধ দই ক্ষীর সর—

গদ্ গদ্ গদ্ গদ্   চলে ফের তদ্বৎ,
বুদ্ বুদ্ বুদ্ বুদ্   কেটে চলে বুদ্বুদ,
কল-কল তল-তল   আঁখি দেখি ছল-ছল,
চোখে বুঝি আসে জল-   বল্ বল্ ঠিক বল্ ;
থাম্ থাম্ আর না,   থামা তোর কান্না—
ঐ দেখ্ গঙ্গা   তরলতরঙ্গা ;
বিলিয়ে দে আপ নায়   থাকবে না ভাবনাই ॥

দুঃখবাদী বন্ধুর প্রতি

বন্ধু, বারেক চোখ চেয়ে দেখ'—উঠে পূর্ণিমা-চাঁদ,
আকাশের তীরে মুছে' যায় ধীরে আঁধারের অপরাধ।
তিথিতে তিথিতে জমে' যে বেদনা মরিল সূতিকাঘরে,
তা'রি বুক চিরে'—হের' কি মাণিক জ্বলিল তোমারি তরে।
—সোনার চশ্‌মা, খুঁজে' যা' পাওনি, ঐ দেখ' তাকে তোলা,
মশলার ডিবে—ঐ তো সমুখে, এই দেখ' আল্‌বোলা ;
হারানো চটির পাটি-টি লুটায় দূরে ঐ আঙিনাতে,—
পেয়েছ তো সব,—এইবার উঠে' চলো দেখি ভাই ছাতে ;
—নাই-নাই-নাই। বালাই, বালাই—নাই কি বলিতে আছে?
এখানে, না-হয় ওখানে আছে তা',—হয় দূরে, নয় কাছে।

একটু দাঁড়াও—এই কোণটায় বিছাইয়া দিই পাটি,
রোসো রোসো ভাই—সেজে দিই তব সাধের আল্‌বোলাটি ;
দিব্য আরামে ব'সো তো বন্ধু, মেজাজটা করি' মিঠে,
মোলাম করিয়া আনো ক্ষণতরে ঐ খর-দৃষ্টিটে।
সুপ্তিদাত্রী এ হেন রাত্রি, এমন স্নিগ্ধ আলো,—
জানো তো বন্ধু বক্ষে তাহারো আছে কতখানি কালো।
—ঐ দীপ্তির পিছনে লুকায়ে কত অতৃপ্তি-দাহ—
নিয়তির রীতি মানি' হাসিমুখে ব্রত করে নির্ব্বাহ ;
জানে—এর পারে উদিবে তপন, জানে—পিছে আছে অমা,
তবু সুখেদুখে ঐ তো সমুখে হাসে চিরমনোরমা।

কুহুনিশীথিনী কে স্মরিবে আজি এমন চাঁদিনী রাতে?
তাই বলে' সে কি উঠিবে না আর আকাশের আঙিনাতে।
আজি এ আলোকে পড়েনাক চোখে হারানো যে ক'টি তারা,
ভেবেছ কি মনে, অমার গহনে তা'রা চির-জ্যোতিহারা?

সম্মুখে যা'র মিলেনাক দেখা, পশ্চাতে তাই আছে,
পিছু ফিরে' দেখ'—সেই জ্বলজ্বলে জ্বলিছে বুকের কাছে।
যে চোখের আলো পলকে মিলায় সুপ্তির আবরণে,
তা'র মাপকাঠি এতই কি খাটি—অনন্ত এ জীবনে?
মন মন করে' যে অহঙ্কারে কথা কহ থাকি-থাকি'—
শুধাই তোমায়, সেই মনটারই সত্য স্বরূপটা কি?

তার বাঁধা নাই যে মনোবীণায়, নাহি যা'র সুরবোধ,
ললিত বিভাস ভৈরোঁ যে তা'র, ভৈরব দুর্বোধ।
ব্যথাবোধ আর সুরবোধে দোঁহে জ্ঞাতি নহে কাছাকাছি;—
চোখ থেকে তবু মধু ছেড়ে' কেঁদে ঘুরে না কি কানামাছি?
হাই তুলিছ যে—ঘুম এল নাকি,—বালিসটা দিব এনে?
চৈত্র-হাওয়ায় দরকার নাই কাঁথা-কম্বল টেনে'।
হেনার ঝাড়টা আচ্ছা বেহায়া—টবে থেকে খায় দোল,
মৃদু দখিনায় তোমারই ভাষায় তুলিয়া আর্ত্তরোল।
নাকে ঢোকে তারই গন্ধের ব্যথা—চোখে দেখা যায় দেহ,
এত ব্যথা-বহা রূপটি কিন্তু মনে আনে সন্দেহ।

কথাই কও না—চটে' গেলে নাকি? অথবা এসেছে ঘুম,
নয়নতারায় মুদিয়া দিল কি গন্ধধূপের ধূম।
সুখ জেগে থাকে, দুঃখ ঘুমায়—শেষে কি বুঝিব তাই?
চিরবিরহীরে তাই কি রাত্রে ডেকে সাড়া নাহি পাই।
আসল কথা কি,—যতখানি সুখ—ঠিক ততখানি দুখ,
দিবারাত্রির আলোয়-কালোয় যেমন কালের মুখ।
সুখী বলে' তাই সুযোগ পেয়েছ দুঃখেরে জানিবার,
নহিলে দুঃখে চিনিতে চক্ষে থাকিত না অধিকার।
পূর্ণিমা-রাত, হেনার গন্ধ—সুমন্দ দখিনায়,—
বন্ধুর নাকে বেদনার শাঁকে—মিছে বকে' মরি, হায়!

একা নিরুপায় বসে' ভাবি তাই—দুখ লাগে কেন গুরু ;—
দুখের চামড়া পাতলা—আর কি সুখের চামড়া পুরু ?
জন্ম হইতে সুখ পেয়ে, সুখে হয়ে যাই উদাসীন,
অনভ্যাসের পাতলা চর্ম্মে ব্যথা করে চিন চিন।
মাতার স্তন্যে জন্মপুষ্ট ; পিতা পোষে বহুকাল,
শৈশব হ'তে শিখিতে হয় না ভাবনার জঞ্জাল,
পনেরো আনারই অভাবের বোধ যৌবনে ওঠে জেগে',
নূতন গজানো পাতলা চর্ম্মে কামনার হাওয়ালেগে'।
দুঃখের তাই—সর্ব্বদা খাঁই, সুখের মেলে না ভাত,
সুখের দিবস তবু চলে' যায়, দুখের কাটে না রাত।

চোখ তুলে' দেখি—আকাশের চাঁদ ঢাকা পড়িয়াছে মেঘে,
একবার করে' হাবুডুবু খায়, আরবার উঠে জেগে' ;
শঙ্কর-শিরে চিরঠাঁই যা'র—দীপ্তিদেবতা শশী,—
সেও আপনারে বজায় রাখিতে মাঝে মাঝে মাখে মসী।
হাওয়ার দেবতা পবন—তাহার দেখিবারে চাঁদমুখ,
ঘোমটা টানিয়া ঘোমটা খুলিয়া করে চির-কৌতুক।
বুড়া শিব—সে তো ব্যাজার হইয়া সৃষ্টি করে না রোধ,
—ন্যাংটা পাগল সন্ন্যাসী, দেখি—তারো আছে রসবোধ
সুখেরই লাগিয়া দুখের সৃষ্টি—উঁচু আছে বলে' নীচু,
জীবনের পথ মুক্ত যখন, আছে আগু আছে পিছু॥

পঞ্চাশোর্দ্ধে

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে—চলেছি তাই বনে।
মনটা তবু থেকে-থেকে ছুলছে ক্ষণে-ক্ষণে ;—
কত দিনের ঘরের সাথে কতই পরিচয়,
কত দিকের কত বাঁধন, কত-না সঞ্চয় ;
হাজার পাকে শিকড়-বেড়া চিত্ত-লতার জালে
কেমন করে' উপ্‌ড়ে আবার বাঁধব গাছের ডালে।
বাক্যহারা ঘর-বধূ যে বাতায়নের ফাঁকে
অশ্রুজলের আবছায়াতে দৃষ্টি মেলে' থাকে।

ভাবছি মিছে—যেতেই হবে, এলই যখন ডাক,
মনের কানে ঢেউ তুলেছে সন্ধ্যালোকের শাঁক ;
দিনের দাহ জুড়িয়ে আসে দেহের সীমানায়,
অস্তরবির রঙটি লেগে' বনটি কি মানায়।
সিন্ধুজলের গন্ধ-আমেজ লাগছে এসে নাকে,—
এই অবেলায় ঘরের খেলায় বন্দী কি কেউ থাকে ?
সন্ধ্যাতারায় দৃষ্টি হারায়, সামনে-পিছে কালো,
পারের পথের যাত্রী যখন, এগিয়ে থাকাই ভালো।

আজ মনে হয়, বনের মানে—মুক্তিরই স্বাদ চাখা,
বাঁধন যবে ছিঁড়তে হবেই, ভার কেন আর রাখা।
দেহের শিকল কাটার আগে, আল্‌গা করি' মন
মুক্ত পথে রাখাই ভালো মুক্তি-নিমন্ত্রণ।
বৈতরণীর মন্দিরে যে পারের ঘণ্টা বাজে,
তক্‌মা তাবিজ, তন্ত্রী কি আর লাগবে কোনো কাজে ?
দেহের ক্ষুধার যোগান্‌ দিয়ে, ছুটির আগে আজ
মনের ক্ষুধার তৃপ্তি লাগি' নাই কি কোনো কাজ ?

যতই বলুন কবিরা সব—"কোকিল ডাকের মানে,
পঞ্চাশতের নীচে যা'রা, তা'রাই ভালো জানে।"—
চঞ্চলতার মাঝ-দরিয়ায় স্রোতের মুখে ভেসে'
কবে কে আর দেখ্‌ল চেয়ে তটের সীমা-দেশে।
স্রোত কাটিয়ে বসতে পেলে শান্ত হয়ে তটে,
কুঞ্জ-শোভা তখন পড়ে সহজ আঁখিপটে।
আপন-হারা আকুল বনে কোকিল ডাকে মিছে,—
কুহুধ্বনি মারা পড়ে রক্ত-ধ্বনির পিছে।

অন্ধ বকুল গন্ধ-পথে দেয় যে লিপিখানি,
প্রিয়ার খোঁপায় কে বুঝবে হায়, তা'র বেদনার বাণী?
মধুঋতুর উৎসবে যে বাঁধতে চাহে ঘরে,
তা'র চোখে কি পুষ্পশোভার উৎস ধরা পড়ে?
লতার বেণী বাঁধন হয়ে বাঁধে যে তা'র মন,
মিথ্যা পাঠায় সৃষ্টি তা'রে দৃষ্টি-নিমন্ত্রণ।
নয়ন-পথে গ্রহণ যাহার, চয়ন-পথে নয়,—
যে জন অবোধ, সেই রসবোধ তা'র কাছে কি হয়!

মিথ্যা ভাবা ঘরের কথা—কোথায় তোমার ঘর?
শাখার ফাঁকে ঐ দেখা যায় বিশ্ব-চিদম্বর!
সীমাহারা ঐ আকাশে মুক্ত হাওয়ার মাঝে
প্রাণের কানে শোন্ দেখি—কোন্ না-শোনা সুর বাজে।
সূতিকা-ঘর রয় না যেমন গৃহবাসের ঘরে,
মাটির-ইটের-কাঠের ঘরের বদল পরে-পরে,
দেহবাসের ঘরও যখন মনোবাসের নয়,—
বনবাসেই যাক্ না দেখা শেষের পরিচয়॥

সন্ন্যাসী

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো উদাসীন, মিনতি তোমার কাছে,—
বলো একবার, জীবনে তোমার—কি ধন চাওয়ার আছে।
গিরিগুহাতলে আসন পেতেছ ঘন অরণ্যমাঝে,
নরের দৃষ্টি—সমাজের আঁখি—সহিবারে পারো না যে।
বিষয়বাসনা বিষেরই মতন ত্যজিয়া গিয়াছ চলি'
ধূলিসম এই ধরণীর মায়া হেলায় দু'পায়ে দলি';
বনের পশুরে সঙ্গী করেছ, সাথী বনতরুলতা,
মুখের বাণীরে বন্ধ করেছ বন্দিয়া নীরবতা।
ঘন জটাজালে ঢাকি' চারু কেশ, ললাটে ভস্ম মাখি'
প্রকৃতির পানে রুধেছ সবলে প্রকৃতিরই দেওয়া আঁখি;
—সব ডাকাডাকি ছাড়িয়া গোপনে কা'রে ডাকি' দিবারাতি
কাটাইছ কাল—কিসের আশায়, পাষাণে আসন পাতি'?

কে তোমারে প্রভু জন্ম দিয়াছে, ছিল না কি মাতাপিতা—
সুখ-শৈশব কা'দের অঙ্কে কাটিয়াছে জান কি তা'?
ও কঠিন দেহ পুষ্টি লভিল কা'দের অন্নে-জলে,
কা'র কাছে তব দেবতার নাম শিখেছ কৌতূহলে?
অসহায় দেহ, অশরণ মন—কোন্ সমাজের স্নেহে
বাড়িয়া উঠেছে কোন্ পল্লীর কোন্ অকরুণ গেহে?
কাহার বক্ষে চরণ ফেলিয়া ছাড়িয়া এসেছ কা'রে,
কাহাদের কথা বিপুল যত্নে ভুলিয়াছ একেবারে।
কৃতজ্ঞতার কোনো অধিকার কা'রো বুঝি তা'র আছে,—
তাই কি সুদূরে সরিয়া এসেছ দেখা পাও কা'রো পাছে।
ধরণীর স্নেহে তরণী করিয়া সরণি হয়েছ পার,
—কিসের নৌকা, কে-বা তা'র মাঝি? ধারো না কাহারো ধার।

বুড়া বিধাতার ভুল হয়েছিল—মানবের গৃহবাসে
মানুষ করিয়া পাঠালো তোমায়, না বুঝে এ পরিহাসে।
কেমনে চিনিবে অন্তর তব—মর্ম্মবাসনা গূঢ়—
পাষাণের মাঝে পাথর তোমারে গড়িতে পারেনি মূঢ়।
কে জানিত আগে; মুক্তির লোভে শুধিবারে দেবঋণ,
পিতৃঋণেরে এত বড় ফাঁকি দিতে পারে কোনো দীন।
মায়ের ভায়ের স্নেহ—সে তো মায়া, মিছে সমাজের দাবী—
দেশ—সে তো মাটি—অন্নে তাহার কোথা মুক্তির চাবি।
তোমার মোক্ষ তোমারি সে শুধু—স্বীয় সাধনার ধন,—
দশজনে টেনে রাখিবে তোমারে মায়ায় ভুলায়ে মন?
এত বড় 'ছোট' নহ তুমি দেব,—ধরণীর মোহে ভুলি'
তোমার স্বর্গ পরের কথায় শিকায় রাখিবে তুলি'।

ধিক্ সন্ন্যাসী, ধিক্ উদাসীন, ধিক্ হে মুক্তিকামী,
শ্রীপদে তোমার শতবার ধিক্—হে মোক্ষপথগামী।
মানুষের ঘরে মানুষ হ'বার যোগ্যতা নাহি যা'র,
স্বর্গের লোভ সাজে কি তাহার—দেবতার অধিকার।
পিতা কাঁদে ভুঁয়ে, মাতা পথে শুয়ে মুমূর্ষু গৃহহীন,
ক্ষুধা-অপরাধে ভাইবোন কাঁদে—নিজবাসে পরাধীন।
তুমি খুঁজিতেছ আপনার পথ, ভাবিয়া তা'দের মায়া,
যা'দের মায়ায় মানুষ হয়েছ, যা'দেরি রক্তে কায়া।
হায় কাপুরুষ, হায় পলাতক, হায় ভীরু, হা রে দীন।
স্বার্থ-আশায় মনুষ্যত্বে এত বড় উদাসীন—
সহিতে পারেন শুধু তিনি—যাঁর আকণ্ঠ ভরা বিষে,
মানুষের 'পরে হেন পরিহাস মানুষ সহিবে কিসে?

সন্ন্যাসী শিব—বিশ্বের শিরে আছেন চক্ষু বুজি'—
গৃহিণীরে দিয়ে অন্নের ভার—অর্থ তাহার বুঝি';

পূর্ব্বপুরুষে উদ্ধার লাগি' সন্ন্যাসী ভগীরথ,
সগরবংশে স্বর্গে বহিল তাহার পুণ্যরথ ;
বুদ্ধ নিমাই—মানুষেরই ভাই, জীবের মুক্তি লাগি'
দুঃখ-দূরের পন্থা খুঁজেছে গৃহহীন বৈরাগী ;
জানি শঙ্কর-ব্রহ্মচর্য্য, বুঝি তা'র মায়াবাদ—
রামকৃষ্ণের সেবাধর্ম্মের জগৎ চিনেছে স্বাদ ;
—তব ভাণ্ডারে কোন্ সে বিত্ত সঞ্চিছ কা'র তরে ?
স্বার্থ-সাধনা-ছদ্মের বেশে ভুলাইবে কোন্ নরে !
যাহারে ডাকিয়া ভস্ম মাখিয়া কাটাইছ নিশিদিন—
জেনো—ধরা তাঁর স্নেহেরই আগার— তিনি ন'ন উদাসীন ॥

প্রেম ও পূজা

ঘর হ'তে ছাদে, ছাদ হ'তে ঘরে, দ্বার হ'তে বাতায়নে,
এক-ই পড়া বই পালটিয়া পড়ি বারবার আন্‌মনে ;
খোলা-চুল বাঁধি, বাঁধা-চুল খুলি, ফিরিয়া সাজাই ঘর,
শতবার করি' সিন্দুর-ফোঁটা পরি যে সিঁথার 'পর ;
খড়ির আঁচড়ে দিন আঁকি আর এক এক করে' মুছি,
পাঁজি কাছে, তবু পূজার তারিখ প্রতি জনে-জনে পুছি ;
পোড়া দিন—সে কি যায় !
এক দুই তিন—আর কত দিন ? ফিরে' গনি পুনরায় !

কোন্ শাড়িখানি মনোমত তা'র—ধুইয়ে কুঁচিয়ে রাখি,
শিউলি-বোঁটায় কাপড় ছুপিয়ে মনে-মনে পরে' থাকি ;
আরশির কাচে মুখ দেখি—শুধু কেমনে দেখাবে তাঁলো,
ললাটের 'পরে রেখা কি পড়িল—চোখের নীচে কি কালো !

খালি—এস, এস—চিঠি লিখি আর প্রতিদিন দিই ডাকে,
পোড়া-আপিসের ছুটি কবে সুরু—শুধাই সে যাকে-তাকে,
কেউ কি জানে না ঠিক !
কবে সে আসিবে, আসিবে সে কবে—তাই নয় বলে' দিক ।

'এক-মেটে' ফিরে' 'দো-মেটে' হইল, তাও শেষে হ'ল শেষ—
ঠাকুরের গায়ে রঙ সারা হয়ে উঠিল রাঙতা-বেশ ;
'চাল-চিত্তির' সাঙ্গ যখন, তবু দেখি ছায়া-ছায়া—
তোর মুখ—তাও ধরে না চক্ষে—একি মায়া, মহামায়া !
অন্ধ এ চোখ—অন্ধই হোক, কাজ কি আলেয়ালোকে,
তা'র আগে যেন মুখখানি তা'র একবার দেখি চোখে ।
ক্ষমা কর্ অম্বিকা—
তোর চেয়ে তোর দান বড় হ'ল—এই কি ললাটে লিখা !

পূজার দেবতা, সেবার দেবতা—মিলন-দেবতা তুই,
তাই কি মিলনে আঁকড়িয়া ধরি—দেবতারে দূরে থুই ?
মুগ্ধ হিয়ার—এত টান যা'র তোর চেয়ে তার দিকে,
মর্ম্মের রঙ রাঙা হ'ল আর ধর্ম্মের রঙ ফিকে !
কিম্বা তোমার এই সে বিচার ! কেমনে বুঝিব কি যে—
সবার আড়ালে থাকিয়া সবার অর্ঘ্য কুড়াস্ নিজে !
অভয় দে দশভুজা—
অন্ধতা মোর প্রেম যদি হয়, তাই হোক তোর পূজা ॥

আশ্বিনের ব্যথা

শ্বশুরের ঘর —স্বামীর আদর—বড় সুখ, তাহা মানি—
শুধু আজি মন করিছে কেমন—কেন-যে তাহা না জানি।
কোন্ ঘরখানি মনে পড়ে থেকে-থেকে,
প্রাণের ভিতরে কে যেন ফিরিছে ডেকে।
ঘরে-ঘরে ঘুরি—মুখে বাস আর বুকের বেদনা টানি'।

হেথা সোহাগের অভাব ত নাই, যতনের হেলা-ফেলা,
নিত্য-নিয়ত মন-যোগানোর আয়োজন—সে ত মেলা;
তাই নিয়ে ভুলে' থেকেছি এগারো মাস,
আজি মনে হয় কণ্টক-গৃহে বাস—
আজ শুধু বুকে জমে' উঠে শ্বাস শরৎসন্ধ্যাবেলা।

কাঁচপোকা ঐ উড়িয়া বেড়ায় ঘরেরই জানালাপাশে,
এত কাছে—তবু সাধের টীপের কথাটি মনে না আসে।
এয়োতী নারীর লক্ষণ সব আগে—
চুল-বাঁধা—সেও আজ ভাল নাহি লাগে;
কি হয়েছে মোর—ভিখারীর গানে অশ্রুতে বুক ভাসে।

পোড়া আকাশেরও কি হয়েছে আজ—নীলের উপরে নীল,
সেই নীলিমায় নাহিবে বলিয়া ঘুরে-ঘুরে' উড়ে চিল।
রাত না পোহাতে সাদা রোদখানি উঠি'
পায়ের তলায় করে যেন লুটোপুটি,
লঘু হাওয়াখানি মার বুকে যেন মিলাইতে চাহে মিল।

সকল গন্ধে পেরে উঠি—আমি পারিনাক শিউলিকে—
সে যে, হিয়ার পরতে হারা-মুখখানি কেটে-কেটে' দেয় লিখে।
সন্ধ্যা না হ'তে মৃদু বাসখানি উঠে'
'হায় হায়' শুধু জাগায় বক্ষপুটে—
মনে হয় যেন অমনি সে ছুটে' চলে' যাই কোন্ দিকে।

ওগো, ছেড়ে দাও ! ওগো, ছুটি দাও—তিনটি-দিনের ছুটি ;
মাকে একবার দেখিয়া আসিব—নামাও নয়ন দু'টি ।
এত ভালবাস'—রাখ' আজিকার সাধ,
এ অধীরতার নিওনাক অপরাধ ;
তোমারি পূজার ফুলটি আনিব মায়ের চরণে লুটি' ।

মায়ের আমার মা এসেছে ঘরে—আমি যে মায়ের মেয়ে ;
সারা বছরটি দু'টি আঁখি তাঁর দু'দিকে যে আছে চেয়ে !
যে চোখ চাহিবে মায়ের পায়ের তলে—
সে চোখ তাঁহার ভরিও না আজ জলে,
—সে চোখের জল সব আলো যে গো—দিবে সে আঁধারে ছেয়ে !

বিশ্ব জুড়িয়া শোন' কান দিয়া—মা এসেছে সব ঘরে ;
মায়ের-মেয়ের সে মিলনটুকু দিও না মলিন করে' ।
সারা বৎসরে এ দিন ফিরে না আর,
পথের কাঙাল—সেও মুছে' আঁখিধার
সেই মুখখানি বছরের মত' দেখে' নেয় চোখ ভরে' ।

ঐ যে সানায়ে বিনায়ে-বিনায়ে কাঁপিয়া কাঁদিছে স্বর,
নয়ন থাকিলে করুণায় বুঝি ঝরিত সে ঝর-ঝর ।
যে পূরবী আজি পরতে-পরতে উঠে,
বেদনা তাহার ঘনায়ে-ঘনায়ে ফুটে—
বেতসের মত' বেপথু তাহার মর্ম্মেরই মর্ম্মর !

চুণীর বলয় নীলার কণ্ঠী—সব থাক্ তব সাথে,
তোমারি স্মরণ-শুভ-শঙ্খটি নিয়ে যাব শুধু হাতে ;
মায়ের স্নেহের মিলনের মধু দিয়া
তোমারি প্রসাদ আনিব সে ফিরাইয়া—
বিজয়ার রাতে সঁপি' দিব হাতে জ্যোৎস্না-নিভৃত ছাতে ॥

রথযাত্রা

চক্রনেমির ঘর্ঘররবে নির্ঘোষি' রাজপথ,
বিশ্ব কাঁপায়ে চলেছে রে আজ বিশ্বরাজের রথ !
ধনী গৃহস্থ শিশু বয়স্থ—আয় সবে ছুটে' আয়—
জগৎনাথের রথের যাত্রা তোরি দ্বার দিয়ে যায়।

মেঘদুর্দ্দিন দুর্য্যোগে আজি গর্জ্জিছে বারিধার,
সঙ্কটময় পঙ্কিল পথ, শঙ্কিল চারিধার ;
যে থাকে যেথায়—আজিকে হেথায় মিলিতে সবাই হবে,
বিশ্বনাথের ডঙ্কা বেজেছে মেঘ-ভৈরব রবে।

কে আছে বিকল, কে আছে বধির, কে আছে অঙ্গহীন,
কে সে নপুংস ক্লীবের বংশ, ক্ষয়ক্ষীণ মহাদীন ;
আজি এ রাত্রি যে নহে যাত্রী, থাক্ সে আপন ঘরে—
শয্যালগ্ন সুপ্তিমগ্ন লুটায়ে ভূমির 'পরে।

আয় তোরা যত নবীন প্রবীণ কিশোর কুমারদল,
কল-কোলাহল-কর্ম্মপাগল আয় বলচঞ্চল,
বাঁচিস্ মরিস্, আজি না ধরিস্, কাছিতে লাগা রে হাত—
তোদেরি ঐক্যে মিলিত জানিস্ মিলন-জগন্নাথ !

লক্ষ দৃপ্ত মত্ত বাহুতে রশিতে পড়ুক টান,
আজি যে কেবল চলচঞ্চল—চল্-চল্ অভিযান ;
নাহি আগুপিছু সন্দেহ কিছু—শুধু সম্মুখগতি,
লক্ষ লোকের লক্ষ্য সে এক সঙ্গের সঙ্গতি।

আজি এ রথের পুরোহিত নাই—ধর্ম্ম নিজেরে ধরে,
নাহিক মন্ত্র—পূজার তন্ত্র মিলিত কণ্ঠ-স্বরে ;
ধূলি-কলঙ্ক তিলকপঙ্ক, চন্দন স্বেদনীর—
অযুত আর্ত্তকণ্ঠে উঠিছে কীর্ত্তন সুগভীর।

ঘর্ঘরি ঘুরে' কর্ম্মচক্র নির্ঘোষি' ধরাপথ,
বিশ্বেরই মাঝে ছুটিয়া চলিছে বিশ্বরাজের রথ ;
সেবানুরক্ত অযুত ভক্ত দেশে-দেশে দিশে-দিশে,
সকল বিভেদ ভুলিয়া আজিকে এক সাথে গেছে মিশে'।

কেহ অর্পিছে বক্ষের বল, কেহ চক্ষের জ্যোতি,
বাহুর শক্তি কেহ বা বিলায়, কেহ বা মিলায় গতি,
যা'র আছে যাহা সেই দেয় তাহা, আজি মাহেন্দ্র-ক্ষণে,
জগৎস্রষ্টা একক দ্রষ্টা হাসিছে উদাস মনে।

আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে, সিন্ধু ধরার হাত,
বিশ্বজনারে মিলাইতে তাই দৃশ্য জগৎনাথ ;
যত জাতি-পাঁতি সব একসাথী যাঁহার চরণপাশে,
উঁচু আর নীচু নাহি যেথা কিছু—সমান দ্বিজে ও দাসে।

মহামানবের মিলনক্ষেত্র—শ্রীক্ষেত্র নাম তাই।
মহামিলনের পদধূলিপূত—তাই সে তীর্থ-ঠাঁই ;
নীতি ও আচার বিধি ও বিচার বিতর্ক সব ভুলি'
নে রে নে মানব মাথায় তুলিয়া সেই পবিত্র ধূলি।

চিত্ত ভরিবে সাহসে আশায়, বক্ষ ভরিবে বলে,
রথগতি হবে মনোরথসম শতেক যোজন পলে ;
সাগরবেলায় পরশি' হেলায় কাঁপায়ে বিমানপথ
জগতের সীমা ছাড়াইয়া যাবে জগন্নাথের রথ।

ওরে কবি, তুই এ মহামেলায় কি করিবি তাই বল্—
তোর হাতে এই তালপত্রের শিঙা শুধু সম্বল!
তাই যদি হয়—তবে এ সময় প্রাণপণে তাই বাজা,—
তাঁর কাছে তাও পঁহুছিবে ক্ষ্যাপা, যিনি এ রথের রাজা॥

বৃন্দাবনী

আমার ব্রহ্মা থাকুন ব্রহ্মরন্ধ্রে, শম্ভু থাকুন শিরে,
আজ বিষ্ণু দাঁড়ান কৃষ্ণ হয়ে মন-যমুনাতীরে।
আমার ধ্যান ধারণা জপ,
সকল মন্ত্র তন্ত্র তপ,
যত স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন সেই স্রোতে যাক্ ভাসি'—
আজ সব ভুলিয়ে বাজুক কালার পাগল-করা বাঁশী।

আমি সেই বাঁশীতে পরান সঁপি' হব রে বৈরাগী—
ছার সংসারে আর মন নাহি মোর তুচ্ছ সুখের লাগি'।
শুধু শুনব শ্যামের গান,
সেই আনন্দ মোর প্রাণ;
তাই সকল-হরা আকুল-করা বাঁশীর ডাকে আজ
আমার মন ভুলিল প্রাণ ভুলিল—রইল গৃহকাজ!

আজি শাওন-মেঘের আঁধার-ছাওয়া তমাল-বনের আড়ে,
যেন কালার কালো ছোপ লেগেছে কালিন্দীরই ধারে;
সেই কুঞ্জবাটের পথে-
পথে উধাও মনোরথে,
আমার উদাসী মন আকুল হয়ে চলল অভিসারে—
সেই ময়ুর-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা পিয়ালবনের পারে।

সেথা পুলক-ভরা কদমফুলের পরাগ-ঝরা ফাঁকে,
কালো কাজল-কটা বাকল-জটা বংশীবটের শাখে,
যেথা শ্যাম-লতার রশি
দিয়ে ঝুলন-দোলা কসি'—
আমার বৃন্দাবন-চন্দ্র সুখে হিন্দোলাতে দোলে—
আজ চিত্ত আমার দুলছে সেথায় বাঁশীর দ্রুত বোলে।

সেই বৃন্দাবনের বৃন্দা হব, আজকে আমার সাধ,
রাই- কানুর দাসী হয়ে পাব আনন্দ-প্রসাদ।
আমার কোথাও কেহ নাই,
আমি কিছুই নাহি চাই ;
সেই মুক্তিহারা ভক্তিতে মোর পরান ভেসে' যায়—
তোরা কুলের কাঁটা কথার বালাই তুলিস নে আর ছাই।

আজ সত্য থাকুক গুপ্ত বুকে, শিব—সে থাকুন শিরে,
শুধু সুন্দরেরই বন্দনা আজ করব ফিরে-ফিরে'।
যে যা' বলে—বলুক লোকে,
মোরে দেখুক যে যা' চোখে,
আমার শঙ্কা-শরম-চিন্তা-ধরম নেন যদি আজ হরি—
তবে অন্ধ লোকের মন্দ কথার ভয় কি আমি করি॥

আগমনী

কৈলাস হ'তে বিদায় নেওয়া—সে যে প্রাণের কোন্ টানে,—
শৈলরাজের মর্ম্মকথা শৈলবালার মন জানে।
মা মেনকার চক্ষুকোলে যে বেদনার অশ্রু দোলে,
ভোলার কোল কি সাধে ভোলায়। প্রাণের জ্বালা কোন্‌খানে—
হিমরাণীর বুকের ব্যথা হৈমবালার মন টানে।

পাগল ভোলা—পাগল বটে, চক্ষে তবু জল ঝরে ;
গৌরীধনে বিদায় দিতে তা'রো কি সে মন সরে।
উথ্‌লে উঠে কেশের জটা, চম্‌কে উঠে নয়ন ক'টা,
ভালের শিশু-শশীর ছটা প্রলয়-ঘটার রঙ ধরে ;
হাড়ের মালা গলায় ফোটে, শিঙা কাঁদায় শঙ্করে।

আজকে যেন বিষের জ্বালা নূতন করে' লাগল রে,
গলায়-বেড়া সাপের মালা গরলশ্বাসে জাগল রে ;
ত্রিশূল আজি আসন হানে, বৃষভ নাহি শাসন মানে,
কৃত্তিবাসের বৃত্তি দেখে' ভাঙের নেশা ভাগল রে—
সতীশোকের বজ্রব্যথা নূতন করে' জাগল রে।

মহাযোগীর বিকার দেখে' গৌরীরও চোখ ছল্‌ছলে—
ত্রিনয়নার নয়নধারা সম্বরে আজ কোন্ ছলে।
ভিখারী—যে ভিক্ষা ভুলে। কে দিবে তা'য় অন্ন তুলে'?
নক্তমালের শক্ত মূলে কে বসাবে অঞ্চলে?
বিদায় দেওয়া কি দায়—তবু মায়ের ব্যথায় মন গলে।

বরষ ধরি' ধূলায় পড়ি' আছেন মরি' যেই মাতা—
চোখের পাতা পড়ত না যাঁর, বন্ধ চোখের সেই পাতা ;
ধরার সেরা রাজার রাণী কাঁদেন শিরে কাঁকন হানি',
'গৌরী' ছাড়া নাইক বাণী, জানবে বলো কেই বা তা ।
মেয়ে ছাড়া কে বুঝবে আর মায়ের মনের সেই ব্যথা ?

নয়ক বেশী—তিনটি দিনের দেখা শুধু বৎসরে ;
মায়েরে তাই বাঁচিয়ে রাখে—জানে যে তা বৎস রে ।
ঝাপসা চোখের অশ্রু-আড়ে কুজ্ঝটিকার পর্দ্দাপারে—
ঊর্দ্ধ-আঁখি চায় সে তা'রে—কৈলাসেরই পথ ধরে',
কবে আসে—কখন্ আসে উমা আমার রথ করে' ।

ঐ আসে রে গৌরী আমার—ঐ দেখা যায় নন্দীরে—
পাগলপারা নয়নধারা—ছুটল যেন বন্দী রে ।
মায়ের-মেয়ের নয়নজলে ঝরল ধারা গিরির তলে,
যুগ্মবুকের যুদ্ধজ্বালা লভল যেন সন্ধি রে ;
কৈলাস আজি মর্ত্তে নামি' মিলল মায়ের মন্দিরে ।

এম্‌নি করে' মায়ের ঘরে আয় রে ফিরে' শঙ্করী ।
দীর্ঘদিনের দৈন্য-জ্বালা তিলেকতরে সম্বরি ;
তবু তিনটি দিনের তরে মায়ের ঘরে উদয় হ' রে—
জীবন্মৃত জীবের 'পরে শিবের সুধা সঞ্চরি' ;
শিব-সোহাগীর সঙ্গে তবু তিনটে দিনের ঘর করি ॥

জন্মাষ্টমী

আঁধারে ফুটিল আলোকদীপ্তি—কাঁটায় কনক-ফুল,
অন্ধ অকূল সিন্ধুর পারে দেখা দিল উপকূল ;
মৃত্যুকপিশ মূর্চ্ছিত মুখে ফুটিল প্রাণের হাসি,
পাপের চক্ষে সহসা উঠিল পুণ্যের জ্যোতি ভাসি' !
উলু উলু উলু—দে রে পুরনারি, ওরে তোরা শাঁখ বাজা—
অন্ধ-কারায় জনমিল আজ মুক্তি-দেশের রাজা ।

চুপ চুপ চুপ—চুপ করো সবে, এখনো সময় নয়—
নির্য্যাতনের বীর্য্যের আজো হয়নিক পরাজয় ;
অধর্ম্ম আজো রক্তপতাকা উড়ায় উচ্চ শিরে,
কংসের বাহু ধ্বংসের ঘর—এখনো রয়েছে ঘিরে' ;
চুপ করো সবে—অন্ধকীটের গোপন গহনতলে
দুরিত-নাশন কলুষ-শাসন মুক্তির মণি জ্বলে ।

উলু উলু উলু—উলু উলু উলু—ওরে তোরা শাঁখ বাজা,
কংসকারায় জনমিল আজ বিশ্বভুবন-রাজা ;
ধরণী ধরিল তাপিত বক্ষে দেবকী-গর্ভবাসে,
বসু-দেবতার পুণ্য বহ্নি ধরার ধ্বান্ত নাশে ;
কারাগার হ'ল দ্বিতীয় স্বর্গ, দুঃখ হইল সুখ,
জীবের দৈন্যে দেখা দিল আসি' দেবতার হাসিমুখ ।

অষ্টমী তিথি—কৃষ্ণপক্ষ ; আঁধারে নিখিল হারা,
গুরু-গুরু ডাকে বরষার দেয়া, অঝোরে ঝরিছে ধারা ;
বক্ষে পাষাণ—বসু-দৈবকী বন্দী গৃহের তলে—
ব্যথা-জর্জ্জর অসহায় নর তিতিছে নয়ন-জলে ;
ঘোর দুর্দ্দিন ভিতরে-বাহিরে, দারুণ দুঃসময়—
এমন দুঃখ না হ'লে জীবের, দেবের কি দয়া হয় ?

জনমিল শিশু—শঙ্খ ঘণ্টা বাজিল দ্যুলোক'পর,
দেবদুন্দুভি প্রহরীজনের শিহরিল কলেবর ;
বিদ্যুদ্দ্যুতি ঝলসিল দিঠি, অন্ধ দ্বারের দ্বারী,
খুলি' গেল দ্বার পলকের মাঝে, স্তম্ভিত নরনারী ;
শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম বিভূষিত নারায়ণ
বসুদেবক্রোড়ে হাসিলা বারেক স্মরি' নিজ পলায়ন।

ত্রিলোকজনের মুক্তি-নিদান—তা'রেও লুকা'তে হয়।
পাতকীর পাপ পূর্ণ করিতে—তাও লাগে সুসময়।
শঙ্কিত চিতে কম্পিত পদে ভাবে মায়ান্ধ জন—
কেমনে তাহারে পার করে—যে বা পার করে ত্রিভুবন।
শিবানী আপনি শিবারূপে পথ দেখায় গোপনে যা'রে,
অনন্ত নিজে ছত্র ধরিয়া নিবারিছে বারিধারে।

অপরূপ কথা—রূপাতীত রূপ গুপ্ত করিয়া জলে,
দ্বিভুজ হইয়া মুরলী ধরিয়া উদিলা ধরণীতলে ;
দু'হাতে বাঁধিবে স্নেহের বাঁধন আদুরে মায়ের ছেলে,
চারি হাত ফিরে' প্রকাশিবে পুনঃ বৈরীর দেখা পেলে।
ত্রিলোকপালন নরনারায়ণ পালিত আপনি লোকে,
যশোদা-মায়ের কোলে-কোলে আর নন্দের চোখে-চোখে।

গোপ-গোয়ালার স্নেহের ছুলাল, ক্ষীরসরননীচোর,
বৃন্দাবনের বনের গোপাল, রাখাল সঙ্গী তোর,—
নন্দছুলাল, একি এ খেয়াল, একি লীলী লীলাময় !
দীনের বন্ধু করুণাসিন্ধু, তাই কি এ পরিচয় !
কংসাস্থরের পাপের পসরা না বাড়িলে ধরামাঝে—
কেমনে পেতাম, কোথা দেখিতাম—দয়াল, তোরে এ সাজে ?

ধরায় ফুটিল কৃষ্ণচন্দ্র—ধূলায় নীলারবিন্দ—
গোপ-গোয়ালার ঘরে আসি' হাসি' দেখা দিলা শ্রীগোবিন্দ !
জরামরণের ধরণী-ছুয়ারে ফুটায়ে স্বরগহাসি,
ধূলিপঙ্কিল গোষ্পদ-বুকে ছড়ায়ে জ্যোছনারাশি ;
উলু উলু উলু—উলু দে রে আজ, ওরে তোরা শাঁখ বাজা,—
কংসকারায় জনমিল আজ ধ্বংস-পালন রাজা ॥

তব নামাঙ্কিত এই পুণ্যসিক্ত পঞ্চমীর দিনে,
তোমারি চরণচিহ্ন চিনে'
এসেছি তোমারি দ্বারে, অর্চ্চিবারে হে বাঙ্ময়ি বাণি,
ধ্বনির নূপুর-পরা ওই তব চরণ ছু'খানি—
বহু ভাগ্য মানি' ;
শিবরূপা সরস্বতী লহ আজি ভক্তের আরতি,
জননী ভারতী।

বিশ্বারাধ্যা শক্তি আদ্যা তুমি বাণী প্রণব ওঙ্কার—
সৃজনের প্রথম ঝঙ্কার।
তব সুরে সুর বাঁধি' ভ্রাম্যমাণ সূর্য্য চন্দ্র তারা;
নক্তন্দিব তরঙ্গিত; সিন্ধুবক্ষে তব ছন্দ-ধারা
নাচে আত্মহারা;
সপ্তস্বরা তব বীণে সপ্তলোক উঠে শিহরিয়া
আনন্দে ভরিয়া।

কুন্দেন্দুতুষারশঙ্খ-শুচিশুভ্র সৌন্দর্য্যের রাণি,
মূর্ত্তিমাঝে উর বীণাপাণি;
সিতবাসা স্মিত-হাসা শ্বেত শতদল শোভে পায়ে,
হাসে পঞ্চমীর শশী নন্দনের চন্দন ছিটায়ে
ধরিত্রীর গায়ে;
গুঞ্জরে নিখিল বিদ্যা ভৃঙ্গসম ঘেরি' দলে দলে
পাদপদ্মতলে।

সঙ্গীতের মধুচ্ছন্দা, জ্ঞানের অমৃতনিঃস্যন্দিনী—
প্রণমামি চরণে জননী;
কি দিয়ে করিব পূজা, শ্বেতভুজা, কোন্ ছন্দডোরে
কোন্ শব্দপুষ্পে গাঁথি' কোন্ মাল্য পরাইব তোরে—
শিখায়ে দে মোরে;
আজন্ম কাঙাল আমি, প্রসীদ মা পূজারী সন্তানে—
তব জয়গানে।

কাঁদিছে তোমারে বেড়ি' ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী,-
হ'তে চায় চরণে কিঙ্কিণী ;
জ্যোতির্ম্ময়ী নীহারিকা বরকণ্ঠে বরমাল্যদানে—
যুগ যুগ ঘুরে' মরে শূন্য 'পরে সুযোগ সন্ধানে,
চাহি' মুখপানে ;
বিচ্ছুরিত সূর্য্যকর সেতারের তার রচিবারে
ফিরে বারে বারে ।

ছন্দের ইঙ্গিতে তব পঞ্চমেতে গাহিল কোকিল,
কুহুস্বরে ভরিয়া অখিল ;
মধুগন্ধে মধুমাস মাতি' উঠে মন্দ সমীরণে,
প্রমত্ত মঞ্জরী-মেলা মেলে আঁখি মুগ্ধ আম্রবণে
ধরণীপ্রাঙ্গণে ;
পলাশের কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে অলক্তকরেখা
তব জয়লেখা ।

বছর ঘুরিয়া গেছে—দেখা তব পাই নাই দেবি,
বড় সাধ শ্রীচরণ সেবি ;
আজি এই গঙ্গাতীরে শিবপুরে বহু ভাগ্যফলে
যদি বা মিলিল দেখা, মহানন্দে বন্দি পদতলে
নয়নের জলে ;
জীবনের যত ভুল ফুল হয়ে ফুটুক চরণে
বরণে বরণে।

এস দেবি, এস মাতা, এস বিদ্যা—এস মা কল্পনা,
এস বুদ্ধি বিবেকবসনা ;

এস মা করুণাময়ি, আবাহন করে ভক্তদল,
ফুটাও এ চিত্তসরে সাধনার শ্বেত শতদল
পবিত্র নির্ম্মল।
হে বাণি, তোমার বাণী অন্তরের মন্ত্র হোক আজি
কণ্ঠে কণ্ঠে বাজি'।

ফুকারি' প্রাণের শঙ্খ সাধনার যুগ্মকরে ধরি'
বন্দি তোমা ত্রিভুবনেশ্বরি!
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ মন্ত্র যা'র নিত্য জপ করে,
ব্রহ্মা যা'র বেদ বহে, বিষ্ণু যা'রে পূজিছে অন্তরে—
কোটিকল্প ধরে',
প্রণমি তাঁহারি পদে,—সাষ্টাঙ্গে লুণ্ঠিত সেই নতি
লহ ভগবতি॥

দেয়ালী

বন্ধু, তুমি আচ্ছা মানুষ—এমন খেয়ালী!
তোমার, দেখি, সকল কাজেই পরম হেঁয়ালী;
আজকে রাতে ঘরে-ঘরে
জ্বল্ছে বাতি থরে-থরে;
দীঘির জলে গাছের 'পরে আলোর দেয়ালী;
তোমার ঘরই আঁধার শুধু—কেমন খেয়ালী!

পথের ধারে কাতার-বাঁধা সৌধশিখরে
নানানতর মালায়-গাঁথা আলোক ঠিকরে ;
গরীব যা'রা কুটীরবাসী,
তা'দের ঘরেও আলোর হাসি,
তুমি এমন উদাস হয়ে রইলে কি করে' ?
চারিধারে দীপের হারে দীপ্তি ঠিকরে।

আসতে পথে এম্‌নি চমক লাগল আঁখিতে,
তোমার গৃহ—শুধাই সবে, নয়ন থাকিতে।
কেউ বা শুনে' অবাক মানে,
কেউ বা চাহে মুখের পানে,
কেউ বা কুটিল দৃষ্টিটি তা'র চায় না ঢাকিতে।
এম্‌নি পথে আলার ধাঁধা লাগল আঁখিতে।

অনেক খুঁজে' এলাম যদি, সে এক ভাবনা—
অন্ধকারের আড়াল ভেদি' যাই কি—যাব না।
এমন সময় আঁধার ঠেলে'
যেমন করে' কাছে এলে,—
তেমন করে' আসা যে আর কোথাও পাব না।
এক নিমেষে ভুলিয়ে দিলে সকল ভাবনা।

ভেবেছিলে হয় তো মনে—বাহির দুয়ারে,
অমারাতের আগল এঁটে ছলব উহারে।
বাহির দেখে' ভয় কি মানি,
মন যে তোমার মনে জানি ;
প্রীতির আলো জ্বলছে যেথায় জ্যোৎস্না-জুয়ারে ;
অন্ধকারের পরদা ঘিরে' ছলবে ইহারে ?

ওগো আমার দুঃখরাতের আঁধার সরণি !
ভিড়াও তোমার সেবার ঘাটে প্রাণের তরণী।
কিসের ক্ষতি অন্ধকারে,
মন যদি মন চিনতে পারে—
এক নিমেষে উঠবে হেসে আমার ধরণী ;
ওগো প্রাণের দীপান্বিতা—হৃদয়হরণি ॥

শিব-সপ্তক

কে বলে তুমি উদাসী শিব, কে বলে তুমি সন্ন্যাসী—
কে বলে তুমি সংহারের দেবতা !
কে বলে সদা ব্যস্ত যোগে—ত্রিলোকে কভু সম্ভাষি'
শুধাওনাক কাহারে কোনো বারতা ?
প্রলয়জলে মগ্ন করি' দহিয়া মহাখাণ্ডবে
বিশ্ব নাকি লুপ্ত করো হেলাতে,
অঙ্গে সেই ভস্ম মাখি' নৃত্য করো তাণ্ডবে—
তোমার সুখ—রুদ্র, সেই খেলাতে !
ধ্বংসে আর বিনাশে, হর, তোমার নাম লিপ্ত যে,
শক্তি তব ব্যক্ত শুধু নাশিতে,
ত্রিশূলে যে-বা বিদ্ধ করে—সর্ব্বনাশা ক্ষিপ্ত যে—
সে কভু কা'রে পারে কি ভালবাসিতে ?
বিশ্বনাথ, ইহার চেয়ে বিকট কোনো কল্পনা
মর্ত্ত্য জীবে পারে না কভু ভুলাতে,
শিবেরে যে-বা অশিব করে, সাধ্য তা'র অল্প না,
কৈলাসে সে লুটাতে পারে ধুলাতে !

পতিত-জনে পাবনতরে ধরিলে তুমি গঙ্গাধর,
        জহ্নুসুতা মৌলিজটা-কটাহে,
ত্রিপুরে নাশি' শম্ভু, তুমি আর্ত্ত-সুর-শঙ্কা-হর,
        ললাটে শোভে শিশু-শশীর ছটা হে।
ঐরাবতে ইন্দ্রে দিয়া, লক্ষ্মী দিয়া বিষ্ণুরে,
        কৌস্তুভেতে ভূষিয়া তাঁরি উরসে,
সিন্ধুবারি-মথনদিনে দেব দানবনিষ্ঠুরে
        অমৃতরাশি কে দিল হাসি' হরষে ?
কণ্ঠ 'পরে দারুণ জ্বালা ধরো গরলভক্ষণে,
        সবার শুভ তোমার ধ্রুব কামনা,
সর্প তাই বক্ষোভূষা—সর্ব্বজনরক্ষণে
        সতত তব জীবন-পণ সাধনা।
নিখিলতরে অন্নদারে সঁপিয়া নিজে ভিক্ষাসার,
        মুষ্টিদান—দু'বেলা তাও যোটে না ;
লজ্জাবাস বিলায়ে সবে দিগ্বসনে দীক্ষা কা'র—
        কৃত্তিবাস,—কভু বা তাও মোটে না !

জননী যেথা বুকের ধন—নয়নমণি-নন্দনে
        রাখিয়া যায় পাষাণে বাঁধি' হিয়া সে,
রমণী যেথা ত্যজিয়া যায় জীবনমনোবন্ধনে—
        দয়িতে তা'র চিরবিদায় দিয়া সে ;
যেখানে যা'র যে কেহ আছে, শেষের সেই রাত্রিতে
        বিন্দু দুই চোখের জল ফেলিয়া,
প্রণয়ী বলো বন্ধু বলো—পরপারের যাত্রী যে—
        সঙ্গ তা'র ছাড়িয়া যায় চলিয়া ;
শকুনি-শিবা-সেবিত সেই শ্মশানপুরসঙ্কটে,
        কাঁদিয়া চিতাভস্ম কয়—কে আছে।

অমনি তা'র শিয়রে আসি' শ্মশানবাসী শঙ্করে
মাভৈঃ-রবে অভয়বাণী দিয়াছে।
—কে বলে তোরে ছেড়েছে সবে। মেল্ রে আঁখি মুগ্ধ নর,
দেখ্ রে চেয়ে, কে আছে কাছে দাঁড়ায়ে,
তোদেরি লাগি সেজেছি আমি ভূতভাবন ভস্মধর,
তোদেরি লাগি রয়েছি বাহু বাড়ায়ে।

বক্ষে আমি টানিয়া লই নিমেষতরে বঞ্চিয়া,
ধরার ধারা নূতন করে' গড়িতে,
জীর্ণ ঐ জন্মফলে নবীন সুধা সঞ্চিয়া,
নূতন রূপে নূতন রসে ভরিতে;
মায়াতে তোরা ভাবিস ভবে, মৃত্যু বুঝি দুঃশাসন—
নিঃশেষিয়া পরানবাস হরিবে,
বসন—সে যে আমারি হাতে, আমারি বরে আচ্ছাদন
নূতন হয়ে নিয়ত তোরে বরিবে।
রাত্রি এসে হরিতে চায় দিনের দাহ দীপ্তি যে,
দিন কি তা'য় মরিয়া যায় ফুরায়ে?
ক্লান্তি 'পরে শান্তি শুধু সাধিয়া তা'র তৃপ্তি যে—
নবীন তেজে উষারে দেয় ঘুরায়ে।
অরণ্যের হারানো পাতা বসন্তের সম্পদে
ফিরায়ে তাই আনিতে এই আয়োজন,
অৰ্দ্ধনারীমূৰ্ত্তি—তবু নবীন সুখ-সঙ্গতে
আমারো দেখ্ উমারে পাওয়া প্রয়োজন।

নিয়ত জরা-মরণ-ভরা বিপুল এই বিশ্বেতে,
হে পরমেশ, করুণা তব সব ঠাঁই,
বিভূতিধরা বিরাট বুকে ধনীতে আর নিঃস্বেতে
দুঃখী সুখী—কাহারো কোনো ভেদ নাই।

ব্যাধিতে জীব বেদনা পায়, তাই তো তুমি বৈদ্যনাথ,
আয়ুর্ব্বেদবিধান দিলে তাহারে,
দুঃখদিনে শরণ লয় বৃদ্ধ যুবা সদ্যোজাত,
রোগের ভোগ ছাড়ে না কভু কাহারে।
জীবনে যাচে প্রসাদ তব, মরণে তব অঙ্ক চায়—
বাসনা তাই গঙ্গা আর কাশীতে,
কত না নদী-নগরী আছে, কে ডাকে কা'রে বন্দনায়,
কোথায় আর চাহে বা জীব আসিতে ?
বোঝে না তুমি জগৎময়, দেখিতে চায় মন্দিরে,
মুরতি তব গড়িয়া মাটি-পাষাণে,
যে ব্যোম-ব্যোম ধ্বনিছে ব্যোমে—তাহারে করি' বন্দী রে,
ঢক্কারবে বিষাণে ডাকে ঈশানে !

সতীর শোকে পাগল হয়ে যেদিন তুমি ধূর্জ্জটি,
স্কন্ধে শব—ফিরিলে সারা ভুবনে,
ত্রি-আঁখি আলো নিভিয়া গেল, বিশ্বময় কুজ্ঝটি,
লুপ্তপ্রায় সৃষ্টি তব রোদনে ;
মুণ্ডপরা খড়্গধরা ভৈরবী সে চণ্ডিকা
উঠিলা যবে করাল রণে মাতিয়া,
রক্তস্রোতে সৃষ্টি ভাসে, ফিরে না তবু অম্বিকা,
তুমি সে তা'রে থামালে বুক পাতিয়া।
নির্ব্বিকার, তবু যে তুমি তারকাসুরে দণ্ডিতে
কুমারতরে,বরিলে ফিরে' উমারে,
মন্মথেরে নাশিলে তুমি রূপের মোহ খণ্ডিতে—
সাধনা দিয়ে পাওয়ালে শেষে তোমারে।
নয়ন নিয়ে প্রণয় নয়, দেখালে তুমি সংযমে,
সিদ্ধি তা'র সাধ্য কা'র নাশিতে,

তাই তো নারী শিবের মত' পতিরে চায় সম্ভ্রমে,
তোমার মত' কে পারে ভালবাসিতে ?

ত্যাগের তুমি মূর্ত্তি প্রভু, ত্যাগ যে তব কণ্ঠহার,
হাড়ের মালা পরেছ তাই গলাতে,
ভস্ম তব বক্ষোভূষা—বিশ্ব শুধু ভস্মসার,
তাই তো তারে বরেছ সেই ছলাতে !
রত্নধন সবে তো লয় ভুবনময় অন্বেষি',
হস্তি-হয়ে সবারি চিরকামনা,
বৃষভে কেহ চাহে না—তাই নিয়েছ তা'রে সন্ন্যাসী,
হে মহাকাল, চলেছ ধীরে—থাম না !
বংশী-বীণ শোভে ক'দিন, ক'দিন কাটে সঙ্গীতে,
সজ্জা-সাজ ক'দিন রাখে ভুলায়ে ?
শেষের ডাক মহাপিণাক, তাই সে তব সঙ্গী যে—
ডমরুধর—ডাকিছ জীবে কুলায়ে !
আপন ভয়ে দেখে যে লোক তোমারে শুধু সংহারে,
ভক্ত কাছে তুমি যে শিব ভোলানাথ,
তোমার মত' এমন সখা পা'ব কি আর সংসারে ?—
হে আশুতোষ, চরণে শত প্রণিপাত ॥

কোজাগর-লক্ষ্মী

শঙ্খ-ধবল আকাশ-গাঙে স্বচ্ছ মেঘের পালটি মেলে'
জ্যোৎস্না-তরী বেয়ে তুমি ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?
ক্ষীরোদ-সাগর-ছেঁচা চাঁদের টীপটি দেখি ললাটপটে,
কুমুদমালার বরণডালা লুটায় তব চরণতটে,
কাশের কোলে চামর দোলে, ছত্র শোভে ছাতিম ফুলে,
আসন তোমার পাতা দেখি শুক্তি-গাঁথা নদীর কূলে—
তুমি কি মা লক্ষ্মী আমার দাঁড়ালে মোর কুটীর-দ্বারে,
জ্যোৎস্না-তরী বেয়ে এসে মুক্তা-ধবল ধরার পারে ?
কে বলে রূপ নাই দেবতার—কে বলে তাঁর মূর্ত্তি নাহি ?
যে বলে সে নয়ন মেলে' আজকে রাতে দেখুক চাহি'।
কোজাগরের লক্ষ্মী হের—এলেন আজি মূর্ত্তিমতী,
চন্দনে ও আলিম্পনে অর্ঘ্য রচ' ভাগ্য-বতি ;
গাঁথ' মালা শুভ্র ফুলে, সাজাও ডালা লাজের রাশে ;
শ্বেতপাথরের থালা ভরাও নারিকেলের শুক্ল শাঁসে ;
শর্করা আর ছানার যোগে ভোগের থালা পূর্ণ কর,
শঙ্খপরা গৌর হাতে ঘৃতের দীপটি তুলে' ধর ;
আত্মা 'পরে দৃষ্টি রাখ, মনের মলা ফেল' ধুয়ে—
শুভ্র প্রাণে শুক্ল বাসে প্রণাম কর চরণ ছুঁয়ে।
প্রণাম কর,—ঊর্দ্ধে হের,' বিশ্বভুবন সিক্ত করে'
মায়ের আশিস্-কিরণ-ধারা মাথার 'পরে পড়ছে ঝরে' ;
নেত্রমনের তৃপ্তিভরা দীপ্তিমতী মূর্ত্তিখানি—
দেখ্ রে চেয়ে অবিশ্বাসী কোজাগরের লক্ষ্মীরাণী ॥

হোলী-খেলা

রঙ্গ রাখো রসময়, রাখো রঙ্গ ওগো শ্যামরায়—
হারি মানিলাম হরি কুঙ্কুম-রাঙানো ছু'টি পায়।
—এক নেত্রে মৃদু হাসি' অন্য নেত্রে কোপদৃষ্টি ভরি'
শঠশিরোমণি-পদে নিবেদিলা রাধিকা সুন্দরী।
উত্তরে হাসিয়া দুষ্ট, করে ভরি' পূর্ণ পিচিকারী
শ্রীরাধার অঙ্গ লক্ষ্যি' হানিলেন রঙ্গে গিরিধারী।
হাসি' সুরসিকা রাধা শ্যামচন্দ্রে দিলা আলিঙ্গন—
কৌতুকে হাসিয়া সারা চারিধারে ব্রজগোপীগণ।
—একদিন এই চিত্র, মূর্ত্তিমান্ জীবন্ত উজ্জ্বল,
করেছিল সর্ব্বদেশ হাস্যে লাস্যে উন্মত্ত চঞ্চল।
আজি তাহা নামে মাত্র—তবু আজি কি উল্লাসভরে
মাতিয়াছে পুরবাসী; কি উৎসব প্রতি ঘরে ঘরে।
চির-সুন্দরীর সাথে চির-সুন্দরের হোলীখেলা—
মধুর বসন্তে আজি বসায়েছে কৌতুকের মেলা।

তাই ভাবিতেছি আজি, বসি' একা আকুল অন্তরে—
সহসা চাহিয়া দেখি—পশ্চিমের উন্মুক্ত অম্বরে,
প্রাবৃটের ঘনঘটা-অন্ধকার আসিয়াছে নামি';
ধ্বনিছে জলদমন্দ্র দিক হ'তে দিগন্তরগামী—
আনন্দের ডম্বরু বাজায়ে। ক্ষুব্ধ ঝটিকার সনে
সঘনে নামিল বৃষ্টি ঘনঘোর ধারা বরিষণে।
ভুলে' গেনু সত্য মিথ্যা—গেনু ভুলে' তুচ্ছ কাল দেশ;
উদ্ভ্রান্ত আঁখির আগে হেরিতে লাগিনু নির্নিমেষ

বিশ্বের সে হোলীখেলা। বৃষ্টিচ্ছলে কৃষ্ণমেঘরাজি
পুলকিত ধরা-অঙ্গে পিচিকারী মারিতেছে আজি
মহারঙ্গে ; কলহাস্যে দিগঙ্গনা হুড়াহুড়ি করে—
তা'রি দ্রুত পদধ্বনি শুনা যায় সুদূর অম্বরে।

—তখন পশ্চিমপ্রান্তে সূর্য্যদেব আসিছেন নেমে',
শান্ত হ'ল বৃষ্টিধারা, ঝটিকা আসিল ক্রমে থেমে' ;
রাগরক্ত তরুশির রক্তরাগ অরুণ-কুঙ্কুমে,
রাগরক্ত গঙ্গাবারি তা'রি সেই রক্তরাগ চুমে',
রঞ্জিয়া দিগন্তকান্তি সান্ধ্য সূর্য্য অস্তে গেলা ধীরে—
মাখিয়া সন্ধ্যার গণ্ড লালে লাল আবীরে আবীরে।
চৈত্র-পূর্ণিমার রাত্রি—অপরূপ বিশ্ব-দোললীলা
আমার উদ্ভ্রান্ত নেত্র উর্দ্ধলোকে বিস্ময়ে হেরিলা॥

প্রেমোন্মাদ

ঐ কে এল রে কালো পথিক—আমার আঙিনাতে,
ওরে, কে এল রে আজ ?
আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিল সজল আঁখিপাতে,
সে যে ভুলিয়ে দিল কাজ।
সখি, ঐ কি তোদের কালা ?
ঐ কালোর বুকে ঝিলিক্ মারে—ঐ কি বনমালা ?

আমার কানে-কানে কত কথাই কইত কত লোকে—
তা'রা কইত না মুখ ফুটে',

শুনে' ভয়ে আমি যাই না ঘাটে, চাই না কারো চোখে,
পাছে কলঙ্ক-নাম উঠে!
সদাই পোড়া মনের ভয়—
ওরে, কালার কালো বরন যদি পাগল-করাই হয়!

ওগো, সেই কি লো সই অতিথ হয়ে আপ্না হ'তে আজ
এল এ মোর গৃহদ্বারে,
ওরে, এমন রূপ ত দেখিনি রে, ও কি মোহন সাজ—
ও যে সব ভুলাতে পারে!
ঐ স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া—
যেন বুকের মাঝে চন্দন-রস অঙ্গপরশ-পাওয়া!

শোন' মুহুর্মুহু মুহুর্মুহু মধুর মুরলীতে
ঐ সারা আকাশ ভরি',
এই গুরু-গুরু বুকের মত' মনের চারিভিতে
আমায় ডাকছে সহচরি!
সখি, ঐ ত শ্যামের বাঁশী,—
সেই মন-ভুলানো ডাকে আমায় করবে বনবাসী!

হের', শিখি-পাখার ইন্দ্রধনু পড়ল বুঝি নুয়ে
এই মাথার 'পরে এসে;
ওকি, অশ্রু তাহার ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ল বুঝি ভুঁয়ে
আমার বুকের তলদেশে!
আমি রইতে কি আর পারি,
আজ গৃহদ্বারে এল যে মোর মানস-কুঞ্জচারী!

ঐ ঝর্ঝরিয়া ঝর্ঝরিয়া ঝরছে আঁখিধার
তা'র কালো অলক বেয়ে,

আজ দুকূল-হারা করে' আমার প্রাণের পারাবার
ঐ আসছে বুঝি ধেয়ে ;
এ কি পুলক-ব্যথা প্রাণে—
এ কি কদম্বফুল উঠল ফুটে' অন্তরমাঝখানে !

কালো তমালবনের কাজল-কালী লাগল ঘরে-দ্বারে—
ওরে, লাগল এ আঁখিতে,
ঐ যমুনাজল উচ্ছ্বসিয়া জাগল পারে-পারে
ওরে, লাগল আচম্বিতে !
তা'রি শীতল কালো জলে,
দেখি আজকে রাধা পায় কিনা ঠাঁই মরণ-মহাতলে ॥

মথুরার রাজা

মথুরার রাজা চিনিনি আমরা, আমরা ব্রজের ব্রজবাসী—
মোরা শুধু চিনি প্রাণের কানাইএ, আর চিনি তা'র সাধা বাঁশী !
রাখালের মিতা বলে' জানি তা'রে, আজ দেখি সে যে মহারাজা—
আহা, তাই হোক—শুভ অভিষেক ! ওরে তোরা জোরে শাঁখ বাজা ।
আহিরী-গোয়ালা—জানিনি আমরা পূজা-উপচার কা'রে বলে,
মোরা শুধু তা'রে ভালো যে বেসেছি—চোখে দেখে' তাই যাব চলে' ।
যেখানেই থাক্, যা খুশি তা' পাক্, সখা আমাদের থাক্ সুখে—
চোখে-চোখে যদি নাই থাকে—থাক্ সুখে-দুখে মুখে বুকে-বুকে !
রাজসূয়-যাগ আগে নাই থাক্, তবু রাখালেরই রাজা করে'
গোপ-গোয়ালার প্রাণের আসনে নিয়েছি তাহারে কবে বরে' !
রাজসম্মান জানিনি আমরা, তবু তা'র মান কতখানি,
বৃন্দাবনের বনে-বনে-বনে প্রাণে-মনে মোরা ভালো জানি ।

আজি হোক রাজা, যত খুশি সাজা—যত খুশি জোরে বাঁশী বাজা,
জীবনে-মরণে সে যে আমাদেরি, হোক সে তোদের মহারাজা।
মথুরার নাথ হোক না সে কেন, মোরা চিনি শুধু ব্রজনাথে—
রাখালের প্রাণে গাঁথা যে সে নাম—আঁকা রাধিকার হৃদি-পাতে।
আজি চারিদিকে সান্ত্রী-পাহারা, রাজপুরী-দ্বারে শত দ্বারী,
ছত্রে-চামরে সাজায়েছ তা'রে সিংহাসনের অধিকারী;
বন্দি-চারণ-বিরচিত চারু প্রশস্তি শত মুখে রটে—
এ নহে অলকা-তিলকা রচনা—এইতো রাজার মত' বটে।

অক্ষয় খ্যাতি আজ তা'র সাথী, রমা আজি নিজে অনুগত—
রাখালের গীতি, রাধিকার প্রীতি—সে কি আর হবে মনোমত?
তাই শুধু ভাবি, রাজার দণ্ড হাতে পেয়ে, পেয়ে সিংহাসন,
বাঁশী সাথে আজি মোদের না ত্যজে, না ভোলে সাধের বৃন্দাবন।
না গো না বৃন্দা, তুলিস্ না আর বৃন্দাবনের গত কথা,
শ্যাম-সমারোহ-শুভদিন আজি, সাজে কি কাহারো মনোব্যথা?
তমালের তলে নয়নের জলে শ্রীমতীর আজ দশা কি যে—
গোপ-গোপিনীর গভীর বেদনা ঢেকে রাখ' আজ মনে নিজে;
নন্দ-যশোদা কোথা শুয়ে ভুঁয়ে—কেমনে কাটায় দিনরাতি;
'প্রাণের কানাই। কোথা গেলি'—বলে' কেঁদে-কেঁদে ফিরে যত সাথী;
সাধের গোধন করিছে রোদন, পরশে না বারি দিলে মুখে,
ময়ুর-ময়ুরী শামা-শুক-সারী উড়িয়া গিয়াছে মনোদুখে।
শ্রীদাম সুদাম—কেন বা সে নাম—দাম কি তাদের কারো কাছে?
কানাইএ হারায়ে কোনমতে কোণে কাঁনা হয়ে কড়ি বেঁচে আছে।

বৃন্দাবন সে বন শুধু আজি—জনহীন, তরু ফলহারা,
কদম্ব শুধু ঝরে'-ঝরে'-ঝরে' কেঁদে-কেঁদে আজ হ'ল সারা।
যমুনার জল বাড়িছে কেবল ব্রজবাসীদের আঁখিজলে,
কালার বিরহ-কালবিষ যেন কালো জলে বহে কলকলে;

দখিনা বাতাস—নাই মধুমাস—এক ঋতু শুধু—বরষা সে,
শুধু অবিরল ঝরিতেছে জল, ঝড় বহে শুধু হা-হুতাশে।
না, না,—মিছে ভয়, তা' কি কভু হয়? সখা কি মোদের যে-সে রাজা,
ব্যথিতের সাথে কাঁদে যে আঘাতে, সাজা দিয়ে পায় নিজে সাজা।
বন্ধু যাহারা, ভক্ত যাহারা, অনুরাগী যা'রা অনুদিনে,
তা'রা যে সে-বিনে পানিহীন মীন, কানু কি তাদের নাহি চিনে।
আজিকার এই নব রাজ-সাজ, তাদেরি বাড়াতে লোকমাঝে,
পিরীতি-বাঁধন আঁটিয়া বাঁধিতে বিরহেরই ব্যথা বুকে বাজে।

এত আঁখিজল—সে কি নিষ্ফল—বুকের রক্ত মিছে সে কি?
যত না উচ্চে উড়ুক বিহগ—ধরার বাঁধন এড়াবে কি?
তাই বলি—আজ মহা শুভদিন—বৃন্দাবনের বনচারী—
সিংহাসনের অধিকারী আজ, বিশ্বজনের মনোহারী।
চন্দ্র আজিকে সিন্ধু ছাড়িয়া উদিল উর্দ্ধে মহাকাশে,
ঐ ললাটিকা মহারাজ-টিকা ধ্রুবজ্যোতি-রূপে পরকাশে।
বৃন্দাবনের বনে-বনে যাহা রাধারে ডাকিয়া ফিরিয়াছে—
সে বাঁশী আজিকে বিশ্ব-রাধারে আপনার করি' বরিয়াছে।
ভরিয়া গগন বন্দনা-গান গাহ' আজি তবে ব্রজবাসী—
ছড়াক্ বিশ্বে শত-শরতের চন্দ্রধবল যশোরাশি॥

রাধা

বরণ কালো কি ধলো—চক্ষু তাহা না দেখে সন্ধানি',
বয়স বিশ কি ত্রিশ, মন যাহা বুঝে অনুমানি' ।
দীঘল বা খর্ব্ব কিবা—পীনা তন্বী কে করে গণনা,
রূপের পরখ কোথা—যা'র যাহা মনের কল্পনা ।
চটুলা মুখরা কিংবা ধীরা কি গম্ভীরা একদিক্,
যৌবন আছে কি গেছে, অঙ্গ তা'র সাক্ষ্য নহে ঠিক ।
শয়নে স্বপনে জ্ঞানে অন্তরে বেজেছে যা'র বাঁশী,
পিরীতি-মন্তরে যা'রে গৃহ-সুখে করেছে উদাসী ;
কালিন্দী নাই বা থাক্, কুম্ভ সদা ভরিতে ব্যাকুল,
দয়িত-মিলন-আশে দেহে ফুটে কদম্বের ফুল ;
চলুক সে না চলুক, অভিসারে মন আগুসরে,
বলুক বা না বলুক—হিয়া যা'র লুটিছে অন্তরে ;
ব্রজভূমে, বঙ্গভূমে—যেখানেই হোক বা না কেন,
যে-নারী প্রেমের পায়ে করিতেছে আরাধনা হেন,
কৃষ্ণে বা গোরায় হোক, মন যদি দিয়ে থাকে বাঁধা—
আধা-অঙ্গ কাঁদে শুধু ; কবি কহে—সেই মোরা রাধা ॥

বাঁশীওয়ালা

ওগো বাঁশী-ও'লা, এই বাড়ি এস—আধেক-জানালা-ফাঁকে,
কোমল-মধুর কণ্ঠে ষোড়শী ডাকিল ফেরিও'লাকে ;
অঙ্কে তাহার ফুটফুটে মেয়ে—তা'রি পানে বাহু মেলি'—
তৃতীয়ার শশী আসিবে যেন সে আকাশের কোল ফেলি'।

বৈশাখী দিবা—দ্বিপ্রহরের আলোক-পাপড়িগুলি
একে-একে যেন হেলায় ফাটিয়া এলায়ে পড়িছে খুলি' ;
নিথর নিঝুম—তন্দ্রা আহত নীলের বক্ষ চিরে'
ক্লান্ত-করুণ চিলের কণ্ঠ আকাশে ধ্বনিয়া ফিরে !
—হেনকালে পথে তীব্র মধুর বাঁশীর আর্ত্তনাদ
মধ্য-দিনের সমাধি-স্বপ্নে সহসা সাধিল বাদ ;
ঘরে-ঘরে-ঘরে শিশু-গোপীদলে অমনি পড়িল সাড়া—
কালা নয় তবু বাঁশরীর স্বরে তোলপাড় সারা পাড়া।
শিরে বহি' বোঝা, বাঁশীটি ধরিয়া শীর্ণ দু'খানি হাতে,
ফুৎকারে দু'টি ফুলাইয়া গাল সুবিপুল চেষ্টাতে—
পথ দিয়া বুড়া বাজায়ে চলেছে আঁখি রাখি' চারিভিতে ;
—ওগো ! এই বাড়ি—ডাকিল তরুণী সুমধুর ভঙ্গীতে।
দুই হাত দিয়ে পসরা নামায়ে পসারী ঢুকিল দ্বারে,
অন্ধের মত' ক্ষণেক সহসা দাঁড়া'ল অন্ধকারে ;
বক্ষ ভেদিয়া উঠিল যে ধ্বনি দীর্ঘশ্বাসের মত,—
লক্ষ্য করিলে বুঝিবে নিমেষে—ক্লান্তি যে তা'র কত !

—ভাল বাঁশী আছে—শুধা'ল তরুণী ; শিশু-মুখে হাসি ফুটে ;
বা'র করো দেখি—কচি মুখে যাহা আপনি বাজিয়া উঠে ;

টুকটুকে ঐ ঠোঁটের মতন টুকটুকে হওয়া চাই—
মূল্যের লাগি' ভাবিও না কিছু—যা' চাহিবে দিব তাই।
পণ্যের ভার নামাইতে বুড়া আপনি পড়িল নুয়ে!
শুষ্ক কণ্ঠে 'মা' বলিয়া ডাকি' বসিয়া পড়িল ভুঁয়ে!
একটু জল কি পাই মা জননী—তৃষ্ণায় ফাটে ছাতি—
তরুণীর পানে চাহিল বৃদ্ধ ঊর্দ্ধ নয়ন পাতি'!
'মা' বলে' ডাকিতে—বাকি ছিল যাহা মায়ের নিভৃত প্রাণে—
উছলি' উঠিল অমৃত-সিন্ধু চাহিতে মুখের পানে;
মেয়েরে নামায়ে তাড়াতাড়ি উঠে' ছুটে' গিয়ে ঘর থেকে
সুশীতল জল, সাথে কিছু তা'র, সম্মুখে দিয়া রেখে,
মধু নিঙাড়িয়া কহিল—আ হা হা! রোদটা লেগেছে ভারি!
খেয়ে ফেল' বাছা—জননী-কণ্ঠে ঝরিল অমৃত-ঝারি!
অমনি সঙ্গে ইঙ্গিত করি' মোহন ভঙ্গিমাতে—
'কেয়ে প্যালো' বলি' প্রতিধ্বনিটি জাগিল যেন বা সাথে।
স্নেহের সে দানে লভিয়া জীবন বালিকার পানে চাহি'—
মুগ্ধ যেন সে রহিল বৃদ্ধ—নয়নে নিমেষ নাহি;
মুখে নাই বাণী, সঙ্কোচে টানি' লইল তাহারে বুকে—
সিন্ধুর কোলে ধরা দিল শশী আনন্দে-কৌতুকে!

কোথায় পসরা, কোথা বেচা-কেনা—কিছু নাই, নাহি কেউ,
অকূলের কূলে আছাড়িয়া মরে দুকূল-হারানো ঢেউ;
কোন্ সুদূরের কোন্ ছবিখানি—কবেকার কেবা জানে—
অতলের তলে কোন্ ছলে আজি বাড়ব-অগ্নি হানে।
সূর্য্য তখনো রুদ্র প্রদীপ ঘুরায়ে গগন-থালে,
বিশ্বনাথের মন্দিরতলে দীপ্তিব ধারা ঢালে;
বাজে অমূর্ত্ত প্রহর-ঘণ্টা ডিণ্ডিমে তাল রাখি'—
মুখরা মেদিনী ভয়-নির্ব্বাক মেলি' বিস্মিত আঁখি।

—বয়ে যায় বেলা, আজ আছে মেলা—রমণী ডাকিল তা'রে ;
স্বপ্নাবিষ্ট চকিতে উঠিয়া বসিল অন্ধকারে।
তাড়াতাড়ি খুলি' বৃহৎ পুঁটুলি, হাতাড়িয়া তলদেশে—
টক্‌টকে রাঙা অপূর্ব্ব বাঁশী বাহির করিল শেষে।
তিরি-রিরি-রিরি—বাজিল বাঁশরী কচি মুখে চুমু খেয়ে ;
বিস্মিত বুড়া —কাঙাল যেন বা মাণিক কুড়ায়ে পেয়ে।
মহা আনন্দে হাততালি দিয়া হাসি-মুকুলিত মুখে,
সিন্দুর শশী ঝাঁপায়ে পড়িল আকাশের শ্যাম বুকে।

—কত দাম হবে—শুধা'ল জননী, হরষিত আঁখি তুলি'—
বৃদ্ধ তখনো বালিকার পানে চেয়ে আছে সব ভুলি'।
—দাম কত এর—শুধাইল ফিরে. ;—পসরা বাঁধিতে তা'র,
বৃদ্ধের বাহু উঠিল কাঁপিয়া, নয়নে অশ্রুধার।
—মাপ করো মোরে—টিনের বাঁশীর কতই বা হবে দাম ?
'সেলামী' বলিয়া মায়েরে আমার আজি উহা সঁপিলাম।
হিয়ার মাঝারে কি যে আজি করে—কেমনে বুঝাব বলে' ?
দশগুণ দাম পেয়েছি, যখনি মায়েরে করেছি কোলে।

—ওমা! সেকি কথা—গরিব মানুষ, দুঃখের কড়ি তব—
মুখের অন্ন—অমন করিয়া কেমনে কাড়িয়া লব ?
—এসো-যেয়ো পথে, দেখে-শুনে' যেয়ো—এমনি সে চিরদিন,
ঋণ-দায়ে আর জড়িয়ো না মোরে—সে যে বড় সুকঠিন।

ছাড়িয়া মায়েরে খুকি আজি দূরে—বাঁশী যে তাহার সাথী—
বুলবুল যেন শিস্‌ দিয়ে ফিরে সুরের নেশায় মাতি'।
তিরি-রিরি-রিরি বলিছে বাঁশরী, অমনি হাসিটি মুখে—
আনন্দ যেন উছলি' উঠিছে উৎসাহে-কৌতুকে।

—প্রাণ তুমি মোরে দিলে যে আজিকে—সে কি নহে মোর ঋণ ?
প্রাণের বদলে ছোট বাঁশীটাও দিতে কি পারে না দীন ?
—দরিদ্র বটে, তবু যে আমার ছিল মা—অমনি মেয়ে—
সেই মুখ আজি মনে পড়ে' গেছে ঐ মুখখানি চেয়ে।
থামিল বৃদ্ধ—কণ্ঠ তাহার গদগদ করুণায়,
অশ্রুবাষ্প ফিরিয়া ফিরিয়া নেত্র ভরিয়া যায়।
জননীর স্নেহ-অশ্রুসাগরে—সেথাও ডেকেছে বান ;
পসারীর শিরে হাত রাখি' কহে—তুইও মোর সন্তান।

রুধির যেদিন ক্ষীর হয়ে আসে—রমণী যেদিন মাতা,
নয়নবহ্নি মেঘ হয়ে যবে আবরে আঁখির পাতা,
তরঙ্গ যবে রঙ্গ ছাড়িয়া হয়ে উঠে রসধারা—
বিশ্বে সেদিন সুন্দর হয় শিবের মাঝারে হারা।

মেয়ে মনে ভাবে—একি হ'ল আজ, বুড়া কেন নাহি যায়—
তাই ধীরে ধীরে মার পানে আর তা'র পানে ফিরে' চায়।
পাওনা যা'—তাহা পাওয়া কি হইল, দেনা কি রহিল দেনা—
খেলার পসরা বিনিময়ে আজ মমতায় বেচা-কেনা।

সন্ধ্যা ঘনায়ে এসেছে তখন, রাঙা রবি গেছে পাটে—
কি পসরা আজ বেচিলে, পসারি। হারানো-হিয়ার হাটে ?
হারায় যা' তাহা যায় কি রে পাওয়া—ও শুধু বাড়ানো দুখ ;
বার-বার হায়। সেই ব্যথা পেতে, তবু মন উৎসুক॥

মায়ামৃগ

মনেরে আমার চিনি বা না চিনি বাসনা তাহার মানি,
জীবনের বনে চিরদিন সে যে মায়ামৃগ-সন্ধানী।
চোখেরই উপরে কত রূপ ধরে' ছয় ঋতু যায় ঘুরে',
সপ্তসাগর ত্বলে' ত্বলে' উঠে সাত রঙা সাত স্থরে ;
দিবস-রাত্রি রৌদ্র-ছায়ায় তটিনীর তীরে তীরে
ঝাউ কসাড়ের ঝোপে-ঝাড়ে তারা চকিত চরণে ফিরে ;
ধরিবারে চাই, ধরিতে না পাই, বৃথা জাল ফেলে আঁখি,
চমকি' কোথায় ছুটে সে পালায় চিরদিন দেয় ফাঁকি।

কভু উন্মাদ বৈশাখী ঝড়ে ঘননীল মেঘতলে
পিঙ্গ-নয়ন শৃঙ্গ-ভূষণ ছুটে তারা দলে-দলে ;
বাদর-ধারায় বুঝি শোনা যায় তাদেরই পদধ্বনি,
সরসীর জলে পদ্মের দলে চঞ্চল সে চাহনী ;
পূর্ণিমা রাতে শালবন-বাতে ঝিকিমিকি ছায়া-আলো,
তারি তলে-তলে চলে দলে-দলে কত সাদা কত কালো,
ছুটে মরে মন তারি পিছে পিছে, কি যে মৃগতৃষ্ণিকা।
পোড়া পতঙ্গ ছুটি পাবে কোথা থাকিতে রূপের শিখা ?

সন্ধ্যা-আভাসে পশ্চিমাকাশে রঙে-রঙে হয় রাঙা,
গগন-সাগরে জেগে উঠে চর—বালুকা-ধূসর ডাঙা,
মনে করি, হায়, মুক্ত হাওয়ায় ওই খানে বাঁধি বাসা,
নীলের শয়নে তারার স্বপনে পুরাই বুকের আশা ;
দেশে-দেশে-দেশে ভেসে-ভেসে চলি-জানা হ'তে অজানায়,
জীবনের মালা জড়ায়ে-জড়ায়ে বাঁধি মরণের পায় ;
নিভে' যায় আলো, আঁধার-ঘোরালো ফিরে' আসে অমারাতি,
সোনার হরিণ লুটায় কোথায় ধূলায় শয়ন পাতি।

চুপ চুপ চুপ—ওই যায় যায়—পালায় পালায় বুঝি ;
পলকে ভুলায়, পলকে মিলায়, ফিরে' ফিরে' তবু খুঁজি' ।
সর্ সর্ করি' শরবন-তলে ওই না চমকি' চলে,
সবুজে-সোনায় লুকাইয়া কায়, শৈবালে শাদ্বলে ।
সরসীর শিরে শির-শির করে' পার হয়ে বুঝি ছুটে,
কমলের দল তাদেরি পরশে শিহরি' শিহরি' উঠে ;
দূরে বালুচর শ্বসিছে কাতর দীপ্ত তপন ভালে—
তারি মাঝে তারা কোথায় যে হারা কিসের ইন্দ্রজালে ।

গৃহে বাতায়নে পথে প্রাঙ্গণে সকালে সন্ধ্যাবেলা,
চকিতে হেলায় চোখে পড়ে' যায় আয়ত আঁখির মেলা ।
লঘু লীলায়িত সেই লাবণ্য, শঙ্কিত সরলতা,
সংশয়াতুর কত-না মধুর বিধুর বিহ্বলতা ;
গন্ধ-ব্যাকুল কত কস্তুরী মুগ্ধ করে এ মন,
মৃগয়া-বিলাসী গলে পরে' আসি আপনারই বন্ধন ;
মোহ টুটে' যায়, চেয়ে দেখি, হায় ! মিছে মিছে সব মিছে,—
ভ্রান্ত নয়ন ছুটিয়া ফিরেছে আলেয়ারই পিছে পিছে ।

যৌবন যায়, সাগর শুকায়, লুকায় তপন তারা,
বিবাহের রাতে সুতা-বাঁধা-হাতে রমণী দয়িতহারা ;
প্রেম হয় বাসি, অন্ধ আরশি বিম্ব নাহিক ধরে,
হাহাকার করি' কেঁদে উঠে হাসি সহসা সাহারা-ঝড়ে ;
জীবন-বনের হেম-কুরঙ্গ লুকায় গহন বনে,
খাণ্ডব-তৃষা হারাইয়া দিশা দহে শুধু নিজ মনে ;
তবু, তবু মন মানে না বারণ, ফিরে' চায় বারে-বারে,
যতদিন তার দীপ্তি না নিভে মরণ-অন্ধকারে ।

মায়ামৃগ, মায়ামৃগ!
দিন চলে' যায়, ভ্রান্ত জনায় কত আর ভুলাবি গো।
সহজ পথের সরল যাত্রা কুহকে বুঝায়ে মিছে,
খাঁচার পাখীরে ছাড়ায়ে ছুটালি উড়ো' বিহগের পিছে;
সারা দেহ-মন কণ্টকে ক্ষত, চরণ চলে না আর,
শ্মশানের পাশে তবু কি তুলাবি স্বর্ণ-চাঁপার হার?
ও রূপ-শিখায় দগ্ধ পাখায় পতঙ্গ দিবে প্রাণ—
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে এ নিঠুর লীলা করে' দে রে অবসান॥

লীলা

একটি করে' তৃণ একটি মাস বহি' চঞ্চুপুটে সযতনে,
ছোট্ট পাখীদুটি বেঁধেছে নীড়খানি নিভৃত ভাণ্ডীরবনে।
ফুলের বুকে সুখে দুজনে মধু খায়,
ফুলেরই বাসে পাশে দুজনে ঘুম যায়,
ভুলা'তে দুজনারে দুজনে গান গায়—দুজনে বসে' তাই শোনে।

ছোট্ট পাখীদুটি, কত-না আশা বুকে, বেঁধেছে ছোট বাসাখানি,
বিরাট ধরণীর অজানা কোন্ কোণে—কতই ছোট সে, না জানি।
যতই ছোট হোক, ভাবনা-ভয়ে ভরা,
ব্যথার কাঁটাঘরে নিয়ত বাস-করা,
কখন্ কোন্ দিকে কবে যে পড়ে ধরা—কে কোথা নিয়ে যায় টানি'।

ভাঁটের থোকা ভরি' বিকশে মঞ্জরী ফাগুনী হাওয়া গায়ে লেগে,
পাখীর বুকে ঠোঁটে দ্বিগুণ রং ফোটে, কণ্ঠে সুর ওঠে জেগে;
তিনটি ছোট ডিমে ভরেছে বাসাখানি,
শিয়রে জাগে তারি ছোট্ট দুটি প্রাণী;
পাখাতে ঢাকি' তারে আদরে লয় টানি' অজানা ব্যাকুলতাবেগে।

ক্ষুদ্র জীবনের মুগ্ধ খেলা হেরি' রুদ্রদেব বুঝি হাসে ;
দীপ্ত জ্যোতি তারি রৌদ্র-রূপধারী উর্দ্ধে ফুটে নীলাকাশে।
সংখ্যাতীত জীব পঙ্কে মাথা কুটে,
উপরে নাকি তারি শূন্যে ফুল ফুটে।
নমিছে লীলা হেরি' ভক্ত করপুটে, চক্ষু ধারাজলে ভাসে।

ভাঁটের ভাঙা বুকে এসেছে ভাঁটা পড়ে', ফুলের মেলা হ'ল কানা ;
কালোর পাল তুলে' কালের বৈশাখী কাননে দিল আসি' হানা ;
মোহের বন্ধনে দণ্ড যেন দিতে
মাতিল সমীরণ গরজি' ধরণীতে,
কোথায় দুখসুখ দুঃখসুখাতীতে, কে করে কারে আজি মানা।

কোথায় গেল উঠে' ভাঁটের খোলাভাঁটি, কোথায় গেল উড়ে' পাখী,—
কোথায় গেল ভেঙে সাধের বাসাখানি, কোথায় শাখা, কোথা শাখী ?
বিহগী ডানাভাঙা লুটায় ভুঁয়ে পড়ি',
শূন্যে উঠে হাসি—'হা-হা'য় হাওয়া ভরি'।
বৈতরণীতীরে তরণী পার করি' মরণে দিবি কে রে ফাঁকি ॥

গন্ধের গন্ধ

সুগন্ধি—যা তুমি আমায় বন্ধু, দিয়েছিলে উপহার
শেষ হয়ে গেছে, পড়ে' আছে খালি শিশি ;
—তাও বুঝি নাই,—কে কবে কোথায় করিয়াছে অধিকার,
জঞ্জাল-মাঝে গিয়েছে হয় তো মিশি।

খস্—না, হেনা—না, অজানা সে কোন্ শষ্পের মৃদুবাস—
ছিল,—তাও আজ পড়েনাক ভাল মনে ;
শুধু থেকে-থেকে গন্ধে-ভরা সে অতীতের ইতিহাস
সুদূর স্মৃতিটি জাগায় ক্ষণে-ক্ষণে।

কোথা তুমি আজ, কোথায় বা আমি—কোন্ দূরান্ত দূরে,
—সবই গেছে, শুধু আছে গন্ধের গন্ধ।
ভালবেসে দেওয়া উপহারটুকু,—আছে যা হৃদয় জুড়ে',
এ শেষ-জীবনে জেগে থাক্ সে আনন্দ ॥

উৎসবান্তে

অধীর উৎসব-রাত্রি এল—গেল চলে' ;
প্রজ্বলিত দীপালোক দণ্ড দুই জ্ব'লে'
লভিল নির্ব্বাণ তার ; নক্ষত্র-আলোকে
ধরণীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি ফিরে' এল চোখে।

স্তব্ধ গীত, বন্ধ বাদ্য ; ক্লান্ত কর্ণপুটে
উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্রী ধীরে ভরে' উঠে
মৌনতার মধুরসে ; পুষ্পগন্ধাতুর
নাসায় পশিল আসি' প্রসন্ন মধুর
বিমুক্ত দক্ষিণ বায়ু বন্ধুর মতন,
লয়ে তার পরিচিত প্রিয় পরশন।

জুড়া'ল জ্বরের দাহ দেন সর্ব্বদেহে
প্রকৃতির মন্ত্র-পড়া স্নিগ্ধ অবলেহে।
ক্লান্ত মন যন্ত্রণায় শান্তি পেল ধীরে,—
ঝঞ্ঝাহত পক্ষী যেন সান্ত্বনার নীড়ে।

প্রশান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম ;—অশান্ত তুফান
স্নিগ্ধ সহজিয়া-মন্ত্রে যেন অবসান।
তৃপ্ত প্রাণ জেগে উঠে' যেন আশেপাশে
নেহারে আত্মীয়জনে সুস্থ গৃহবাসে,—
শান্তিভরা দৃষ্টি যার—সুস্মিত আনন
প্রসন্ন কুশল-প্রশ্নে করে সম্ভাষণ।

সুস্বর যেমনই হোক, নিঃস্বরের সুর
শ্রবণের পাত্রে যেন শাশ্বত মধুর
সঞ্জীবনী-রসধারা। কুসুমের বাস
যতই সুমিষ্ট হোক, সহজ নিঃশ্বাস
রুদ্ধ করে পলে-পলে। রুদ্র দীপালোক
বঞ্চিয়া সহজ দৃষ্টি অন্ধ করে চোখ।
চঞ্চল উৎসব-রাত্রি—শুধু এই বলে'
যেমন সে এসেছিল, ফিরে' গেল চলে'॥

বৌ কথা কও

অৰ্দ্ধরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল—সহসা পশিল কানে—
বৌ কথা কও, বৌ কথা কও,—ডাকে পাখী কোন্‌খানে।
—ধরণীরই ধ্বনি পাখীর কণ্ঠে, তবু তা' ধরণী ছাড়ি'
শূন্য আকাশে কা'র আশে কোন্ অকূলে দিতেছে পাড়ি।
একবার নয়, দুইবার নয়, অবিরাম, অনিবার—
ডেকে ডেকে চলে দিক্ হ'তে কোন্ দিগন্ত-পারাবার।
গলা ভেঙে যায়, তবু শেষ নাই, সে ডাক হয় না সারা,
কে অভিমানিনী হেন গরবিনী, মিলে না যাহার সাড়া।

—বৌ কথা কও, বৌ কথা কও! কোন্ মেঘ-বাতায়নে
মৌন রূপসী বধূ তার বসি' ব্যগ্র মিনতি শোনে।

চারিধারে দুলে সুপ্তিসাগর স্তব্ধ নীরবতায়;
সৃষ্টি জুড়িয়া লুপ্ত চেতনা বিশ্ব-মহাসভায়।
কিছু আগে বুঝি বৃষ্টি হয়েছে, বাতাস এখনো ভিজে,—
মুখে কথা নাই, সে অশ্রু বুঝি ভুলিবারে পারেনি যে।
থম্‌থম্ করে তামসী-রাত্রি, না-জানি কি বেদনায়;
সারা চরাচরে দুঃখ যেন-বা জাগে যোগ-সাধনায়।
অন্ধকারের বক্ষ চিরিয়া শুধু শুনি তারি মাঝে,
সেই দুঃসহ বিরহ-বেদনা 'একতারা'-সুরে বাজে—
বৌ কথা কও, বৌ কথা কও!—ওগো হিয়াহীন প্রিয়া,
ভাঙ' অভিমান রাখ' আজি প্রাণ—শুধু উত্তর দিয়া।

নিদ্রিত পুরী, নির্জ্জন গৃহ, নিঃসাড় যত দ্বারী,
নির্ব্বাণ-দীপ তব রাজপথে চলেনাক পথচারী।
মৃদু বাণী তব কেহ শুনিবে না এই দুস্তর ব্যোমে,—
কেহ কোনো কোণে নাহিক গোপনে সাক্ষী—সূর্য্য-সোমে।
দোহাই তোমার, বলো একবার,—এই তো হেথায় আছি,
বন্ধু, তোমার দুঃসহ ব্যথা আমি কি না-বুঝিয়াছি?
কত দুর্গম গিরি প্রান্তর, কত মরুকান্তার,
শুধু মোরে ডাকি' কাঁদিয়া একাকী হেলায় হয়েছ পার।
কণ্ঠ তোমার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, ভাঙিয়া গিয়াছে দেহ,
লহ বিশ্রাম, শ্রান্ত পথিক, এও যে তোমারি গেহ।

শয্যার 'পরে উঠিয়া বসিনু, বাতায়ন দিনু খুলি,'
সম্মুখে সেই ঝাউগাছগুলি কালো-কালো মাথা তুলি,'—
স্তম্ভিত যেন—কারও মুখে কোনো কথা নাহি বাহিরায়,
পবনের সাথে স্বপনের সেই চিরকেলে' হায়-হায় !
—মনে হ'ল যেন অন্ধসাগরে এক ফোঁটা আলো কাঁপে,
তা'রি বুকে চির-বিরহী চেতনা চিরনিশি একা যাপে !
বৌ কথা কও, বৌ কথা কও—মুখে যার এক বাণী,—
একক মন্ত্র নিত্যনিয়ত জপিছে যে জোড়-পাণি।
পরান-বধূটি কবে যে তাহার কথাটি কহিবে কানে,
নিজেও জানে না, বধূও জানে কি ?—কোন্ জনা তবে জানে ?

আষাঢ়ে লেখা

তিনদিন ধরে' মেঘ করে' আছে, রৌদ্রের নাই দেখা,
বন্ধ রয়েছে ধরা-পাঠশালে ধরাবাঁধা পাঠ শেখা !
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরিছে, পথে লোক নাহি চলে,
কার্য্যের ধারা ভেসে গেছে সব—বর্ষার ধারাজলে।
এমনই সময় শয্যার পাশে সহসা পড়িল দিঠি,—
তুলিয়া দেখিনু—বন্ধুর লেখা জরুরী ডাকের চিঠি।
এই দুর্য্যোগে চলিবার মত' কোনো কথা তা'তে নাই,
শুধু সে লিখেছে—কাগজের লাগি' রচনা একটি চাই ;—
যেমন-তেমন চায় না আবার—ঝকঝকে হ'তে হবে,
রূপে আর রসে ফেটে পড়ে যেন নূতনের গৌরবে।

চারিধার হ'তে বারিধারে যবে পড়িয়াছি সঙ্কটে,
তাহারি মধ্যে হেন বরাতের বাহাতুরী আছে বটে।
খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ যখন উনোনে চড়ে না হাঁড়ি,
এদিকে-ওদিকে প্যাচ-পেচে কাদা, ভিজে কাপড়ের কাঁড়ি;
বিছানাপত্র স্যাঁৎসেতে সব, ভাপ্‌সা গন্ধে ভরা,
কথা কহিবার মানুষ মেলে না,—পড়ে' আছি আধমরা,—
এমনই সময় বন্ধু আমার কাগজে গড়িয়া তরী
পাঠাইল দ্বারে—ভাসিতে হইবে—বাঁচি ভালো, নয় মরি।
একে দেহমন খিঁচ্‌ড়িয়ে আছে দেবতার তাড়নায়,—
তাহার উপরে বন্ধুর প্রেম—এও যে এড়ানো দায়।

সহসা 'শেল্‌ফ্‌'-এ নজর পড়িতে, চেয়ে দেখি—মেঘদূত।
ছবি দেখাবার কবি বটে মানি—অপূর্ব্ব অদ্ভুত।
ধনের খবর জানিনাক তা'র—মনের খবর জানি,
তুনিয়ার লোক তাই নিয়ে আজো করে নানা কানাকানি।
আমারি মতন হয়তো সে ছিল অভাবে ও অভিযোগে,
আমারি মতন হয়তো তাহারো গৃহিণী ভুগিত রোগে;
ছেলেটা কোথায় মাছ্‌ ধরিবারে গিয়েছে ক'দিন আগে,
ঠিকা ঝি-টা আজ ক'দিন আসেনি; বলিতে লজ্জা লাগে,-
বাসন হইতে গৃহমার্জ্জনা সারি' নিজে কোনমতে,
রাজবাড়ি হ'তে মাসোহারা লাগি' চেয়ে থাকে দ্বারপথে।

বলিহারি কবি—চারিধারে তা'র হেরিয়া হাজারো খুঁৎ—
আকাশ হইতে মেঘে টেনে এনে বানাইয়া দিল দূত।
তাও বুঝিতাম,—রাজবাড়ি থেকে টাকা আনিবার হ'লে,
পেটের জ্বালায় নিরুপায় কবি পাগল হয়েছে বলে'।

তা' না হয়ে কিনা—কোথা রামগিরি, মনোরথে তাহে চড়ি'—
আজগবী এক পাগ্‌লা প্রেমিক হাওয়ায় তুলিল গড়ি'।
—কোথা নাকি তা'রি প্রণয়িনী কাঁদে দারুণ বিরহতাপে,
কা'র শাপে হয়ে ছাড়াছাড়ি দোঁহে বড় দুঃখ দিন যাপে।
সংবাদবহ করিয়া মেঘেরে পাঠালো তাহারি ঠাঁই,—
হেন মনোরম মধুর মিথ্যা কেহ যাহা শোনে নাই!

ধূমজ্যোতিসলিলমরুতে আসমানী মনোহারী
প্রেমের পাথেয় সঙ্গে লইয়া হ'ল তাই পথচারী।
চিরবিরহীর মানস-মরাল সাথে সাথে উড়ে তা'র,
পাখা ঝট্‌পটি' প্রাণ ছট্‌ফটি' উদ্ভট অভিসার।
—কত কান্তার হয়ে যায় পার, গিরি অরণ্য কত,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া চাহে সে চিনিতে বিরহিণী মনোমত।
কনকবলয় ভ্রষ্ট হইয়া প্রকোষ্ঠ যা'র খালি,
ফুল দিয়া দিন গনিতে গনিতে নয়নে পড়েছে কালি;
নীবির বাঁধন খসিয়া পড়িছে উদাসী মনের ভুলে,
কাঁদে দিনরাত,— পড়েনাক' হাত একবেণী-বাঁধা চুলে!

উজ্জয়িনীর প্রাসাদ হইতে রেবা-কূলে-কূলে চাহি'
নটিনীর মত' চলেছে বেদম বাতাসের বন বাহি'।
কত না কুটজ, কত না কেতকী, কত কদম্ববন—
গন্ধ ধরিয়া, প্রিয়নিঃশ্বাস করিয়া অন্বেষণ;
যেথায় যে কোনো রমণীয় মুখে রমণীর অধিকার,
বিদ্যুদ্দিঠি মেলিয়া তখনি নেহারে বারম্বার,—
সেই কি তাহার বাঞ্ছিত প্রিয়া যক্ষবক্ষসাথী
মন্দমন্দ মেঘের পক্ষ সঞ্চালি' দিবারাতি;
নীলাঞ্জনবরণপিঙ্গ নয়ন, বারণবাহী—
চলিয়াছে মেঘ চিরদয়িতার সন্ধান শুধু চাহি'।

—ঐ যে যাহার করতালি-তালে নাচিছে ময়ূরদল,
উতলা কলাপ মেঘেরই বরণে বিথারিয়া চঞ্চল !
গৃহ-পারাবত সঙ্গে হংস ঘেরি' যা'র চারিধারে
পদ্মকরের কৃপাকণা চেয়ে ঘুরে মণ্ডলাকারে !
— ঐ কি আমার প্রিয় বন্ধুর বাঞ্ছিত বিরহিণী,
কাঞ্চীর তলে কটিতটে তবে বাজে কেন কিঙ্কিণী !
মদির নয়নে বিলোল চাহনী, কুসুমিত কেশপাশ—
বিরহী আননে ফুটাবে কেমনে হেন হাসি-উল্লাস ?
পাণ্ডু-অধরা কৃশকলেবরা একবেণীধরা নারী—
নয়নভুলানো রমণীর মাঝে তা'রে তো চিনিতে নারি !

যা-কিছু সেথায় সুন্দর আছে সৃষ্টি-গহনকোণে,
কবির দৃষ্টি এড়ায়নি কভু সে বিজলী-ঈক্ষণে !
চোখের তারায় প্রাণের ধারায় চলেছে অবাধগতি—
কুড়ায়ে কুড়ায়ে অকূল প্রেমের আকুল শ্রদ্ধারতি !
—বন্ধু আমার, চেয়েছ যা' তুমি এ ভরা বাদলদিনে,
কিছুই তাহার পড়ে না যে চোখে এ আঁধার পথ চিনে' !
নূতনত্বের নাহিক গন্ধ,—সেই একঘেয়ে কথা
শুধু মনে পড়ে এ বাদলে-ঝড়ে বাড়াইয়া ব্যর্থতা !
ঝক্‌ঝকে লেখা কোথা পা'ব ভাই, ভিতরে বাহিরে কালো—
শ্যাম আষাঢ়ের যে ছায়া পড়েছে, সেথা যে মিলে না আলো !

মাটির ধরণী বড়ই পুরানো, পুরানো মানবমন,—
আরো পুরানো যে চিরকেলে সেই প্রণয়ের ক্রন্দন !
বিজ্ঞান নহে,—নূতন খোরাক যোগাবে যে বারোমাস-
মানুষেরই সাথে চিরসাথী তা'র প্রণয়ের ইতিহাস ;

কবি কালিদাস জেনেশুনে' তবু সেই পুরাতনী কথা
ছন্দে গাঁথিয়া—কি করিয়া ভাই লভি' গেল অমরতা ?
ফাঁকি দিয়ে কবি নাম কিনে' গেছে মূর্খের বাঁধা-হাটে—
আজিকার দিনে হেন রদি মাল আর কি কখনো কাটে!
—তা'রি সেই কথা, কাগজে তোমার চলিবে না,—জেনেশুনে',
আষাঢ়ে-মেঘের সেই ভিজে তূলো আবার তুলিনু ধুনে'।

ভালো নাহি লাগে—টেনে ফেলে' দিও—ভিজে তোষকের মত'—
বিষম বর্ষা, তা'র পরে আর করিও না বিব্রত।
—ওদিকে আবার কাজ আছে ঢের,—দেখাশুনা, তোলা-পাড়া;
জ্বরটুকু গেছে, ঘুমটা ভেঙেছে,—গৃহিণীরও পাই সাড়া!
মেঘদূত— দেখি, নিষ্ফল নয়,—তাঁহারি রুগ্‌ণ চোখে
পালটি' পড়িনু প্রেমের মন্ত্র স্তিমিত বর্ষালোকে;
—মনে হ'ল যেন—তাঁহারি মাঝারে কাঁদিছে আমারি প্রিয়া!
ভাবি,—কি উপায়ে ভুলাই তাহারে কোন্ সান্ত্বনা দিয়া!
বুকে রেখে যা'রে মিলে না স্বস্তি, তা'রেই রেখেছি দূরে,—
সেই কথাটাই পালটি' শিখিনু পাগ্‌লা-কবির সুরে।

—ঐটুকু দুধ!—ফেলে' রাখো কেন? অনেক হয়েছে রাত—
ঘুমাও এবারে,—ধীরে ধীরে গায়ে বুলাইয়া দিই হাত।
ঝর-ঝর-ঝর—ঝম-ঝম-ঝম—আবার নামিল ধারা,
গড়গড় করে' মেঘের ডঙ্কা সজোরে দিতেছে সাড়া!
—মন হ'তে মনে, প্রাণ হ'তে প্রাণে বহিছে বিজলী-বাণী,
প্রেম যেথা আছে—দূরে কিবা কাছে—মনে-মনে জানাজানি!
ঘনাইয়া উঠে মেঘের আঁধার বিরহ-অন্ধকারে,
ঝমঝমে' ধারা বাজনা বাজায় ছাদে ও বন্ধ দ্বারে;

হিয়ার মাঝারে হুরুহুরু করে' গুরুগুরু দেয়া ডাকে,
বুকে বুক রাখি' অস্থির মন, হায় ! কে বুঝায় কা'কে ?
মিলন বিরহ—দু-ই যে অসহ—সমান বেদনা-ভরা—
—এ যেন হয়েছে মরণের সাথে দিনরাত ঘর-করা ॥

বয়ঃসন্ধি

মুকুলের বার্ত্তা বহি' তনুলতা আরক্ত পল্লবে,
চপল চোখের ভাষা লভিয়াছে বাণীর সন্ধান ;
গালের গোলাপজাম পরিপুষ্ট গোলাপী গৌরবে,
কৃষ্ণসায়রের জলে কালো কেশ করে নিত্যস্নান ।

মঞ্জরিত বক্ষতলে রহস্যের মন্দার-মঞ্জরী
আপন গোপন বাস সবিস্ময়ে খুঁজিছে গোপনে ;
শ্রীঅঙ্গের ঋজু রেখা বঙ্কিম ভঙ্গীতে উঠে ভরি' ;
মন্থরতা মৌন হয়ে নেমে আসে চঞ্চল চরণে ।

মন্দির মেলিছে চূড়া ; দূরে বাজে মিলনের বাঁশী ;
বিগ্রহের অপেক্ষায় শূন্য পড়ে' আছে হৃদি-পাট ;
অশ্রুর কুয়াশা-আড়ে মিলায় উচ্ছল কলহাসি,
অজানার আকিঞ্চনে মুক্তি মাগে কর্ম্মের কপাট ।

সর্ব্বাঙ্গে লাগায়ে দোল অন্তরের বসন্ত-উৎসব
হনে রঙ্গ-পিচিকারী—অলক্ষিতে হাসে মনোভব ॥

মহামৌনী

ক্ষান্ত হও,—আজি আর নহে কোনো কথা।
অপ্রমত্ত এই মৌন, এই নিস্তব্ধতা
ভাঙিও না নিরর্থক শব্দের আঘাতে,
নিশীথের ধ্যানযোগ প্রগল্‌ভ স্পর্দ্ধাতে
চেয়ো না করিতে ব্যর্থ দীপালোক হানি'—
শান্তি-তপোবনে বহি' বিদ্রোহের বাণী।

যোগমগ্ন মহাকাল—বসি' ব্যোমাসনে
জপিছেন ইষ্টমন্ত্র, সংযত শাসনে
হের' মুগ্ধ চরাচর, গম্ভীরা রজনী
রুধি' তার চিত্তবৃত্তি, আচ্ছাদি' অবনী
সমাধির আচ্ছাদনে, স্তব্ধ মহিমায়,
জড়ে জীবে তুল্য করি মগ্ন তপস্যায়।

কি কথা কহিবে মূঢ়?—কি নূতন বাণী
শোনাবে সৃষ্টির কর্ণে কোন্ মন্ত্রে হানি'?
—বিশ্বপ্রেম?—প্রেম কভু নহে সে মুখর।
যার প্রেমে বিশ্ব মূর্ত্ত, সেই, সে ভাস্কর
নিঃশব্দে ফুটায় নিত্য বিস্মিত পৃথ্বীরে;
নড়ে না পল্লব-পত্র অশ্বত্থের শিরে।

—লোকহিত?—কর্ম্ম সে তো বাক্যের অতীত;
চিত্তের নীরব সেবা হস্তে সঞ্চালিত।
গোপনে ভ্রূণের সৃষ্টি প্রকৃতি-জঠরে;
বৃহৎ বৃক্ষের বীজ মৃত্তিকা-অন্তরে
নিঃশব্দে অঙ্কুরি' উঠে; বিনা শব্দাভাস
অজ্ঞাতবাসের রাজ্যে বীর্য্যের বিকাশ।

—ত্যাগধর্ম্ম ?—কে বা কোথা করেছে কথায় ?
ফলে না অমৃত ফল আলোক-লতায়।
রাজপুত্র ছাড়িয়াছে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-আশা
নীরবে নিশীথরাত্রে—কোথা ছিল ভাষা ?
খুঁজিয়া পেয়েছে বিশ্ব সেই সন্ন্যাসীরে –
নগর-মন্দিরে নহে, নৈরঞ্জনাতীরে !

বাক্য শুধু বাক্য মাত্র ;—শ্রেষ্ঠ যারে কহি,—
তারও সুরে শ্রান্তি আনে ; চিত্তে ক্লান্তি বহি'
সঙ্গীতেরও শেষ খুঁজি দণ্ড দুই পরে !
—চেয়ে দেখ, ঊর্দ্ধে ঐ নিস্তব্ধ অম্বরে
ধ্যানের স্তিমিত মূর্ত্তি ; শোনো প্রাণ পাতি'—
কি অনন্ত বাণী বহে শব্দহীন রাতি ॥

বিজয়চণ্ডী

পুরোহিত, তব শান্তি-মন্ত্র ক্ষণকাল তরে তুলিয়া রাখ'—
আজি একবার রুদ্র কণ্ঠে বিজয়চণ্ডী-মায়েরে ডাক'।
বহুদিন হ'ল, শুনিনি সে নাম, কতদিন সে যে, নাহিক মনে,—
বিস্মৃতপ্রায় লুপ্ত-চেতনা, সুপ্ত ছিলাম শয়ন-কোণে ;
শান্তি শান্তি শুনিয়া কেবলি ভ্রান্তির মাঝে অন্ধ দিশা,
কোথায় শান্তি, কিসের শান্তি—চির অতৃপ্ত প্রাণের তৃষা ;
অন্নবিহীন বস্ত্রবিহীন দৈন্যনিলীন দেশের চোখে
মিথ্যার ধূলি ছড়ায়ো না আর আজি প্রভাতের পুণ্যালোকে।
অমিয়-রচন স্বস্তি-বচন, আচার্য্য, আজি তুলিয়া রাখ'—
দৃপ্তকণ্ঠে, শুনি একবার—বিজয়চণ্ডী মায়েরে ডাক'।

নর্ম্মদা-রেবা-সিন্ধু-কাবেরী, ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গাতীর—
দেশ-দেশান্ত-মিলিত আজিকে মন্দিরে তব অযুত বীর ;
এসেছে কি তা'রা তোমার হাতের শান্তিজলের লভিতে ছিটা ?
স্বস্তির ঝুটা মন্ত্র শুনিতে এসেছে ছাড়িয়া বাস্তুভিটা !
বক্ষে তাদের ঝঞ্ঝা বহিছে, চক্ষে অনল বজ্র-আঁকা,
মিথ্যা মন্ত্র শুনায়ো না আর শূন্যগর্ভ বচন ফাঁকা ;
উদ্দাম কত ক্ষুব্ধ বাসনা, উদ্যত শত লুব্ধ আশা,
সিদ্ধির শুধু ইঙ্গিত তরে ঐ মুখে তা'রা খুঁজিছে ভাষা ;
থাকে যদি তব অভয়মন্ত্র, থাকে যদি তব অগ্নিবাণী,
লক্ষ পরান বিদ্ধ করিয়া প্রাণ হ'তে প্রাণে দাও তা' হানি' ।

দেবী দশভুজা লইবেন পূজা, আচার্য্য, আজি ক'রো না ভুল,
ভুলাতে চেও না দেবতারে শুধু স'পি' গোটা-কত গাছের ফুল ;
তুষ্টি হবে কি জগন্মাতার ডাল-ছেঁড়া দু'টো বিল্বদলে,
নিঃস্ব দীনের কৃত্রিম সেবা—অশ্রু-লবণ গঙ্গাজলে ।
জানেন জননী মর্ত্ত্য জীবের জঠর ভরে না যজ্ঞধূমে,
আত্মার লাগি' অন্ন যে চাহি, সে অন্ন নাহি ছড়ায়ে ভূমে ;
চাই আলা বায়ু, চাই পরমায়ু, চাই যে স্বাধীন সবল চিত,
সে প্রাণের পূজা ল'ন না জননী, যে প্রাণ সতত শঙ্কাভীত ।
দুর্ব্বল দেহে দুর্ব্বল প্রাণ—আনন্দহীন ভীরুর দলে—
মৃন্ময়ী মাতা চিন্ময়ী হয়—কোন্ কল্পনা-শক্তিবলে ?
বিরাট বিশ্বমাতারে বরিয়া কেমনে সে মূঢ় বাঁধিবে কাছে,
বক্ষের নীচে শূন্য জঠর হাঁ করিয়া যা'র পড়িয়া আছে ।

• •

চিরসুধাময় এই সে শরৎ—এই তো দিগ্বিজয়ের দিন,
মহেশ্বরের মহাকাশতলে মহাশ্বেতারা বাজায় বীণ ;
শুভ্র সূর্য্যকিরণের তারে সুরের চামর পড়িছে ঝরি',
বরষা-অন্তে মেঘান্ধকার আশার আলোকে উঠিছে ভরি' ;

হাঁসের পাখায় ঐ শোনা যায় সুরের লহরী গগন ছেয়ে ;
চল্-চল্-চল্ চল-চঞ্চল তটিনী চলেছে ধরণী বেয়ে ;
দিগ্বিজয়ের এই ত সময় —কর্ম্মযোগের লগ্ন এই,
বিজয়ার পায়ে বিজয়-বিদায়ে আজ আর কোনো বিঘ্ন নেই ;
পুরোহিত, মিছা শান্তিমন্ত্রে কূলে আর কা'রে রাখিবে ধরে' ?
পশ্চিমে হাওয়া লেগেছে তরীতে, ফুলে' ওঠে পাল পলকে ভরে' ।

বিজয়-চণ্ডী-নামের প্রসাদে দিগ্‌দিগন্তে যাক্ সে ছুটে',
দেশ-দেশান্ত খুঁজিয়া আনুক নব নব ধন ধরণী লুটে' ;
লঙ্ঘি' ভূধর, মন্থি' সাগর, পার হয়ে মরু, খুঁড়িয়া খনি,
দুঃখ সহিয়া আনুক বহিয়া মায়ের পায়ের যোগ্য মণি ;
আর্য্যের পূজা করিবে সে আজি আর্য্যেরই মত' বজ্রবলে,
অশ্বমেধের বিজয়ী অশ্ব ছুটুক আজিকে বিশ্বতলে ।
ছুটুক সে আজি বিজয়মত্ত, টুটুক মিথ্যা মোহের জাল,
লুটুক আকাশে শিব-তাণ্ডবে কটিতটে-বেড়া বাঘের ছাল ;
উঠুক ফুলিয়া প্রলয়োচ্ছল মহানীল জটা জগৎ ঘিরে',
পড়ুক টুটিয়া কঙ্কালমালা নীলকণ্ঠের কণ্ঠী ছিঁড়ে' ;
শৈলে শৈলে উঠুক গর্জ্জি' বন্ধনহারা ভুজগদল,
রুদ্র-ত্রিশূল-ঝন্‌ঝনানিতে মন্থি' উঠুক সাগরতল ;
ডিণ্ডিমিডিমি ডমরুর ডাকে ব্রহ্মাণ্ডেতে পড়ুক সাড়া,
চরণের চাপে ক্ষুব্ধ বাসুকি উঠুক—সে দিয়া অঙ্গনাড়া ।
নব যুগান্তে নবীন শান্তি আসিবে নিখিল্ ভুবন যুড়ে',
পুরোহিত, তব শান্তিমন্ত্র সেই দিন গেয়ো নূতন সুরে ;
তা'র আগে সেই মামুলি মন্ত্র, ঋত্বিক, তব মিথ্যা কথা—
সে যে অপমান মরণ-সমান, ব্যথার উপরে দ্বিগুণ ব্যথা ॥

পাশার বাজি

বন্দী মারাঠা মুক্তি লভিল ?—মোগলে জিনিল ছলে !
—আরংজেবের চিত্ত ভরিল হিংসার হলাহলে ;
গর্জ্জি' উঠিল দানবের দূত,
চক্ষে ঝলিল রোষ-বিদ্যুৎ,
—মোয়াজেমে আজই ভেজি' দাও খৎ—ছলে না পারুক, বলে
বাঁধিয়া আনুক অধম কাফেরে তক্ত-তাউস-তলে !

বাদশা-আদেশ বুকে বাঁধি' দূত উঠিল অশ্বযানে—
ছিলা-ছেঁড়া তীর ছুটে' চলে যেন—না চাহি' কাহারও পানে।
ওমরাহ যত আগ্রা নগরে
নীরবে ফিরিল যে যাহার ঘরে ;
সেদিনের মত' দরবার হ'ল চুরমার সেইখানে,—
বুকে বাঁধি' খৎ ছুটে' চলে দূত, বিরাম নাহিক জানে।

... ...

দ্বারে বিজাপুর ঈর্ষা-আতুর, বাহিরে প্রলয়-ঝড়
মোগলের মেঘে উঠিয়াছে জেগে ঘনাইয়া অম্বর !
ক্ষুব্ধ শিবাজী রায়গড়শিরে
ভাবিতেছে বসি' সন্ধ্যাতিমিরে,
শতবার করি' ডাকি' ভবানীরে মাগিছে বিজয়-বর ;
কয়দিন হ'ল মোগলের হাতে গিয়াছে সিংহগড় !

প্রতাপগড়ের ছাদে বসি' হোথা বিষণ্ন জীজাবাই—
হাতীর দাঁতের চিরুণীতে চুল বাঁধিতেছে সন্ধ্যায়।
সম্মুখে দূরে—পশ্চিম কোণে
দৃষ্টিটি তা'র ধায় আনমনে,
সিংহগড়ের উর্দ্ধে যেখানে সূর্য্য অস্ত যায়—
আরক্ত-আভা ডিম্বের মত' গম্বুজ-কিনারায়।

• সহসা কি ভাবি' উঠিল জননী—বেণী-বাঁধা রহে বাকি,
সিপাহীরে হাঁকি' করিলা আদেশ—'শিবাজীরে আনো ডাকি' ;—
রায়গড় মাঝে যেখানে সে থাক্,
যা-কিছু করুক—খাক্ বা ঘুমাক্—
জরুরী তলব—এখনি সে আসে শত কাজ ফেলি' রাখি' ।'
মুখপানে চাহি' ভাবিল সিপাহী—মা আজ ক্ষেপিল নাকি !

জননী-আদেশে নিমেষে পুত্র দুয়ারে দাঁড়া'ল আসি'—
'কৃষ্ণা'য় চড়ি' বীরবেশ পরি' ললাটে ভ্রূকুটিরাশি ।
বন্দিয়া মা'র চরণ দু'খানি
কহিলা পুত্র যুড়ি' দুই পাণি—
'যে আদেশ হয়—কর মা জননী—মনে বড় ভয় বাসি' ;
আশিস্-হস্ত বুলায়ে ললাটে মা কহিলা মৃদু হাসি'—

'বড় সাধ মনে—পুত্রের সাথে খেলিব আজিকে পাশা'—
—'মা'র সাথে বাদ !'—কহিলা শিবাজী—'খেলাও সর্ব্বনাশা !'
অনিচ্ছা তা'র মনে মনে মানি'
কহিলা জননী বিদ্রূপ-বাণী—
'মা'র সাথে বাদ ঘটিবে খেলায় ! এ দেখি যুক্তি খাসা !—
মনে-মনে শুধু ভাবিলা—'ভবানি, পূরাও মনের আশা !'

চকিতে জননী বিছাইলা ছক পাষাণশিলার 'পর—
সুরু হ'ল খেলা—ডাকিল পাষ্টি কড় কুড়—গড় গড় !
ফেলে জীজাবাই যত বড় দান,
মৌন শিবাজী তত ম্রিয়মাণ—
পাকা ঘুঁটি হারি' শঙ্কিত প্রাণ—থর থর কাঁপে কর—
যত যায় খেলা, তত বাড়ে রোখ—ক্রমশ ভয়ঙ্কর !

জিনিয়া তনয়ে পড়ে শেষ পাশা— কড়-কড়—গড়-গড়—
হাঁকে জীজাবাই বিজয়মত্ত—'কি পণ ধরিবি, ধর্!'
ধীরে কহে শিব—'তোমার তনয়,
যতই বল' মা, রাজা আর নয়—
যা' আছে তা' লও'—দ্বাদশ গড়ের নাম করি' পর-পর ;
হাঁকি' কয় রাণী—'চাহিনাক কিছু—শুধু সে সিংহগড়!'

'আর কি তা' হয়!' কহিলা শিবাজী—করে হানি' নিজ শির,
—সিংহগড় যে অভেদ্য আজি,—নিজে উদীভান বীর
বসায়েছে থানা তাহার উপরে,
অটল পাহারা দিবসে দু'পরে,
অসংখ্য সেনা ফিরে তা'র 'পরে করে ধরি' ধনুতীর।'
—'শাপে জ্বালাইব রাজ্য তোমার'—উত্তর জননীর!

'তবে তাই হোক, যা' করিতে পারি, কৃপায় ভবানী-মার'—
'সেই তো তাঁহার মনের ইচ্ছা'—করে মাতা ঝঙ্কার!
'অক্ষম বাহু আলস্যে পুষি'
দৈবে যে করে নিজ দোষে দূষী—
সে শুধু কেবল কাপুরুষ নয়—সে ঘোর কুলাঙ্গার,
পাপে জ্বলে' যাবে ধর্ম্ম তাহার, রাজ্য তো কোন্ ছার!'

কম্পিত হিয়া অভিসম্পাতে, ভবানীরে স্মরি' ডরে,
নানা অনুনয়ে জননীরে শিব লয়ে গেলা রায়গড়ে ;
বহু বিতর্ক চিন্তার পর
পত্র লিখিয়া পাঠাইলা চর,—
উমরাটি হ'তে আনিতে ত্বরিতে তানাজী মালেশ্বরে—
বাল্যবন্ধু, রাষ্ট্রতিলক, গৌরব-ভাস্করে।

... ...

উমরাটীপুরে সুবেদার-গৃহে সেদিন বাজিছে বাঁশী,—
তানাজীপুত্র রায়বার বিয়ে ; প্রমত্ত পুরবাসী ;
নানা আয়োজন, ভারি ধুমধাম ;
নৃত্য ও গীত চলে অবিরাম ;—
দাঁড়াইল বর—বাজিল শঙ্খ, জ্বলিল আলোকরাশি,
—এ-হেন সময় শিবাজীর দূত সভায় দাঁড়া'ল আসি' ।

পাঠ করি' লিপি বজ্রকণ্ঠে হাঁকিলা মালেশ্বর,—
'নামাও বংশী, থামাও নৃত্য, সাজ খুলে' ফেল' বর ।
কঠিন বিবাহ ঘনায়েছে আজ—
তা'রই লাগি' সবে পর' নব সাজ,
সেই মিলনের শুভলগ্নের সময় অগ্রসর—
রে বরযাত্রী ! আগত রাত্রি—হও সবে সত্বর !'

লিপির বারতা শুনিলা সকলে সাগ্রহে পাতি' কান,
—হাজার কণ্ঠে ধ্বনিল অমনি শিবাজীর আহ্বান !
অন্তঃপুরে পুরনারী যত—
শুনিলা সে বাণী স্বপ্নের মত',
বিস্ময়-হত হিয়া শত শত তবু নহে ম্রিয়মাণ,
নব-উৎসাহে উঠিল জ্বলিয়া পদাহত সম্মান ।

বারো সহস্র মাওয়ালী সৈন্য সাজিলা বারতা পেয়ে,
তাই লয়ে সাথে প্রচণ্ড তেজে চলিলা তানাজী ধেয়ে ;
রায়গড়ে আসি' রাজারে শুধায়—
'কি আদেশ প্রভু, ঘটিল কি দায় ?'
উত্তরে শুধু কহিলা শিবাজী—জননীর পানে চেয়ে,
'বন্ধু, তোমায় আমি ডাকি নাই—ভবানী-মায়ের মেয়ে !'

জননী অমনি তানাজীর মুখে ঘুরায়ে প্রদীপখানি,
অঙ্গুলি ভাঙি' ললাট পরশি' বালাই লইয়া টানি'—
কহিলা মধুর-গম্ভীর রবে
"সিংগড় মোরে জিনে' দিতে হবে,
বৎস আমার! আজ হ'তে তোরে দ্বিতীয় পুত্র মানি"—
তানাজীর মুখে অপূর্ব্ব সুখে বন্ধ হইল বাণী!

হাঁকি' পুনরায় কহে জীজাবাই—"ছি! ছি! তোরা কাপুরুষ!
বীরের কর্ম্ম আপন ধর্ম্মে করে সে নিষ্কলুষ।
বেদ ব্রাহ্মণ নিষ্ঠা আচার
ধর্ম্ম যজ্ঞ বিবেক-বিচার—
চরণে দলিত হেরি' বারবার, তথাপি হয় না হুঁশ্—
ধিক্কারে ভরা লাঞ্ছনা তোরা মর্ম্মে লুকায়ে থুস্!

দেখিস্ না চেয়ে চোখের উপরে কিবা হয় দিবারাত,
পাপ—সে হাসিয়া পুণ্যের শিরে করিতেছে পদাঘাত;
দরিদ্র দীন মূক অসহায়
ধনীর দুয়ায়ে আপনা বিকায়,
দম্ভী দর্পী হেলায় ঘৃণায় হেসে করে দৃক্‌পাত!
শুধু গড় নয়, যা-কিছু তোদের গেল যে পরের হাত!

তবু বেঁচে থাকা—তবু প্রাণ রাখা—পদে পদে সহি' গ্লানি,
মারাঠার বুকে হেরি' হাসিমুখে মোগলের রাজধানী!
সাজি' তারই দাস, তাহারই নফর,
বিলাইয়া দিলি আপনার ঘর
মসী-অঙ্কিত ললাটের 'পর তিলকপঙ্ক টানি'—
মহারাষ্ট্রের হেন কলঙ্ক সহিবে কি মা-ভবানী?

তাই থাক্ তোরা, লজ্জা লুকায়ে অন্ধ বিবরমাঝে,
থাক্ বারো মাস মোগলের দাস ঘৃণ্য অধম কাজে ;
আমি যাই—মোর ফুরায়েছে কাল,
মিছে বেঁচে থাকা হয়ে জঞ্জাল,
আপনার মান পরেরে বিকায়ে লাঞ্ছনাভরা লাজে ;
—সিংহগড়ের দুর্গে আজিকে মোগল-ডঙ্কা বাজে।"

রুদ্ধকণ্ঠে কহিল তানাজী, "তাই হবে—তাই হবে,
ফিরায়ে আনিব সিংহগড়ের নির্জিত গৌরবে ;
শপথ করিনু অসি ছুঁয়ে আজ,
ঘুচাব রাষ্ট্র-কলঙ্ক-লাজ,
অথবা পরান সঁপি' দিব আজ মরণ-মহোৎসবে—
ক্ষয়-ক্ষতি-লাজ ডুবাইব আজ বিজয়ের তাণ্ডবে।"

পরশিয়া পুন মায়ের চরণ চলি' গেলা বীর ধীরে,
বারো সহস্র মাওয়ালী সৈন্য চলিলা সঙ্গে ঘিরে'।
সিংহগড়ের দুর্গচূড়ায়
সূর্য্য তখন স্বর্ণ কুড়ায়,—
সন্ধ্যা তাহার রক্ত ছড়ায় 'ডঙ্গী'-শৈলশিরে ;
দূরে সেনা রাখি' চলিলা তানাজী পাহাড়ের কোল ভিড়ে'।

তারপর যাহা—ইতিহাস তাহা শোনে নাই কোনো সালে ;
সত্য যাহার স্বপ্নের মত'—দীপ্ত ইন্দ্রজালে।
থার্ম্মাপলির পুণ্য-কাহিনী,
হল্‌দীঘাটের ধন্য বাহিনী—
অপূর্ব্ব কথা—তুলনা পাইনি তবু এর কোনো কালে,
ভাগ্য যে লিপি লিখিলা সেদিন মহারাষ্ট্রের ভালে।

সপ্তাহপরে এল রায়গড়ে সিংহগড়ের চর ;—
শুনিলা সকলে সভয়ে গর্ব্বে জয় সে ভয়ঙ্কর ।
জীজাবায়ে শুধু কহিলা শিবাজী—
"জননি, তোমার বাজি লও আজি,
সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে—পড়ে' আছে শুধু গড়—
তাই লও মাতা, হারায়ে পুত্র—তানাজী মালেশ্বর ॥"

হর-পার্ব্বতী

পার্ব্বতী বলে, ঘর করি এসো,
শিব বলে, চলো ঘর ছাড়ি ;—
এম্‌নি করিয়া চিরদিন দোঁহে
সংসারপারে সংসারী ।
ধরার অধরা গিরি-কৈলাস,
মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস,
বন্ধ-মুক্তি যুগলমূর্ত্তি
ইহপরকালকাণ্ডারী ।

অন্নপূর্ণা পারে না মিটা'তে
ক্ষুধা তার, যে-বা অন্নহীন,—
কুবের যাহার ভাণ্ডারী—সেই
চিরভিক্ষুক জন্মদীন ।
দিগম্বরের অম্বর 'পরে,
স্বর্ণ-গোধূলি ঝলমল করে,
দক্ষিণে হাসে সিদ্ধিবিধাতা,
বামেতে লক্ষ্মী বক্ষোলীন ।

নাচে মহাকাল—শিরে জটাজাল,
ঘনায় নিশীথ-অন্ধকার ;
লুকায়ে গোপনে গৌরীর দেহে
চন্দ্র দুলায় চন্দ্রহার।
মুক্তি যতই চাহিছে বাহিরে,
বন্ধন যেন তত ধরে ঘিরে',
সীমায়-অসীমে মিলায়ে বিশ্ব
গাহে মহাগীতি বন্দনার ॥

কর্ণ

—পাণ্ডুপুত্র সহোদর মোর ?—কুন্তী আমার মাতা—
কর্ণের ভালে এ কি পরিহাস লিখিয়াছ, হে বিধাতা !
পৌরুষে শুধু সেবি' নিশিদিন
যে কর্ণ চিরসঙ্কোচহীন,
ভীষ্মসেবিত দুর্য্যোধনের শত্রুভয়ত্রাতা—
সেই শত্রু—সে সহোদর তা'র ?—শত্রু-জননী মাতা !

নহে, কভু নহে—মানে না কর্ণ গুপ্ত সে অধিকার,—
কর্ণ পুরুষ, পৌরুষে শুধু স্বীয় ইতিহাস তা'র ;
কোথা তা'র পিতা ? মাতা তা'র নাহি ;
একা সে চলেছে সম্মুখে চাহি'—
খড়্গ-খোদিত দুর্গম পথে বীর্য্যের অভিসার ;
ধিক্‌কৃত কোনো দৈব অতীত কর্ণ মানে না তা'র।

ইন্দ্রের তেজ, শিবের শক্তি, কৃষ্ণের মন্ত্রণা,—
ধনঞ্জয়ের ধার-করা ধনে গনে সে আবর্জ্জনা।
অর্জ্জনই তা'র একক বিত্ত,
কৈতবহীন স্বাধীন চিত্ত,
নিজ ভুজবলে করে সে নিত্য শক্তির আরাধনা;
ধনঞ্জয়ের ধার-করা ধনে গনে সে আবর্জ্জনা।

বসুন্ধরার বীর্য্য-শুল্কে শুধু তা'র প্রত্যয়;
বাহু ছাড়া তাই কোনো বিক্রমে নাহি তা'র পরিচয়;
কৌশলে?—তা'র চির-ধিক্কার,
কারো কাছে কিছু নাহি ভিক্ষার—
কুণ্ডলসম সহজাত তা'র শক্তির সঞ্চয়,
অক্ষয় তা'র কবচের মতো অক্ষত প্রত্যয়।

—পূর্ব্ব-তোরণে দামামা বাজিল—আসে বা দুর্য্যোধন।
কল্য সমরে সেনাপতি মোরে করিবে, করেছে মন;
নাহি সে ভীষ্ম—নাহি আচার্য্য,—
মোরই রক্ষিত এবে সে রাজ্য!
—সানন্দে তাই করিব গ্রাহ্য বন্ধুর আবেদন;
পূর্ব্ব-তোরণে ডঙ্কা পড়িল, আসিছে দুর্য্যোধন।

—বীর অর্জ্জুন—বীর বটে মানি,—বুঝি মোরই সহোদর!
জীবনের ভার সঁপি' গেল তা'র মাতা যে আমারি 'পর;
—সেই সে কুন্তী—আমারও জননী!
জ্যেষ্ঠ পুত্রে শ্রেষ্ঠ সে গনি'
পার্থের প্রাণ ভিক্ষা মাগিল জোর করি' দু'টি কর,—
হোক বীর তবু গাণ্ডীবী মোরই কনিষ্ঠ সহোদর।

মনে-মনে মাতা অর্জ্জুনে জানি' দুর্ব্বল মোর কাছে,
দূর করি' তা'র রাণীর গর্ব্ব তবে তো সে আসিয়াছে!
যা' চেয়ে নারীর নাহি কলঙ্ক,
যা'র বেশী তা'র নাহি আতঙ্ক—
মাতা হয়ে, হায়! প্রকাশিয়া তাই, কৃপা মোর যাচিয়াছে,—
দুর্ব্বলতার সব কথা কহি' সূতপুত্রের কাছে!

—হায় রে বিধাতা, কি দারুণ লিপি লিখিলি কর্ণ-ভালে!
সুর-নরে কেবা কোথা পড়িয়াছে হেন সঙ্কট-জালে?
এক দিকে কাঁদে মায়ের মিনতি,
আর দিকে বাঁধে বন্ধু-বিনতি—
যে বন্ধু মোর অনন্যগতি আশ্রয় ইহকালে;
ভাগ্য-বিধাতা, এ কি সঙ্কট লিখিলি কর্ণ-ভালে!

প্রভাতিল নিশি কুরুক্ষেত্রে, পূর্ব্ব-তোরণপারে,
যুদ্ধের কাড়া ফিরে' দিল সাড়া মিশি' নব হাহাকারে!
সারা রজনীর অনিদ্রাশেষে
ভীষণ ভ্রূকুটি ভরি' ভাল-দেশে
নমিলা কর্ণ সূর্য্যোদ্দেশে চাহি' পূর্ব্বাশাপারে;
প্রভাতিল নিশি কুরুক্ষেত্রে, পূর্ব্ব-শিবিরদ্বারে।

—হে জবাকুসুমসঙ্কাশদ্যুতি, হে সবিতা! লহ নতি,
এ চিত্তভার নাশো আজিকার হানি' ও বরজ্যোতি!
পার্থ-কীর্ত্তি করিব বিজয়—
তব কাছে আজি প্রার্থনা নয়,
কর্ণের বাহু রক্ষিতে জানে আপনার সদ্গতি;
এ আঁধারে শুধু পন্থা দেখাও, চরণে জানাই নতি।

কুন্তী জননী, পার্থ সোদর—করিনু অস্বীকার ;
মোরই 'পরে আজি অনন্যোপায় দুর্য্যোধনের ভার।
রাজ্য ও মান যে-বা দিল দীনে,
তা'রে ছাড়ি' যাব হেন দুর্দ্দিনে ?
কৃতজ্ঞতার প্রতিদান ভুলি' দাতা হবে দুরাচার!—
দুর্য্যোধনের আশ্রয় সে কি করিবে অস্বীকার ?

... ...

না, না—তা' হবে না, পাণ্ডবে মোরে বধিতেই আজি হবে ;
ভুবনে সে মোর প্রতিদ্বন্দ্বী—ত্রিলোকে জানে তা' সবে!
দুর্ম্মদ তা'র জয়ের গর্ব্ব
আজিকারই রণে করিব খর্ব্ব,
পার্থ-কীর্ত্তি লুপ্ত করিয়া ফিরিব সগৌরবে ;—
অর্জ্জুন-বধে দুর্জ্জয় খ্যাতি অর্জ্জিত আজই হবে।

—আজ মনে পড়ে—রাজ-সভাতলে কৃষ্ণা-স্বয়ম্বর ;—
পার্থের সেই অপমানে আজও জর্জ্জর অন্তর!
কৌশলে জিনি' মৎস্য-চক্র,
মোর পানে চাহি' হাসিয়া বক্র,
ভুবনধন্য পাঞ্চালীধনে বরিল সে বর্ব্বর,—
আজ মনে পড়ে সেই বঞ্চনা—কৃষ্ণা-স্বয়ম্বর!

—সেই বঞ্চক—গাণ্ডীববলে, ভাগ্যের ফলে তা'র,
কৃষ্ণ-সারথি—দেখায় কর্ণে বীর্য্য-অহঙ্কার!
না থাক্ ভাগ্য, বীর্য্যেরই বলে
পাড়িব পার্থে এই পদতলে,—
প্রতিজ্ঞা মোর এ ভূমণ্ডলে রোধিবে সাধ্য কা'র ?
পার্থ-ভাগ্য ব্যর্থ করিয়া প্রতিশোধ ল'ব তা'র।

—তবু, তবু মন বড় উচাটন মায়ের নয়ন-জলে,—
মাতা হয়ে সুতে ভিক্ষা মাগিল পড়িয়া চরণতলে।
যে কর্ণ কাছে কারো কোনো দিন
কোনো প্রার্থনা নহে ফলহীন,—
পুত্র হয়ে সে জননীর ঋণ শুধিবে কি বাহুবলে।
বীর্য্য তাহার কিসে পাবে পার মায়ের চোখের জলে?

... ...

অস্ত্র-আগারে প্রবেশিলা বীর করিতে যুদ্ধ-সাজ;
যুদ্ধশেষের শেষ সেনাপতি আজি সে অঙ্গরাজ।
সহজাত দু'টি হেম-কুণ্ডলে
সহজ কবচে রবি-কর ঝলে,
বাছি' বাছি' লয় সহস্র শর ভরি' শরাসনে আজ;
হস্তে বিজয়, ললাটে দীপ্তি—সূর্য্যেরই মতো সাজ।

—ওকি! কা'র ছায়া উঠিল ফুটিয়া সমুখে মুকুর 'পরে?
কর্ণ-জননী কুন্তী যে দেখি—নয়নে অশ্রু ঝরে!
পশ্চাতে ফিরি' হেরিলা চকিতে,—
কেহ তো কোথাও নাহি চারিভিতে।
—এ কি মোহময় মহা বিস্ময়! শিহরিলা ক্ষণতরে;
মুকুরের মাঝে মিলাইল ছায়া আপন মুখের 'পরে!

—নয়, কভু নয়,—এহেন সময় নাহি চিন্তার ঠাঁই;
বীর্য্যবৃত্তি কর্ণের মনে করুণার ক্লেদ নাই।
সতেজ স্বাধীন চির-নির্ভয়,
কিণাঙ্কী কর জপে শুধু জয়,
বিশ্বভুবনে পার্থ-গরিমা নির্জ্জিত আজই চাই—
বীর্য্যবৃত্তি কর্ণ-চিত্তে করুণার নাহি ঠাঁই!......

দুর্মদ বেগে বাহিরিলা বীর পশিতে দীপ্ত রথে,
—কে রে ভিক্ষুক, আসিয়া দাঁড়ালি আগলি' মধ্য-পথে ?
—"হে বিশ্বজিৎ, হে দাতা কর্ণ,
কৃপার্থী কর চাহে সুবর্ণ-
-কুণ্ডল আর কবচ তোমার,—দেহ দান গৃহাগতে।"
—অজানা ভিখারী, সহসা আসিয়া দাঁড়া'ল মধ্য-পথে।

থমকি' থামিল কর্ণ—শুনি' সে অদ্ভুত প্রার্থনা ;
—হায় রে দৈব !—এই শেষ দিনে—এ কি রে বিড়ম্বনা।
প্রতিজ্ঞা ছিল ভিক্ষা-পূরণ—
সে মহা-সত্য জানে ত্রিভুবন,
সেই অপরাধে ভাগ্য কখন করিয়াছে মন্ত্রণা—
পার্থবিজয় ব্যর্থ করিবে—হায় রে বিড়ম্বনা।

ভিক্ষুকবেশী ব্রাহ্মণ পুন কহে মিনতির স্বরে,
"কর্ণ কি তবে সত্যে হানিবে আপন ধনুঃশরে ?
প্রার্থনা মোর ফিরিয়া জানাই,
পূর্ণ না করো, বলো—ফিরে যাই,
দাতা কর্ণের মিথ্যা বড়াই বুঝি' ল'য়ে অন্তরে"
ব্রাহ্মণবেশী ভিক্ষুক পুন কহিল তীক্ষ্ণ স্বরে।

কবচের সাথে কুণ্ডল বীর ছিঁড়িতে কঠিন হাতে—
আকর্ণ ভরি' অদ্ভুত হাসি দেখা দিল অজ্ঞাতে।
মনে মনে ভাবে—এই তো সুযোগ—
স্বর্গে মর্ত্যে যেথা অভিযোগ,
শক্তি সেখানে শুধু দুর্ভোগ আমোঘ ভাগ্য-হাতে।
কর্ণের মুখে অদ্ভুত হাসি দেখা দিলা অজ্ঞাতে।

—এই তো—এই তো সূর্য্যালোকিত মোরই প্রার্থিত পথ,—
ভাগ্যের বরে সার্থক হোক কুন্তীর মনোরথ।
বাঁচুক পার্থ—জ্যেষ্ঠ তো আমি,
শোণিতের সাথে কল্যাণকামী,—
যে স্নেহ-নির্ঝর অন্তরগামী, রোধে না তো পর্ব্বত।
সম্মুখে মোর এই তো পেয়েছি শান্তির মহাপথ।

—জননি কুন্তি, পুত্রের হাতে লহ প্রার্থিত দান,—
বঞ্চিত যেবা মাতৃস্বর্গে, সে আজি ত্যজিবে প্রাণ।
আদেশ তোমার—'বাঁচুক পার্থ'!
—তাই হবে মাতা; কর কৃতার্থ
ভাগ্য-নিহত সূতপুত্রের বীর্য্যের অভিমান;
জননি কুন্তি, পাণ্ডবমাতা, লহ তার শেষ দান।

—চালাও শল্য, ত্বরা লহ রথ—যেথা সে পার্থ আছে;
শেষ প্রণিপাত লহ দিননাথ আজি কর্ণের কাছে;
—সবই তো সমান—জয় পরাজয়—
অর্জ্জুন-বধ—আত্ম-বিলয়!
—ভাগ্যের হাতে সবই অভিনয়—কর্ণ তা' বুঝিয়াছে;
—চালাও শল্য—দ্রুত, দ্রুততর—পার্থ যেথায় আছে॥

দুর্য্যোধন

দূর দিগন্তে সন্ধ্যাসায়রে
কালোয় মিলিছে রক্ত-রেখা ;
নীচে নির্জ্জনে প্রান্তর 'পরে
কা'র ও-মূর্ত্তি লুটিছে একা ?
—কে আমি জান না ? ভুলিনি সে নাম—
রাজা আমি—রাজা দুর্য্যোধন ;
কুরুক্ষেত্র হয়েছে কি শেষ,—
কোথা আমি,—একি দ্বৈপায়ন ?
—মহিষি, মহিষি, রাণি ভানুমতি,
কোথা গেলে সতি, দুঃসময় ?
—রথ, মোর রথ—সারথি, সারথি,—
কৈ, কোথা গেল রক্ষিচয় ?
—উহু—বড় ব্যথা, দারুণ যাতনা—
রাজবৈদ্যেরে কে আনে ডাকি' ?
রাজার বীর্য্য, বীরের ধৈর্য্য—
সেও আজি হা'র মানিবে নাকি !
—তবু, তবু আমি করি না শঙ্কা,
একাকী যুঝিব নির্ব্বিকার;
অধর্ম্ম-রণে পরাজয় তবু
করিব সবলে অস্বীকার !

—হায় রে ভাগ্য ! তাও যে পারি না,
ভগ্ন এ উরু ধূলায় লুটে ;—
আশ্রয়হারা বীর্য্য আমার
হাহাকারে শুধু কাঁদিয়া উঠে !
—বৃকোদর, তুই পাণ্ডবগ্লানি,
পাণ্ডুর গালে লেপিলি কালি,—
চোরের মতন দহিলি ধর্ম্মে
আপনার হাতে আগুন জ্বালি' !
—ক্ষত্রবংশে অক্ষত্রিয়—
বায়ুপুত্রেরই প্রমাণ ঠিক,—
কলঙ্কী ঐ প বনামে
ধিক্ ধিক্ তোর—শতেক ধিক্ !
—বিশ্বে কি কা'রও চক্ষু ছিল না !—
হায় রে, বিশ্বে কেই-বা আছে ?
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বিগত,—
কে ল'বে শাস্তি কাহার কাছে ?
—সবই সেই শঠ কৃষ্ণের কাজ,
ক্রূর চক্রীর কুমন্ত্রণা ;—
'ধর্ম্মরাজ্য', 'ধর্ম্মরাজ্য'—
মুখে যা'র বাণী-বিড়ম্বনা !
—কৃষ্ণের সাথে দুষ্টের দল
সখা বলি যা'র দাস্য করে,
যদুবংশের সেই কলঙ্ক
চালায় তাদেরই হাস্যভরে !
—কোথা বলরাম উদার-বীর্য্য—
শুভ্রোজ্জ্বল রৈবতক ?
কুলপাংশুল এই তা'র ভ্রাতা—
পক্ষপাতী এ প্রবঞ্চক !

—উহু—সেই ব্যথা, আবার, আবার !
—কে ও ? কাছে এস, হে সঞ্জয়,
দুর্জ্জয় তব দুর্য্যোধনের
হের এই দশা-বিপর্য্যয় !
—কুরুকুল,—সে কি নির্ম্মূল তবে,—
কুরুক্ষেত্র ধ্বংস নাকি ?
বলো না মন্ত্রি, নিশ্চুপ কেন ?
বুঝিবার আর আছে কি বাকি !
—ভাবিতেছ মনে, দুর্য্যোধনেরে
শুনাবে না সেই অশুভ কথা,—
হায়, তাত ! এই মৃত্যুর কূলে
আছে তা'র কোনো সার্থকতা ?
—আজ মনে পড়ে—সেই সভাগৃহে
পিতৃব্যের যুক্তপাণি,—
এদিনের কথা সেদিন বুঝিলে,
কহি তাঁরে সেই তিক্ত-বাণী ?

—রাজবংশের সম্ভ্রম চাহি'
তবু কোনো তাপ নাহি এ মনে,—
দুর্য্যোধনের মর্য্যাদাবোধ
কে না জানে তা'র শত্রুজনে ?
—ধর্ম্ম তাহার—কর্ম্ম তাহার
রাজ-রাজেন্দ্র-যোগ্য সবই,—
মানী পেত মান, গুণী আহ্বান,
অর্থী ফিরিত অর্থ লভি'।
—ওহো, সেই কথা ? দ্যূত-ক্রীড়ার
ক্ষত্রাধিকার বিদিত লোকে,—
কে বলিবে পাপ ? কোনো অনুতাপ-
-বাষ্প তা' লাগি' নাহি এ চোখে !

—হিংসায় যদি গন' অপরাধ,
কাপুরুষ তুমি ;—সাক্ষ্য তা'র—
দেবতা-দৈত্যে নিত্য বিরোধ,
জ্ঞাতি হয়ে—কিবা বাক্য আর ?
—হিংসা ! জীবের সহজ ধর্ম্ম—
হিংসা-অন্নে পুষ্ট প্রাণ,—
ধ্বংসে যে ছায়া কালের কাম্য,
বংশে তাহাই মূর্ত্তিমান !

—পাঞ্চালী-কথা ?—তুলো না মন্ত্রি !—
পঞ্চপতি যে ভজনা করে,
যৌতুকসম কৌতুকে তা'র
চির-অধিকার বিধির বরে !
—রাজার ধর্ম্ম—সে যে গুরুতর,
কামের কামনা তাহার নয়,—
সারা জীবনের সে একনিষ্ঠা
তুমি জানো তাত, হে সঞ্জয় !
—কুন্তীতনয়, দ্রৌপদীপতি—
কি নির্য্যাতন কঠিন তা'র ?
কুরুকুলপতি—রাজ্যে তাহার
সমদর্শী সে—বজ্রসার !
—সূচ্যগ্রের ভূমি দিই নাই
পাণ্ডবে ?—সে কি কৃপণ বলে' ?
দুর্য্যোধনের উদার হস্ত
কে না জানে এই পৃথ্বীতলে !
—তা' নয় মন্ত্রি,—ন্যায়ের দাবীতে
অধিকার চাহে শত্রুগণ !
প্রার্থনা হ'লে ?—রাজ্য বিলায়ে
বনে চলে' যেত দুর্য্যোধন !

—শুধু এক কথা— পারিনি ভুলিতে,
মন্ত্রি,—যা' আজও বিঁধিছে মনে,—
অভিমন্যুর হীন হত্যা সে—
সপ্তরথীর আক্রমণে।
—উহু, সেই ব্যথা। উরু হ'তে উঠি'
মস্তকে পশি' ভুলায় সব।
অন্ধ নয়ন, ক্ষিপ্ত এ মন,
কর্ণে পশিছে প্রলয়-রব!
—মন্ত্রি, মন্ত্রি—সব ছেড়ে গেছে ?—
বৈদ্য কেহ কি নাহিক আর ?
—সংবাদ দাও, ডাকাও, ডাকাও—
এ কণ্ঠহার পুরস্কার।

উর্দ্ধ আকাশে সন্ধ্যা ঘনায়
প্রান্তরশিরে বনের পারে,
দূরে হ্রদজল কালো হয়ে আসে
ঘন ঘনায়িত অন্ধকারে!
কুরুক্ষেত্র-প্রান্তর ভরি'
জ্বলে' উঠে শত আলেয়া-আঁখি ;
নিশাচর মত হিংস্র শ্বাপদ
হুঙ্কার দিয়া ফিরিছে ডাকি'!

—সঞ্জয়, তুমি রহ ক্ষণকাল,
হয়-তো এ মোর শেষের রাতি।
জয়-পরাজয়—প্রশ্ন সে নয়,
জানি, তা' জীবের জীবনসাথী।

কোনো ক্ষোভ মোর নাহি এ জীবনে,
স্বভাব-রাজা এ দুর্য্যোধন ;
নিন্দা-খ্যাতির উর্দ্ধে তাহার
সর্ব্বশাসন সিংহাসন !

—শত প্রণিপাত জানাইও শুধু
পিতার চরণে মন্ত্রিবর,—
ব'লো—আমি সেই মহৎ পিতার
মহিমান্বিত বংশধর।
মৃত্যুরে আমি সহজ গর্ব্বে
নিত্যকালের ভৃত্য গনি,—
হরে সে জীবন, পারে না হরিতে
—যা' তা'র চিরন্তনী।

—হউক পিতার নয়ন অন্ধ—
ভাগ্যের হাতে কি-বা না হয় ?
পুত্রের 'পরে জানি স্নেহ তাঁ'র
অপার, তবু সে অন্ধ নয় ;
—সন্তান লাগি' মঙ্গল মাগি'
রাজ-শাসনের নিগড়ে বাঁধি',
যুদ্ধের পথে লৌকিক মতে
পারিতেন তিনি হইতে বাদী ;
— মন্ত্রদাতার অভাব ছিল না,
—কৃষ্ণ, বিদুর, ভীষ্মবীর,—
পুত্রের 'পরে বিশ্বাসে তবু
শ্রদ্ধানত সে উচ্চ শির !

—কাপুরুষতার শান্তি হইতে
সংগ্রামও শ্রেয় নিত্যকাল,—
পুত্রস্নেহে সে রাজধর্ম্ম
ভুলেননি সেই পৃথ্বীপাল।
—মানী পুত্রের মান্য পিতা যে—
মনশ্চক্ষে দিব্য জ্যোতি ;—
চরণে তাঁহার তাই বার বার
দেহ-মনে আজি জানাই নতি।

রাত্রি ঘনায়,—বন্ধু, বিদায়,
ফিরে' যাও ঘরে প্রণাম ল'য়ে ;
দুর্য্যোধনের দৃপ্ত মহিমা
জাগুক শিয়রে সঙ্গী হয়ে!
বেদব্যাসের পূতনাম-যুত
দুলুক অদূরে দ্বৈপায়ন ;—
ক্ষাত্র তেজের দীপ্ত তারকা
জ্বলুক আঁধারে দুর্য্যোধন॥

ভীম

সুবিরাট বরদেহে বর্ণ তব কষিত কাঞ্চন ;
বিপুল বাহুর শক্তি প্রচ্ছন্ন প্রমত্ত প্রভঞ্জন,
আনত আপন বীর্য্যে ; সর্জ্জসম দৃপ্ত সরলতা
জানায় নিখিল চক্ষে দূর হ'তে বলিষ্ঠ বারতা।
একাধারে ভীমকান্ত—দেহমনে ভীষণ-সুন্দর—
প্রণতি তোমার পদে, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বৃকোদর!

বলরাম-শিষ্য তুমি, গুরুধর্ম্ম লেখা তব ভালে ;
অসত্য-সর্পিল পথে চলো নাই কভু কোনো কালে।
হোক জ্যেষ্ঠ, হোক শ্রেষ্ঠ,—হোক কৃষ্ণ—একান্ত আশ্রয়,
সহজ সত্যের বলে মুহূর্ত্ত করনি কা'রো ভয়,
কভু কোনো দুঃখদিনে ; সাক্ষ্য তার, কৌরব-সভায়
রক্তের অক্ষরে লেখা—দুষ্টের শাসন-প্রতিজ্ঞায়।

ষষ্ঠ দিবসের যুদ্ধে, ভীষ্ম যবে ক্ষুব্ধ অভিমানে,
পূরিলা অব্যর্থ ধনু মন্ত্রপূত নারায়ণ-বাণে—
ত্রিলোক-সংহার-শক্তি,—কোথা ছিল অর্জ্জুন তখন—
অক্ষত্র ক্লীবের মত করি' নিজ পৃষ্ঠ প্রদর্শন
কৃষ্ণের নয়নে চাহি' ?—একা তুমি রহি' অস্ত্রপাণি
পালিলে প্রতিজ্ঞাধর্ম্ম, কৃষ্ণ চেয়ে সত্যে বড় মানি'।

বিশ্ব জানে,—তবু কেবা তোমা সম সেবে গুরুজনে !—
শক্তিতে বাঁধিয়া ভক্তি সুসংযত সত্যের শাসনে।
আত্মপ্রত্যয়ের বলে ভুঞ্জি' বিষ আত্মীয়ের হাতে,
মৃত্যুরে যুঝেছ তুমি মুখামুখি কৌতুকের সাথে,—
আপন স্বচ্ছন্দ বীর্য্যে ; গদা রাখি' অগ্রজের পদে
সরল শিশুরই মত সেবিয়াছ সম্পদে বিপদে।

অকৃত্রিম প্রেম যেথা, টলিয়াছে অটল হৃদয় ;—
ভুলিয়াছ আভিজাত্য ; বেদনারে দিয়াছ আশ্রয়
অক্ষুণ্ণ অন্তর-ধর্ম্মে ;—রাক্ষসীর ব্যগ্র আলিঙ্গনে
সাগ্রহে দিয়াছ ধরা ; আশ্রিতের আর্ত্ত আবেদনে
অকুণ্ঠিত ক্ষাত্রবীর্য্যে স'পিয়াছ আত্ম-প্রতিদান—
কেবা উচ্চ, কেবা নীচ—গননি সমান-অসমান।

মোহান্ধ দেখেছি পার্থে, লোভান্ধ আচার্য্যশ্রেষ্ঠ দ্রোণে,
মদান্ধ দেখেছি কর্ণে, মানান্ধ রাজেন্দ্র দুর্য্যোধনে ;
তোমার মত্ততা যবে চোখে পড়ে—হেরি হুতাশন ;—
দারুণ সে দীপ্ত বহ্নি—ক্ষাত্রবীর্য্যে শত্রুর শাসন—
অধর্ম্ম-নিধন-বজ্র—প্রজ্বলিত আপনার তেজে ;
দগ্ধ করে, দীর্ণ করে, চূর্ণ করে দুষ্টদলে সে যে !

তবু হায় ! কত স্নেহ,—সে কি প্রেম সর্ব্বজন 'পরে !
উদার বীরের ধর্ম্ম স্বার্থত্যাগে আর্ত্তসেবা তরে
হেলায় সঁপিতে চাহে আত্মপ্রাণ রাক্ষসের হাতে ;—
বিস্মিত পাপিষ্ঠ বক—শেষ দৃষ্টি মুদে সে শ্রদ্ধাতে !
মধ্যম যে জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ, কনিষ্ঠের গরিষ্ঠ সে গুণে ;—
দধীচি শিহরে স্বর্গে মর্ত্ত্যের অপূর্ব্ব বার্ত্তা শুনে'।

অক্ষয় বীরের বংশে বীরশ্রেষ্ঠ তুমি বৃকোদর,
অক্ষয় ত্যাগের গোত্রে ত্যাগিশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় শঙ্কর—
আত্মভোলা আশুতোষ ! রুষ্টি তুষ্টি সবই সে সরল ;
সত্যসম শুভ্রমূর্ত্তি—তুল্য যা'র অমৃত গরল !
মানবের মহত্ত্বের পারাবারে তুমি শেষ পার—
ভীমকান্ত হে সুন্দর ! পুনশ্চ তোমারে নমস্কার ॥

শবরীর প্রতীক্ষা

পম্পাসরোবরতীরে সূর্য্যদেব অস্ত যা'ন ধীরে,—
বুলা'য়ে আরক্ত কর ক্লান্ত তপ্ত ধরণীর শিরে,
শান্তির আশিসে ভরি'! ধূসর তরল অন্ধকারে
ছেয়ে আসে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ অস্পষ্ট আকারে।
চাহিয়া ঈর্ষ্যার দৃষ্টি স্ফুটমান কুমুদের পানে,
পরিপাণ্ডু পদ্মদল মুদে আঁখি রুদ্ধ অভিমানে।
তীরাস্তৃত শৈবালের শ্যামায়িত স্বচ্ছ অবকাশে
হংসকারণ্ডবদলে বিশ্রামের সাড়া পড়ে' আসে—
আতৃপ্ত গদ্‌গদ কণ্ঠে, বিধুনিত সিক্ত পক্ষপুটে;
শস্পগন্ধে ঝিল্লিচ্ছন্দে সন্ধ্যাকাশ পূর্ণ হয়ে উঠে।

মতঙ্গের তপোবনে সান্ধ্য হোম হ'য়ে এল শেষ
উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রে; ধীরে করি' নয়ন উন্মেষ
চলিলা তপস্বিবর মন্দপদে ছাড়ি' দর্ভাসন,—
যেথা দ্বারপ্রান্তদেশে নতজানু মুদ্রিত-নয়ন
বসিয়া শ্রমণীবালা যুক্তকরে মৃত্তিকার 'পর;
—কহিলা উদার কণ্ঠে—বৎসে, আজি ল'ব অবসর
এবারের জীবজন্মে, ত্যজি' দেহ সমাধি-আসনে।
ইহজগতের চিন্তা।কিছু আর নাহি আজি মনে,
তোমার মঙ্গল ছাড়া; অনাথিনি শবর-কুমারি,
আশ্রিত আশ্রমে মোর, জানি তুমি সত্যের ভিখারী।
(ঈষৎ হাসিয়া)······কি ভাবিছ মৌন মুখে?

শবরী।······কি ভাবিব? কিবা আছে আর?
প্রভু, পিতা,—এ জগতে কি আমার আছে বা চিন্তার?

সবই সুবিজ্ঞাত তব—চিন্তা, চেষ্টা, স্মরণ, মনন,—
যেদিন ও-পাদপদ্মে পতিতারে দিয়াছ শরণ
আপনার কন্যা বলি',—ইষ্টমন্ত্র সঁপি' তা'র কানে,
আজন্ম-দুর্ভাগা এই গৃহহীন অনার্য্য-সন্তানে
পালিয়াছ শিষ্যারূপে পবিত্র এ তপোবনবাসে।
…এক প্রশ্ন, তবু দেব, আজ্ঞা কর, মনে যাহা আসে,—
কোন্ অপরাধে, প্রভু, অপরাধী আজি ও-চরণে,
হেন সুদুঃসহ বাণী যা'র লাগি' শুনিনু শ্রবণে,—
মৃত্যুসম গনি যাহা।
…

মতঙ্গ।……অপরাধ? নহে অপরাধ।
—শান্ত হও, বৎসে, তুমি। অনর্থক না গন' প্রমাদ
যথার্থ এ উক্তি শুনি'। চিত্ত তব পবিত্র নির্ম্মল,
সর্ব্বদোষস্পর্শহীন। তথাপি এ সঙ্কল্প নিশ্চল,—
ত্যজিব এ দেহবাস আপনারই অভিপ্রায়ক্রমে;
বারম্বার বলিয়াছি,—মৃত্যুরে ভেব না শেষ, ভ্রমে।
অনিত্য এ দেহমায়া। তোমারে জানাই আশীর্ব্বাদ—
পূর্ণ হোক ইষ্ট তব, সিদ্ধ হোক সাধনার সাধ।
সত্যের প্রতীক্ষা কর জীবনের অনুভূতিমাঝে
নিষ্ঠায় বাঁধিয়া বক্ষ।

শবরী। পিতা, পিতা, কিছু জানি না যে—
কে দিবে আমারে স্থান? কোথা যাব ছাড়ি' তপোবন?

মতঙ্গ। বৎসে, এ আশ্রমভূমি তোমারে করিনু সমর্পণ;
আজি হ'তে সর্ব্ব কার্য্যে তোমারে সঁপিনু অধিকার;
—যোগ্য হস্তে, শুদ্ধ চিত্তে যদি তুমি পালো এই ভার,
ধরি' তব সিদ্ধিরূপ, মর্ত্ত্যে যিনি মূর্ত্ত নারায়ণ,—
সেই রামচন্দ্র তব আশ্রমে দিবেন দরশন; …

স্পর্শে যাঁর সঞ্জীবিত অভিশপ্ত অহল্যার প্রাণ,
অস্পৃশ্য নিষাদে যিনি সখ্যে বাঁধি' বক্ষে দেন স্থান,
অরণ্যের শাখামৃগ যাঁর প্রেমে বন্ধু প্রিয়তম,—
সেই রামচন্দ্র হেথা আসিবেন, শুন' বাক্য মম ;
প্রতীক্ষা করহ তাঁর।...শিবমস্তু,—আসন্ন সময়।

(ধীরপদে অন্তর্ধান)

শবরী। পিতা, পিতা। (ভূমিতে অবলুণ্ঠিত প্রণাম ও উত্থান)
..... রামচন্দ্র, রামচন্দ্র। সেই দয়াময়।—
শবরীর এ আশ্রমে ? হেন ভাগ্য কবে হ'বে তার ?
সাক্ষাৎ মিলিবে চক্ষে মর্ত্ত্যরূপে জগৎ-পিতার ?
......শান্ত হ' সন্দিগ্ধ মন। মিথ্যা নহে মতঙ্গের বাণী,—
সত্যদ্রষ্টা-ঋষিকণ্ঠ অসত্য না কহে কভু, জানি।
—কি করিব ? কোথা যা'ব ? কি দিয়ে তুষিব দেবতারে ?
কোন্ পথে, কোথা হ'তে, কেমনে সাক্ষাৎ পা'ব তাঁরে ?
কি ফুলে গাঁথিব মালা ? কোন্ বর্ণ মানাইবে ভালো
নবদূর্ব্বাদলদেহে ? অবসিত দিবসের আলো—
সন্ধ্যায় আসেন যদি ? হেরিতে সে বরমূর্ত্তিখানি
কোন্ দীপ জ্বালাইব ? কালো হাতে কোন্ অর্ঘ্য আনি'
কোথায় বসা'ব তাঁরে ? কি বলিয়া করিব আহ্বান ?
—পাদস্পর্শ করিব কি ? অস্পৃশ্যা যে। তিনি ভগবান্।
কি ফল লাগিবে মিষ্ট ঐ মুখে ?—মহারাজ তিনি
ধরণীর শ্রেষ্ঠ বংশে ; ভোগ্য তাঁর চক্ষে নাহি চিনি।
—পিতা, পিতা, এ কি ভার দিয়ে গেলে অক্ষমার হাতে ?
আমি যে অযোগ্য তাঁর,—কাঁপে চিত্ত সন্দেহ-দোলাতে।

... ...

দিনে দিনে দিন যায়,—দিন যায় ;—রাত্রি যায় চলি' ;
মাসে মাসে বর্ষ যায়,—বর্ষ যায়,—আশার অঞ্জলি
শুকাইয়া উঠে হাতে—বেদনায়, ব্যর্থ প্রতীক্ষায়।
কৈশোর যৌবন ক্রমে,—ভরে দেহ পূর্ণ সুষমায়
অজ্ঞাতে অনবধানে।—দিন যায়।—রঘুপতি রাম—
কই তিনি ? কোথা তিনি ? হায়, দরিদ্রের মনস্কাম !

লতায় ফুটিল ফুল—স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে ;
পরিপুষ্ট তনুবল্লী কমলে কাঞ্চনে কুরুবকে—
পূজার্থী প্রতিমা যেন ! প্রতীক্ষায় কাটে দীর্ঘ দিন।
হৃদয়-নয়নানন্দ কবে আসি' হবেন আসীন
অতর্কিত অবসরে !—অনাদরে যদি যা'ন চলি',
মতঙ্গের তপোবনে অভ্যর্থনা মিলিল না বলি'—
অক্ষমার অপরাধে অবহেলা ভাবি' মনে-মনে !
ছি ছি ! মরি সে লজ্জায়,—শিহরি সে ভ্রষ্ট আচরণে।

অপেক্ষার একাগ্রতা উগ্রতর করি' তাই চোখে,
বনবীথি-তলে তলে ফিরে বালা মুগ্ধ দিবালোকে,—
উচ্চকিত অনুক্ষণ ; তপস্যার কাল ব'য়ে যায় !
—আসিয়া থাকেন যদি অন্য পথে, ভাবিয়া ত্বরায়
আবার আশ্রমে আসে ! শয্যা রচি' কুসুমে-পল্লবে
যাপে দীর্ঘ বিভাবরী পথ চেয়ে, বাঞ্ছিত বল্লভে !
—কোথায় সে সীতাপতি, মূর্তিমান্ অখিলের স্বামী ?
অপেক্ষায় কাটে দিন ; অন্ধকার চক্ষে আসে নামি'।
রামচন্দ্রহীন রাত্রি ঘন হয়ে ঘিরে তপোবনে,—
নিশিজাগরণমসী আঁকি' শুধু কলঙ্কী নয়নে !

দিন যায়, রাত্রি যায় ; দিনে-রাত্রে মাস যায় ঘুরে',
মাসে মাসে বর্ষ যায় ; বর্ষে বর্ষে যুগ আসে পূরে' ;—
রাঘবের নাহি দেখা,—আশ্রমে সে পদ নাহি পড়ে।
আবর্ত্তিত কালচক্র, শিশিরে বসন্তকান্তি ঝরে !
পুষ্পহীন লতামঞ্চ ; পক্ক ফলে আনত বিতান ;
শিথিল বন্ধনমূল,—শ্রীহীন মালঞ্চ ম্রিয়মাণ ;
খসে' পড়ে জীর্ণ পত্র ; বিগলিত লোল গ্রন্থিজাল,
—বার্দ্ধক্যের নামাবলী সর্ব্বাঙ্গে পরায় মহাকাল !
ব্যর্থতায় ভগ্ন দেহ ; দীপ্ত দৃষ্টি আচ্ছন্ন নয়নে ;—
আশ্রমকুটীরপ্রান্তে শবরী তথাপি একমনে
দৃষ্টি মেলি' পথপানে,—কখন্ যে আসিবেন রাম ;
জরায় চরণ পঙ্গু ;—মুখে শুধু জপে তাই নাম !
সুসজ্জিত পাদ্য অর্ঘ্য, সুবিন্যস্ত ফলমূলথারি
নারিকেলপাত্রপূর্ণ সমাহৃত সরোবর-বারি !

দিন রাত্রি, রাত্রি দিন—জাগরণে অথবা তন্দ্রায়—
কোন্ মুগ্ধ ক্ষণে যদি রামভদ্র এসে ফিরে' যায়
মন্দপদে !—মন্ত্রদ্রষ্টা মতঙ্গের বাণী অতর্কিত ;—
শুভ আগমন তাঁর ঘটিবেই,—জানি সে নিশ্চিত ;
—কিন্তু যদি প্রাণ যায় ! রাম, রাম, কৌশল্যানন্দন !
—দ্রুততর চলে জপ—এঁসে এস থাকিতে জীবন।
অবসন্ন দীর্ণ দেহ, অবশ অঙ্গুলি নাহি চলে ;
—রাত্রি ভোর হয়ে আসে,—হাসে ঊষা উদয়-অচলে !
সূর্য্যবংশ-অবতংস,—এস এস সর্ব্বগুণাধার,
এস হে করুণ কান্ত, এ পতিতে কর হে উদ্ধার।
পম্পাসরোবরতীরে হাসে রবি কমললোচনে—
আপনারই গোত্রমাঝে প্রমূর্ত্ত হেরিয়া নারায়ণে।

—কার ঐ পদধ্বনি ?—কে আসে রে ?—আসে নাকি রাম ?
—চরণ চলিতে নারে,—ঘন ঘন জপে আরো নাম !
নাসায় পশিছে গন্ধ !—পদ্ম কি ফুটিল দূর্ব্বাদলে ?
—কই, কোথা প্রাণারাম ?—দৃষ্টি অন্ধ নয়নের জলে !

রামচন্দ্র। (মন্দপদে সম্মুখে আসিয়া)

—এই তো এসেছি আমি ; কোথা তুমি শবরী সুন্দরি,
কে বলে পতিতা তুমি ? তুমি মোর মর্ম্ম-সহচরী !
কৃতার্থ আজিকে আমি তোমার বাঞ্ছিত দরশনে ;—
দৃষ্টি যার সত্যসন্ধী, তা'রেই তো খুঁজি ত্রিভুবনে ॥

অশোক

ক্রুদ্ধ অশোক কলিঙ্গ-রণে
ঘেরিয়া দন্তপুর,
অবরোধে ভরি' রচিল নগরী
নব অন্তঃপুর !
রুদ্ধ করিতে ক্ষুব্ধ জুয়ার
পুরবাসী যবে আঁটিল ছুয়ার,
ফুঁসিতে লাগিল শত্রুবাহিনী
মৃত্যুপিপাসাতুর !

তিন মাস ধরি' মগধসৈন্য
আগলি' রহিল দ্বার ;
নগরবাহিরে বাহিরিয়া আসে—
এহেন সাধ্য কা'র ?

অসহ কষ্টে স্বেচ্ছাবন্দী—
তবু চাহিল না করিতে সন্ধি,
হেলার চক্ষে বিপক্ষদলে
করিল অস্বীকার !

দুর্গ-কবাট প্রতিজ্ঞাসম
কিছুতে দিল না পথ,—
বন্যার মুখে শিলা-গাঁথা যেন
হিমাদ্রি-পর্ব্বত !
ক্ষুব্ধ নৃপতি জ্বলদভিমান
গর্জ্জি' উঠিল সিংহ-সমান—
"সারা কলিঙ্গ করিয়া শ্মশান
পূরাইব মনোরথ।"

দিকে দিকে ধেয়ে চলিল অমনি
অসংখ্য সেনা তা'র ;
কুণ্ঠাবিহীন লুণ্ঠনে উঠে
ঘরে ঘরে হাহাকার !
কোথায় শস্য, কোথা সম্পদ্—
শূন্য হইল যত জনপদ ;
চারিধারে বেড়ি' বিজয়ী সৈন্য
সাধে শুধু সংহার !

রাজ্য জুড়িয়া রাত্রিদিবস
শুধু 'হায় হায়' রব ;
শোণিতপঙ্কে সারা কলিঙ্গে
প্রলয়ের তাণ্ডব !

ভরি' উঠে দেশ হিংসার গানে ;
শোনে তা' অশোক তৃপ্ত পরানে,—
যত শোনে কানে, তত বেড়ে' উঠে
বিজয়ের উৎসব !

—কিন্তু—কে ঐ ?—দেখ' তো মন্ত্রি—
কিসের ভিক্ষা চায় ?
চোখ দু'টি ওর বড় সুন্দর,—
বিহ্বল করুণায় !
—বৌদ্ধ ভিক্ষু ?—আবার এখানে ?
শুধাও—দেশের কি বারতা জানে।
নূতন তথ্য এলে সন্ধানে,
ব্যর্থ না ফিরে' যায়।

—না, ও কিছু নয়—মিথ্যা সময়
লইও না সন্ন্যাসী ;
যুদ্ধাবসানে সংবাদ ল'য়ে
সাক্ষাৎ ক'রো আসি' ;
রক্তে রঙীন আজি এ গোধূলি,
শান্তির কথা রাখো তব তুলি' ;
—খাদ্য-পানীয় চাহ যদি, লহ,
থাকো যদি উপবাসী।

—কি বুঝিবে তুমি, সংসারত্যাগী,
ভারতের সম্মান ?
দেশমাতা মোর শুধু কি জননী ?
—সে মোর মনঃপ্রাণ !

শক্তির মূল, মুক্তির আশ,
চক্ষের আলো, মর্ম্মের শ্বাস,
ভারত আমার বিশ্বাসী বুকে
স্বর্গের সন্ধান।

—জানো কি, অশোক আত্ম-আহুত
সেই ভারতের পায়ে?
রক্ততিলক পরালো সে যারে
বলি দিয়া নিজ ভা'য়ে।
ছার কলিঙ্গ—কি ছার মেদিনী।
পাদপীঠে তা'র ত্রিজগৎ জিনি'
বিশ্বের রাণী চাহে সে করিতে
সাজাইয়া সেই মায়ে।

ফিরায়ে নয়ন, রাধাগুপ্তেরে
আদেশ করিলা ডাকি'—
পাটলিপুত্রে বার্ত্তা পাঠাও
লক্ষ সৈন্য লাগি';
যেখানে যা' থাকে খণ্ডরাজ্য,
জিনি' ভরি' তোল' এ সাম্রাজ্য,—
আজি হ'তে জয় জপো নির্ভয়
দিবসযামিনী জাগি'।

—দেখ তো মন্ত্রি,—ফিরে' গেল না কি
সন্ন্যাসী খালি-হাতে;—
যাবার সময় কি যেন দেখিনু
অদ্ভুত আঁখিপাতে।

—কি বলিয়া গেল ?—শান্তির পথ
করুণায় ছাড়ি' জানে না জগৎ !
কি বলিল শেষে ?—যুদ্ধের জয়
মরে সে আত্মঘাতে !

...   .

স্তব্ধ নৃপতি তিন দিন ধরি'
রহিল বিমনা হ'য়ে ;
পারিষদদল আসে, ফিরে' যায়—
যে যার বারতা ক'য়ে ;
যুদ্ধ-সচিব কহি' সংবাদ
মুখপানে চেয়ে গনে পরমাদ !
রাধাগুপ্তের মন্ত্রণা—সেও
ফিরে ব্যর্থতা ব'য়ে !

২

সেদিন আকাশে মেঘ করেছিল,—
দেরীতে ফুটিল তারা ;
থেকে থেকে বয় এলোমেলো বায়—
উদাসীন দিশাহারা !
শিবিরবাহিরে প্রস্তরাসনে
সম্রাট একা ভাবে আনমনে,
—ঐ যে উর্দ্ধে নীরব দৃষ্টি—
অতি দূরে—ওরা কা'রা ?

—মনে পড়ে' যায় সহসা প্রেয়সী
মূর্ত্তি সুনন্দার—
নির্ব্বাসিতা সে সীতারই মতন,
—দুঃসহ দুখভার !

পত্নীরে যা'র হেন ব্যবহার—
সাজে কি তাহার রাজ-অধিকার ?
—ভারতের নামে এও কি রে তবে
নিজেরই অহঙ্কার !

—সুত মহেন্দ্র, কন্যা মিত্রা—
একে একে তা'রা আসি'
কলিঙ্গজয়ী রাজা অশোকের
চক্ষে উঠিল ভাসি' ।
—রে আত্মঘাতী, ওরে উদাসীন,
তোরি সন্তান—তা'রা আজি দীন ।
মূঢ় সম্রাট ! এই আদর্শে
ভুলাবি জগৎবাসী ?

—মিথ্যা, মিথ্যা, সকলই মিথ্যা
মিথ্যা উচ্চ নাম ;—
দেশের ছলনে চাহিস সাধিতে
আপন মনস্কাম ।
কে গাহিছে ঐ ?—"হে মুক্তিকামি,
সন্ধ্যার ছায়া আসিতেছে নামি'
লহ বুদ্ধের শান্তির বাণী—
আনন্দ-অভিরাম ।"

৩

সপ্তাহ শেষে—সন্ধ্যা তখন—
সূর্য্য অস্তে যায়,
কালো জল আরো কালো হ'য়ে উঠে
দূরে পুর-পরিখায় ;

সারি' অবরোধ-পরিদর্শন,
মৌন নৃপতি—বিষণ্ণ মন,
ধীরপদে আসি' পশিলা শিবিরে—
ভ্রমণক্লান্তকায়।

ব্যস্ত-চরণে আনিল মন্ত্রী
নব সংবাদ বহি',—
বাঙ্গলার রাজা—প্রজা বীরসেন
হইয়াছে বিদ্রোহী!
কলিঙ্গরাজ সঁপি' যা'র করে
স্বীয় কন্যায়—যে স্বয়ম্বরে,
হেসে বলেছিল—শূদ্র রাজার
সেবাদাস আমি নহি!

—সেই বীরসেন—করদ ভৃত্য—
এহেন দর্প তার!
—মুখের বাক্য সহসা রুধিল
বাহিরের হুঙ্কার!
কলকোলাহল বিদরে গগন,
স্তনিত পৃথ্বী, ধ্বনিত পবন,—
ত্বরিতে বাহিরে আসিয়া অশোক
নেহারিল চারিধার।

রাত্রির ভালে লক্ষ মশালে
চক্ষে পড়িল ধরা—
পুরদ্বারের পুরোভাগভূমি
অশ্বারোহীতে ভরা!

বঙ্গভূমির তরবারি-আঁকা
ঊর্দ্ধে তুলিছে সবুজ পতাকা।
—ঐ বীরসেন—জ্যোতিষ্কসম—
শ্বেত উষ্ণীষ-পরা।

মশাল-আলোকে চমকিয়া চোখে
উচ্ছ্রিত তরবার
অপ্রস্তুত মগধসৈন্যে
কাটি' চলে চারিধার।
ঘন ঘন উঠে বঙ্গের জয়,
মূঢ় সেনাদলে হানি' বিস্ময়,
নিজ বল ল'য়ে পঁহুছিল বীর
যেথায় পুরদ্বার।

যন্ত্রচালিত দুর্গদুয়ার
অমনি সে গেল খুলি',-
মন্ত্রে যেন বা চক্ষের ধনে
বক্ষে লইল তুলি';
অতি অপূর্ব্ব রণকৌশলে
স্তম্ভিত করি' বিক্রমবলে
বীরসেন আজি শত্রুর চোখে
ছড়াইয়া দিল ধূলি।

ক্ষণেকের তরে অশোকের মনে
জ্বলিয়া উঠিল রোষ;
ধিক্কার হানি' স্বীয় আলস্যে
জাগিল অসন্তোষ।

ক্ষুদ্র করদ—এত তেজ তা'র।
এ হেন দম্ভ—সম্মুখে কা'র ?
তথাপি ধন্য বীর্য্য তাহার—
নির্ভীক নির্দ্দোষ।

কহিল মন্ত্রী—কৃতঘ্নতার
দিতে হ'বে প্রতিফল,—
কলিঙ্গসাথে বঙ্গের মিল
ঘটাবে চোখের জল।
কহে সম্রাট—ঐ বীরত্বে—
বৈরতে নয়, বাঁধি' মমত্বে,
ভাবিতেছি মনে, সাধিব কেমনে
মগধের মঙ্গল।

শুধা'ল মন্ত্রী—এই কি শাস্তি
বিশ্বাসঘাতকের ?
উত্তর এল—ভাবিনি সে কথা—
ভেবেছি বীরত্বের।
ক্ষুণ্ণ মন্ত্রী ভাবে,—এ কি কথা।
কোন্ পথে পা'ব মনের বারতা ?
মৃদু গম্ভীরে রাজা কহে ধীরে—
রাত্রি হয়েছে ঢের।

৪

অর্দ্ধরাত্রে উদিল চন্দ্র
দুর্গপ্রাকারপারে ;
প্রেতের মতন শোভিছে শিবির
আবছা অন্ধকারে ;

প্রহরী হাঁকিছে দণ্ডে দণ্ডে,
ঘণ্টা বাজিছে কাংস্যকণ্ঠে ;
একা সম্রাট স্তব্ধ বিরাট
চাহি' ব্যোমপারাবারে।

দূরে উঠে গান—"কেন মিছে, নর,
দুঃখের ভার বহ ?
মুক্তিসাগরে কর নির্ব্বাণ
বাসনা সুখদুঃসহ ;
প্রতি নিঃশ্বাসে দিন যে ফুরায়,
ডাকো তা'রে—যে-বা যাতনা জুড়ায় ;
—প্রভু সুগতের দু'টি রাঙা পায়
লহ রে—শরণ লহ।"

গান নয়, যেন কাঁদিছে করুণা
বেদনা-সাগরতীরে ;
স্তব্ধ বিমান, নিশীথের প্রাণ
গলিছে শিশিরনীরে।
রাজা অশোকের বজ্রবক্ষে—
মর্ম্মপুরীর কক্ষে কক্ষে,
ফিরে' ফিরে' করে পরশন তা'রি
বার-বার ধীরে-ধীরে।

৫

দু'টি বৎসর গেছে তার পর
কলিঙ্গ-রণ-ভূমে,
জেগেছিল যারা বিশ্রামহারা,
ঘুমায় গভীর ঘুমে।

সম্রাট তা'র যজ্ঞের শেষে
বিজয়মাল্য পরিয়াছে কেশে ;
শবসাধনার শেষের আহুতি
নির্ব্বাণ চিতাধূমে !

কলিঙ্গ শুধু পিঙ্গনয়নে
চাহিয়া উর্দ্ধপানে,—
মরুভূমি যেন নির্মেঘাকাশে
দৃষ্টিশায়ক হানে !
মাঠে নাহি ঘাস, পাতা নাহি গাছে,
শূন্য পুরীতে মহামারী নাচে !
শ্রান্ত অশোক ঘুরিছে আপন
কীর্ত্তির সন্ধানে !

—ঐ সে কীর্ত্তি !—শূন্যভবনে
জননীর বাহুপাশে—
শবের বক্ষে—শিশু-কঙ্কাল
চুষিছে স্তন্য-আশে !
—কে বা তা'র কাছে তরুণী তাপসী
করুণ নয়নে কাঁদিতেছে বসি' ?
—ঐ না মিত্রা—আপন পুত্রী—
শ্মশানসেবার বাসে !

—ঐ সে আবার !—অন্য পুরীতে
ভিন্ন মূর্ত্তিখানি !
থাকিতে জীবন, হিংস্র শ্বাপদে
কা'রে করে টানাটানি ?

নিরন্ন দেহে নাহি কোনো বল,
কে কারে নিবারে ? সে আশা বিফল।
শ্বাপদের চোখে পড়িল নৃপতি
নিজ অন্তরবাণী।

—ঐ আরবার।—মৌন নগরে
শূন্য প্রাসাদসারি ;
রিক্ত কক্ষে মুমূর্ষু তা'র
চাহে পিপাসার বারি।
মুণ্ডিতশির শিশু-সন্ন্যাসী
ব্যস্ত ব্যাকুল জল দিল আসি',—
মূর্ত্তির পানে চাহিয়া অশোক
চিনিল কুমারে তা'রি।

দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ নাহি হয়
কীর্ত্তিতীর্থে আর ;
ঘুরে' ঘুরে' দেখে সম্রাট তা'র
নবজিত ভাণ্ডার।
খুঁজিয়া মন্ত্রী পশিল সেথায়,
কহে—মহারাজ, লগ্ন যে যায়।
এই বেলা জয় না করিলে নয়—
সুযোগ মিলেছে তা'র।

কানে আসে গান—"রাজার পুত্র
ভিখারী সেজেছে আজ।
ছিল নররাজ, আজি বিশ্বের
মহারাজ-অধিরাজ।

সব মিছে, শুধু দুঃখ সত্য—
জানিয়াছে সেই পরম তথ্য ;
সবার দুঃখে, সবার বক্ষে
জাগিছে তাহারি কাজ।”

—হা হা করি’ হাসি’ কহিল অশোক—
মন্ত্রি, আরো কি চাহ ?
আজিও তোমার মহানরমেধ
হ’ল না কি নির্ব্বাহ।
শোনো—আমি নর, নহি নরপতি,
ঐ তো সমুখে দেহ দুর্গতি ?
মন্ত্রি, কোথায় ফিরাবে আমারে ?
—হইয়াছে গৃহদাহ।

—জননী ভারত, নূতন ছন্দে
এবারে গা’ব মা গান।
আর রাণী নহ, দেবী করে’ আজি
দিব তোরে সম্মান।
ভুলেনি অশোক অতীতের পণ,
রণজয়ে আর নাহি তা’র মন ;
ধর্ম্মবিজয়ে জিনিয়া ভুবন—
চরণে করিবে দান॥

বাসবদত্তা

বাসবদত্তা,   বাসনামত্তা
বাসবদত্তা নারী !
হে নয়নরমা   কর মোরে ক্ষমা—
তোমারে চিনিতে নারি ।

মণিকাঞ্চন   রতনভূষণ,
বিচিত্র বেশবাস,
অতৃপ্ত মন   রূপ-যৌবন,
অকুণ্ঠ অভিলাষ ;

পুষ্পিত পাণি   সুস্মিত বাণী,
কৌতুকরস-ফাগ,
নৃত্যললিত   বাহুবলয়িত
সঙ্গীত চিতরাগ ;

কুঞ্জ-ভবন   মঞ্জু পবন,
গন্ধ-প্রদীপ-ভাতি,
পুলকোচ্ছল   ভূলোকোজ্জ্বল
উন্মদ মধুরাতি ;—

বাসবদত্তা   বিলাসমত্তা,
বাসবদত্তা নারী !
ক্ষমা কর' অয়ি   বিভ্রমময়ী—
চিনিতে যদি না পারি !

বাসবদত্তা ব্যসনমত্তা,
বাসবদত্তা নারী !
ভ্রূবিলাসময়ী ক্ষমা কর' অয়ি,
যদি-না চিনিতে পারি।

হৃদয়-খেলায় বিলাসে হেলায়
জিনি' কত দেহমন,
বেদনার পারে হাসিয়া তাহারে
করেছ বিসর্জ্জন !

কত আঁধি-রাতে দু'টি আঁখিপাতে
আলেয়ার আলো জ্বালি'
কত-না পথিকে ভুলায়ে বিদিকে
দিলে হাসি' করতালি !

রূপ-আসক্ত কত-না ভক্ত—
নিশীথ-সেবার সাথী,
সহি' অপমান সঁপিয়াছে প্রাণ
না পোহাতে মোহ-রাতি !

বাসবদত্তা রূপপ্রমত্তা,
বাসবদত্তা নারী !
ওগো মণিহার, সূত্র তোমার
ধরিবারে নাহি পারি।

বাসবদত্তা আসবমত্তা,
বাসবদত্তা নারী !
বহে হিমবায়, রাত্রি যে যায়—
তবু তো চিনিতে নারি।

পূর্ব্ব আকাশে অরুণ-আভাসে
ফুটিছে জবার হাস,
একে একে খুলে' পড়ে পদমূলে
তামসী নিশির বাস ;

অচেনা আলোকে পড়েছে কি চোখে
হেন কোনো রূপরাশি,—
যা'র মহিমায় ভুবন ভুলায়,
টলায় মুখের হাসি ?

—যে রূপের পাশে আঁখি মুদে' আসে,
খোলে হৃদয়ের দ্বার,—
মিছে মনে হয় যত পরিচয়,
গত সুখসম্ভার !

বাসবদত্তা প্রমোদমত্তা,
বাসবদত্তা নারী !
এ কি অপরূপ ! হেরি তব রূপ
চিনিয়া চিনিতে নারি !

বাসবদত্তা অপ্রমত্তা !
কবির মিনতি লহ,
স্বরূপ তোমার কহ একবার—
তুমি কি সে-তুমি নহ ?

—কে সে সন্ন্যাসী ঐ বুকে আসি'
মেলিয়া আসন তা'র,
গেরুয়া বরনে ছোপাইল মনে
করুণার অভিসার ?

ফুরায়েছে তব নিতি নব নব
প্রমোদোৎসব-রাতি,
কোথা কালিকার দীপমালিকার
দীপ্তশিখার বাতি ?

রুদ্ধ প্রাসাদে ক্ষুব্ধ বিষাদে
একাকিনী কা'র লাগি'
নয়নের জলে প্রতি পলে পলে
যাপিছ যামিনী জাগি' ?

বাসবদত্তা বিমলসত্ত্বা,
বাসবদত্তা নারী !
কে কবে কোথায় ধরা পড়ে, হায় !
বুঝিয়া বুঝিতে নারি ।

বাসবদত্তা শুদ্ধসত্ত্বা,
বাসবদত্তা নারী !
তমসার পারে লইতে তোমারে
এসেছে কি কাণ্ডারী ?

এল কি বুদ্ধ পরমশুদ্ধ—
নৈরঞ্জনা-তীরে ?
ব্যথিত ক্লান্তে ভীত ও ভ্রান্তে
বক্ষে লইতে ফিরে' !

—গৈরিক-বাস, মুখে মধু-হাস,
সুশান্ত সমাহিত,
চিরব্যথাহারী দুখপথচারী,
করুণামথিত-চিত !

সকলের সাথে দু'টি রাঙা হাতে
ধূলায় পাতি' আসন,
—সেই তথাগত, সে কি সমাগত—
শরণাগতশরণ ?

বাসবদত্তা অমৃতসত্ত্বা!
সত্যে করিয়া সাথী,
সে কমল-পায়ে আপনা বিকায়ে
কাটিল কি দুখ-রাতি ॥

নিরুপায়

শ্রমিকের ফাটছে পিলে ধনিকের বুটের ঘায়ে,
বণিকের বংশ বাড়ে তেতলা প্রাসাদ-ছায়ে ;
কে খাটে, কেই বা খাটায় ? কে বা কাল খেলায় কাটায়!
যে বোনে গায়ের কাপড়, সে মরে আদুল গায়ে!

বাহবা বিধির বিধান, বাজা ভাই বাজনা বাজা,
ঢেকে দে ভাবনা যত, দুনিয়ার এম্‌নি রাজা!
চোরেরা বাড়ছে খাসা, সাধুরা কোণায় ঠাসা,
রেখে দে ধর্ম্মকথা, নিয়ে আয় কাঁকড়া-ভাজা!

ওরে ভাই—বড্ড ক্ষিদে, কি করি বল্ তো উপায়,
লাগা না ফন্দী-ফিকির, যা' করে' মিলবে দু'পাই!
পশুরাও খাচ্ছে চরে', মানুষে ক্ষিদেয় মরে—
ধনীদের ঘর ভরে' যায় গরিবের শ্রমের রূপায়!

কত আর সহ্য হবে, বেটারা মোটর চড়ে ;
দু'বেলা পোলাও খেয়ে বসে' বেশ আরাম করে।
দেখা হয় পথের ধারে— গুমরে চিনতে নারে,
দু'টাকা চাইতে গেলেই মাথাতে টনক নড়ে।

চুরিটা মন্দ কিসে—সমাজের ফক্কিকারি,
গরিবে রাখতে চেপে বড়দের খবরদারি।
এদিকে পেট জ্বলে' যায়, কি হবে পুঁথির কথায় ?
পরকাল পচুক চুলায়—বাঁচাটাই কেলেঙ্কারি।

যদি বা ধরাই পড়ি, তা'তে আর ভয় কি আছে ?
—ছেলেটা ধুঁকছে জ্বরে, রেখে যাই কা'র বা কাছে।
সে মাগী গর্ভে ধরে' বেঁচেছে পূর্ব্বে মরে',
একা তাই ভাবছি বসে', কি করে' দু'দিক বাঁচে।

জমিটার খাজনা দেবার এসেছে জোর তাগাদা,
মোটে যে হয়নি ফসল, জমিদার বুঝবে না তা।
ভিটে মোর সাত-পুরুষে', তবু নেয় পয়সা ঠুসে'—
কোথাকার কেমন বিধান, বুঝি না তাও তো দাদা।

মাটি তো সঙ্গে করে' আনেনি ধনীর ছেলে,
সে বেটা জন্মে' শুধু কি করে' দখল পেলে ?
চিরদিন লাঙল ধরে' এসেছি আবাদ করে'—
তার আবার পাওনা কিসের, দিব যে চাইতে এলে।

মাটি তো মাটিই বেটি, মুখে তার রা না কাড়ে,
নইলে ছিদাম দুলে কারুকে এম্‌নি ছাড়ে।
থাক্ তোর আইন কানুন, ঘরে যার জুটছে না নুন,
সে দেবে পয়সা গুনে',—কে বা তা চাইতে পারে।

পেটে যে পায় না খেতে, সে দেবে দেনার কড়ি—
কা'কে—যে সোনার খাটে শুয়ে রয় পেট-টা ভরি' ।
অথচ কুপিয়ে মাটি না খেয়ে মোরাই খাটি,—
টাকা তো তৈরি মোদের, তারা পায় কেমন করি' ?

সাধে কি রাগছি রে ভাই—ছেলেটা ক'দিন ধরে'
বাদলে আমন রুয়ে পড়েছে এম্‌নি জ্বরে ।
দেখাব বদ্দি যে ভাই, তারো যে পয়সাটি নাই,
খাওয়াব মিছরী সাবু—তাই বা পাই কি করে' ।

যাক্‌গে,—মোড়ল দাদা, ঠিলি কি খালিই নাকি ।
ছাখো না উপুড় করে'—ছুফোঁটা নাই কি বাকি ?
ভেবো না ছিদাম ছুলে নেশাতে পড়বে ঢুলে',—
নসীবে ঘটবে না তা—তা'তে যে ভালোই থাকি ।

মাগীটা ভালোই গেছে—কি বলো বলাই কাকা ?
ছুনিয়ায় মরাই ভালো, নাই যার পয়সা টাকা ।
—ছেলেটা ধুঁকছে জ্বরে— ছাখো না, মরছি ডরে,
সে মাগী ভাগ্যবতী, পড়েছে চিতায় ঢাকা ।

ভগবান্ ! থাকিস যদি, একবার আয় তো কাছে,
আমি যে মুখ্যু মানুষ—শুনি কি বলার আছে ।
কতদিন লুকিয়ে র'বি ? ছুনিয়ায় পয়সা সবই—
কথাটা বল্ তো মুখে—বুঝে নিই কতক আঁচে ।

মানুষের সাচ্চা ঝুটার যদি না কদর থাকে,
দেহে যার শক্তি আছে, বুঝানোর কাজ কি তাকে ?
অবিচার ভণ্ডামিতে, কেহ নাই দণ্ড দিতে—
যদি হয় এমন ধারা,—কে কাঁকে ছাড়বে কা'কে ।

কি বলিস্ মোড়ল দাদা, ভয়ে কি ভড়কে' গেলি ?
মনে হয়, মাটির মতন দুনিয়ায় পালটে' ফেলি।
উঁচু সব ঢেলায় ধরে' চষে' নিই সমান করে',
পয়সার কোথায় বাসা, দেখি তাই কোদাল ঠেলে'।

রাত ভাই, অনেক হ'লো, ছোঁড়াটা করছে বা কি।
ভালো না লাগছে কিছুই, না-লাগার কসুরটা কি ?
সাবু আর মিছরী কেনা— যদি বা তাও হবে না,
তবে এই দুঃখ সয়ে কেন বা বেঁচেই থাকি ॥

বিয়োগিনী

গৃহলক্ষ্মী নহ শুধু, তুমি দেবি, ছিলে মোর বাণী ;
তব স্পর্শে প্রাণ পেয়ে আমার এ চিত্তবীণাখানি
মুখরি' উঠিত নিত্য,—জানুক বা না জানুক কেহ ;
অত্যুক্তি বলিয়া এরে বন্ধুজনে করিবে সন্দেহ,
জানি তাহা ; কিন্তু এই অন্তরের তন্ত্রীর বারতা
তুমি ছাড়া কে জানিবে ? কে বুঝিবে এর মর্ম্মকথা।
আজ তুমি ছেড়ে গেছ ; পড়ে' আছে অন্ধকার কোণে
যন্ত্রের কঙ্কালখানা—কে আর কাহার কথা শোনে।
ধূলি-জালে ঢাকে নিত্য, বায়ু আসি' নাড়া দিয়ে যায়,
হা-হা করে' কাঁপে বক্ষ ; আজি হায়, সে ধ্বনি কোথায় ?

সে বীণা তো আবর্জ্জনা, বুকে যা'র নাহি বাজে গান।
দুর্দ্দিনের অন্ধকারে আজি তাই ভাবি, ভগবান।
ফিরাইয়া লহ এই যন্ত্রটারে তব অন্তঃপুরে,
আর কেন এ যন্ত্রণা,—আর কেন রই সৃষ্টি জুড়ে' ॥

২

কাল যে অচেনা ছিল, আজ সেই চেনা ;
দু'দণ্ডের পরে তারো ঠিকানা মিলে না।
—এই তো ধরার ধারা ; ধরা ও অধরা—
দুই নিয়ে খেলাঘরে মিছে ঘর-করা।

বাহির হইতে তুমি এসেছিলে ঘরে
নিতান্ত বুকের কাছে, আগ্রহে আদরে
একান্ত আপন হয়ে ; ভেবেছিনু মনে
এ চেনা হবে না শেষ বুঝি এ জীবনে।
—মুখ তুলে' চেয়ে দেখি,—তুমি গেছ চলে'—
যাবার সময় কোনো কথাটি না বলে'।

মন দিয়ে বুঝি, তবু প্রাণ দিয়ে কাঁদি,—
বৃথাই বালির বাঁধে মর্ম্মতল বাঁধি।
মনে হয়, সবই মিথ্যা—তবু চিত্তজ্বালা
নিত্য ভরে' তোলে কেন চোখের পেয়ালা।

৩

তেমনি প্রচণ্ড গ্রীষ্ম আজো দ্বিপ্রহরে,
কিন্তু কোথা সে চাঞ্চল্য ? সেই ক্ষিপ্র করে
নিরলস ব্যগ্রতায় সেই পাখা-করা ?
কোথায় সে ভাষাহীন শত প্রশ্নভরা
আয়ত করুণকান্ত সেই মুগ্ধ আঁখি ?
এস, এস—নিঃসহায় আমি যে একাকী।

বৈকালে বৈশাখী মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ,
হু হু করে' ফেলে বায়ু উতলা নিশ্বাস।

"—ওগো, ওগো, একবার ছাতের উপরে
এস, এস,—দেখ, দেখ,"—সেই স্নিগ্ধস্বরে
কোথা সেই প্রাণস্পর্শী আগ্রহের ডাক ?
ডাক', ডাক',—একা আমি—এল যে বৈশাখ।

ডাক', ডাক',—ডাকে মেঘ, নামে বৃষ্টিধারা,
নিঃসহায়, বড় একা—আমি সর্ব্বহারা।

৪

এই তো আসিনু ফিরে', কিন্তু তুমি কই ?
তবে যে ফিরিল ঘরে—সে।কি আমি নই ?
নহিলে—কোথায় তুমি সরিয়া দাঁড়ালে
আধ-খোলা দুয়ারের আধেক আড়ালে ?
সেই গৃহ, গৃহসজ্জা, ভৃত্য, পরিজন,
পুত্রকন্যা,—সেই সব পূর্ব্বের মতন।
তবে কি সকলি স্বপ্ন বিভ্রান্ত নয়নে ?
তুমি নাই—সেই প্রশ্ন জাগে তাই মনে।

সব সত্য, তুমি মিথ্যা—বুঝিব কি তাই ?
অথবা সে তুমি ছাড়া আর সত্য নাই।
—চিত্তের বিকার একি ?—দেহ কেন টলে ?
জল দাও, পাখা আন'—কোথা গেলে চলে' ?
—বুঝিলাম তুমি নাই, নহিলে নিশ্চয়
এ সময়ে থাকিবে না—এও কভু হয় ?

৫

সেই চিঠি—ভুলে-ভরা সেই চিঠিখানি—
যা' নিয়ে কতই দ্বন্দ্ব, কত টানাটানি
পরস্পরে।।কত লজ্জা, কত অভিমান—
মনে আছে ?—শনিবারে আসার আহ্বান ?

—মনে পড়ে ?—আজ সেই চিঠি হাতে করে'
কতক্ষণ বসে' আছি এক-ই আশা ধরে'—
হেরিব আবার সেই মুখ-ভার-করা,
—চেঁচিয়ে পড়িতে সেই মুখ-চেপে-ধরা।

আজি আর নাই তুমি সে পত্রের পিছে।
প্রত্যেক ছত্রটি তাই চীৎকারি' মরিছে
নিঃশব্দ শোকার্ত্ত কণ্ঠে প্রত্যেক অক্ষরে,
কালো-কালো চক্ষে তা'র যেন অশ্রু ঝরে।
আজি মানিলাম হারি,—চাহ এইবার,
এখনি ফিরায়ে দিব—সে পত্র তোমার।

৬

এত কি সংসার-কাজে ব্যস্ত নিরন্তর।
একদণ্ড বসিবার নাহি অবসর
সারাদিনে ? এর ভার—আর তা'র ভার,
ছোট বড়—সবই তব—আশ্চর্য্য ব্যাপার।
আমি কি তোমার তবে এ সংসার ছাড়া ?
তবে যে বিদ্রূপ করে' বলে সারা পাড়া
তুমি মোর অনিমেষ নয়নের তারা—
নিত্য যে-বা দেয় মোরে অক্লান্ত পাহারা।

জিজ্ঞাসিলে মৃদু হাসি' মুখপানে চেয়ে
কহ শুধু দুটি কথা—"এ সংসার ছেয়ে
তুমিই তো ঘরে-পরে আছ সর্ব্বঠাঁই,
তোমারে সবাতে তাই লভি সর্ব্বদাই
—তাই নাকি ?—তাই বুঝি ছাড়িয়া আমারে—
সেথাও পেয়েছ মোরে সেই পরপারে।

৭

যে ফুল বাসিতে ভালো, সেই চাঁপা ফুল
হাতে নিয়ে বসে' আছি স্বপ্নসমাকুল
আজি এই জ্যোৎস্নারাত্রে দেবের দুয়ারে।
চন্দ্রালোকে স্নাত বিশ্ব। লাবণ্য-জুয়ারে
ভেসে যায় দশদিক্। কোথা নাই কেহ।
ঝিল্লিস্বরে ঝিন্‌ঝিম করে' আসে দেহ।

—মনে হ'ল, তুমি যেন সন্তর্পণে আসি'
নতনেত্রে ফুলটিরে নিলে ভালবাসি'
হাত হ'তে। তার পরে, অভ্যস্ত ধরনে
চক্ষু মুদি' অর্পিলে তা শিবের চরণে।

শূন্যে মিলাইল মূর্ত্তি, দেখিলাম চেয়ে;
ফুলের সৌরভমাত্র আসে জ্যোৎস্না বেয়ে
রূপ হ'তে অরূপের মন্দিরের তলে—
নোয়াইনু ক্লান্ত শির নয়নের জলে।

ঐ তো তোমারি গাছে ফুটেছে সে ফুল,
যে ফুলের লাগি' তুমি অশান্ত আকুল
আগ্রহে খুঁজিতে ফিরে' প্রতিদিন প্রাতে;
ফুটেছে তা' কালকারই অন্ধকার রাতে,
তুমি চলে' গেলে পরে। তোমারি সেবায়
যে ফুল ফুটিল—আজি কাহারে সে চায়?

সহসা তাহার পানে মেলিতে এ চোখ
অন্যমনে হেরিলাম, নির্ম্মল আলোক
তব দু'টি নয়নের নবরূপে সাজে
অপরাজিতার সেই পর্ণদলমাঝে।

—সে চোখ চাহিছে কা'রে—মোরে না তোমারে,
এ পারে, না ধরণীর সেই পরপারে ?
সে আলো নিবায়ে যাবে—মুদিবে সে আঁখি,
মোর চোখে এ আলোর কতক্ষণ বাকি ?

চাহি না জ্যোছনামত্ত ফাল্গুনের পূর্ণিমা-শর্ব্বরী,
পুষ্পগন্ধে উচ্ছ্বসিত দক্ষিণের সুমন্দ পবন ;
আমি চাই শুচিশুভ্র শরতের পুণ্য কোজাগরী,
লক্ষ্মীর চরণপ্রান্তে যেদিন উৎসর্গ করি' মন
জাগরণে কাটে নিশি, প্রসন্ন আকাশপানে চাহি',—
লহ লহ লহ বলি' যে দিন পরান উঠে গাহি'।

—সে গান শুনেছ কানে—সর্ব্বস্ব আমার,
তাই লয়ে ভাঙিয়াছ সর্ব্ব অহঙ্কার।
তা'তেও নাহিক দুঃখ—তোমারি যা' দান
সব ফিরাইয়ে লয়ে রেখেছ সম্মান।
বিশ্বজিৎ দানযজ্ঞে দাতার প্রার্থনা
হে লক্ষ্মি, তোমার পায়ে পূর্ণ আরাধনা ;—
কিন্তু সেই সঙ্গে দেবি, আমারেও লহ,
এ জীবনভার তুমি জান' ত অবহ।

১০

আমার দুয়ার ছেড়ে, খুঁজে' নিলে হরির দুয়ার।
—সেই ভালো, সেই ঠিক ; জীবনের ক্ষণিক জুয়ার
ক'দিন রাখিবে ধরে' ? সেই পঙ্ক, সেই তো শৈবাল-
ভরা এই শীর্ণ নদী। সেথা যে অমৃত-পারাবার।

ঐটুকু ছিলে তুমি, সহসা হইলে এত বড় !
তোমারি মাঝারে দেখি সারা সৃষ্টি হইয়াছে জড়ো—
তিলে-তিলে পলে-পলে সঙ্গোপনে মনের নয়নে !
যা-কিছু দেখি এ চোখে—বারবার শুধু পড়ে মনে
সে তব সুন্দর মূর্ত্তি—সেই শান্ত, সেই সুসংযত
দীর্ঘপক্ষ্মচ্ছায়াতলে আয়ত নয়ন অবনত !

—এই রাত্রি-অন্ধকারে, নিরালায় এ পরমক্ষণে
একবার কথা কও—কও কথা একান্ত গোপনে।
যে দ্বারে গিয়াছ চলি', একবার খুলি' সেই দ্বার
হরির দোহাই, আজি একবার—ডাক' একবার ॥

সমাপ্ত